পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 278 Monday, 8 September, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৭৮ সংখ্যা ✱ ২২ ভাদ্র, ১৪৩২ সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সফল এসএসসি, 'আগামী রবিবারের পরীক্ষাও স্বচ্ছ হবে', আশা ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের পর প্রথম এসএসসি। রবিবারের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। পরীক্ষা শেষের পর স্ব হ্যান্ডেলে পরীক্ষার্থী, আধিকারিকদের শুভেচ্ছা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি লেখেন, আজ রাজ্যের ৬৩৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। নবম-দশম শ্রেণির এসএসসি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। পরীক্ষার্থী, আধিকারিক, স্কুলশিক্ষা দপ্তর-সহ সমস্ত আধিকারিককে শুভেচ্ছা জানাই। আমি আশা করি আগামী রবিবারের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির এসএসসি পরীক্ষাকে স্বচ্ছ রাখতে সমস্ত সাহায্য করবেন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের এক কলমের আঁচড়ে চাকরিহারা অন্তত ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে অনুযায়ী, ফের পরীক্ষা নিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। সেই অনুযায়ী দু'দফায় এসএসসি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। পরীক্ষায় যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপ করে কমিশন। এদিন সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে শুরু করেন। নথিপত্র খতিয়ে দেখে তাঁদের পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়। এবার অ্যাডমিট কার্ড নকল রুখতে বিশেষ বার কোড স্ক্যানারের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রশ্নফাঁস রুখতেও একগুচ্ছ পদক্ষেপ করা হয়। শনিবারই এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছিলেন, প্রশ্নপত্রে ছবি তুলে ফাঁস করার চেষ্টা করলে তা জানতে পারবে এসএসসি। তবে এদিন কোথাও কোনও প্রশ্নফাঁসের চেষ্টা হয়নি বলেই কমিশন সূত্রে খবর।

উৎসবের মরশুমে সুখবর, মহার্ঘ ভাতা বাড়ছে ৩ শতাংশ!

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপূজা, দশেরা ও দীপাবলির আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য আসছে সুখবর। কেন্দ্র শিগগিরই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করতে চলেছে। সূত্র অনুযায়ী, এবার ভাতা বৃদ্ধি হতে পারে ৩ শতাংশ, ফলে ডিএ ৫৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৮ শতাংশে পৌঁছবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় ১.২ কোটি কেন্দ্রীয় কর্মচারী ও পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হবেন। দেশজুড়ে যখন উৎসবের মরশুম শুরু হতে চলেছে, তখন এই সিদ্ধান্ত কর্মচারীদের হাতে বাড়তি সঞ্চয় এনে দেবে। বিশেষ করে দুর্গাপূজা, দশেরা ও দীপাবলির সময়ে গৃহস্থালির খরচ বাড়ে বহুগুণ। তাই সরকারের এই পদক্ষেপকে অনেকেই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছেন। কর্মচারীদের হাতে বাড়তি টাকা আসার ফলে খুচরো বাজার ও ভোগ্যপণ্যের বিক্রিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে অর্থনীতিবিদদের অনুমান। সরকারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যদি কারও প্রাথমিক বেতন হয় ১৮,০০০ টাকা, তবে বর্তমানে তিনি পাচ্ছেন প্রাথমিক বেতনের ৫৫ শতাংশ হারে ডিএ। অর্থাৎ, ডিএ বাবদ পাচ্ছেন ৯,৯০০ টাকা। ৩ শতাংশ বৃদ্ধির পরে এই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়াবে ১০,৪৪০ টাকা, অর্থাৎ প্রতি মাসে ৫৪০ টাকা বাড়তি পাওয়া যাবে। একইভাবে, যদি কারও বেতন হয় ৩০,০০০ টাকা (যার মধ্যে বেসিক ১৮,০০০ টাকা ধরা হয়েছে), তিনিও একই অঙ্কের (৫৪০ টাকা) বৃদ্ধি পাবেন। ফলে সামগ্রিকভাবে কর্মচারীদের মাসিক বেতনে উল্লেখযোগ্য সুরাহা আসবে। মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বছরে দু'বার ঘোষণা করে কেন্দ্র। একবার জানুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হয় এবং ঘোষণা আসে ফেব্রুয়ারি-মার্চে, অন্যবার জুলাই মাস থেকে কার্যকর হয় এবং ঘোষণা হয় সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। এর ফলে কর্মচারীদের ভাতা কার্যত পূর্ব-প্রযোজ্য হিসেবে কার্যকর হয়। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের জুলাই মাসের জন্য ডিএ বৃদ্ধি হবে প্রায় ৩ থেকে ৪ শতাংশ। সরকার আপাতত ৩ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা দিতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির অন্যতম লক্ষ্য হলো মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবকে সামলানো। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে জ্বালানি-প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি সরাসরি প্রভাব ফেলছে সাধারণ কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের জীবনে। ত্তক বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার মূলত কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করে। ফলে বাস্তবে মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কা খানিকটা হলেও সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। যদিও কর্মচারী মহলে এখন সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয় হলো অষ্টম বেতন কমিশন কবে গঠিত হবে। সপ্তম বেতন কমিশনের পর দীর্ঘ সময় কেটে গেছে, আর প্রত্যেক কর্মচারী এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

বাজারে আগুন সবজির দাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ সবজির দাম সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দৈনন্দিন বাজারের হিসেব সঠিকভাবে করতে হলে দামের আপডেট থাকা জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন খুচরো বাজারে সবজির দামের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, বড় পেঁয়াজ প্রতি কেজি ২৮ টাকা, খুচরো বাজারে ৩২-৩৬ টাকা এবং বড় দোকানে ৩৪-৪৬ টাকা।ছোট পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৫৫ টাকা, খুচরো বাজারে ৬৩-৭০ টাকা এবং বড় দোকানে ৬৬-৯১ টাকা। টমেটো প্রতি কেজি ৪১ টাকা, খুচরো বাজারে ৪৭-৫২ টাকা এবং বড় দোকানে ৪৯-৬৮ টাকা। কাঁচা লঙ্কা প্রতি কেজি ৪৬ টাকা, খুচরো বাজারে ৫৩-৫৮ টাকা এবং বড় দোকানে ৫৫-৭৬ টাকা। বিটরুট প্রতি কেজি ৩৪ টাকা, খুচরো বাজারে ৩৯-৪৩ টাকা এবং বড় দোকানে ৪১-৫৬ টাকা। আলু প্রতি কেজি ৩৩ টাকা, খুচরো বাজারে ৩৮-৪২ টাকা এবং বড় দোকানে ৪০-৫৪ টাকা।

তৃণমূলের রণকৌশল ঠিক করতে

আজ ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ লোকসভা ভোটের পর এখন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্যের ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে এবার শুরু থেকেই সংগঠনকে শক্তিশালী করতে চাইছে দল। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক সাংগঠনিক জেলা ধরে বৈঠকে বসছেন। সূত্রের খবর, আজ সোমবার ক্যামাক স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হবে দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয় সত্ত্বেও সংগঠনের কিছু দুর্বলতা সামনে এসেছে। বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলায় অন্তর্কলহ, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং বিজেপির প্রচার কৌশল মোকাবিলার মতো একাধিক সমস্যা রয়েছে। তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করেছেন, এক একটি সাংগঠনিক জেলায় আলাদা বৈঠক করে তৃণমূলের সংগঠনকে আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করতে হবে। প্রতিটি জেলায় ভোট প্রস্তুতি, সংগঠনের বর্তমান অবস্থা এবং বিজেপির কৌশল মোকাবিলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। তৃণমূলের কাছেদমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই অঞ্চলটি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এখানে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, শিল্পাঞ্চল ও নতুন ভোটারদের উপস্থিতি এই এলাকার নির্বাচনী সমীকরণে বড় ভূমিকা পালন করে। ২০২১ সালের

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এই জেলায় ভালো ফল করলেও, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট বৃদ্ধি তৃণমূলের কাছে বড় সতর্কবার্তা। তাই এবার থেকে সংগঠনকে বৃহত্তর ভোট ব্যাংক ধরে রাখা এবং বিজেপির প্রভাব কমানো- এই দুই লক্ষ্যেই কৌশল সাজাচ্ছে দল।সূত্রের খবর, আগামী সোমবার ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বঃে দ্যাপাধ্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেনঃ দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সকল তৃণমূল ব্লক সভাপতি,যুব তৃণমূল নেতৃত্ব, মহিলা তৃণমূলের প্রতিনিধিরা,টিএমসিপি ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব,কয়েকজন জেলা পর্যবেক্ষক ও বিধায়ক। তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে জেলাস্তরের নেতাদের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন।সংগঠন শক্তিশালী করা-বুথস্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে নতুন করে সাজানো। অন্তর্কলহ এড়ানো-দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যেকোনও মূল্যে বন্ধ করতে হবে। বিজেপির কৌশল মোকাবিলা-সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও জনসংযোগ কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যুব ভোটারদের কাছে পৌঁছনো-নতুন প্রজন্মকে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত করতে বিশেষ প্রচার শুরু হবে।

রাহুল গান্ধী ব্রিটেনের নাগরিক', অভিযোগ তোলা সেই বিজেপি নেতাকে সমন ইডির

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টম্বর ঃ 'রাহুল গান্ধী ব্রিটেনের নাগরিক', এমনই বিস্ফোরক দাবি করে এলাহাবাদ হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন ভিগ্নেশ শিশির নামে এক বিজেপি নেতা। এবার তাঁকেই সমন পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। ভিগ্নেশের দাবি ছিল, নিজের ব্যবসা চালানোর জন্যই ব্রিটেনের নাগরিকত্ব নেন রাহুল। সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, রাহুলের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ করেছেন সে বিষয়ে বিশদ তথ্য জানার জন্য ভিগ্নেশকে সমন পাঠানো হয়েছে ইডির তরফে। ইডি জানতে চায়, রাহুল গান্ধীর কোথায় বিদেশি সংস্থা রয়েছে বা কোন বিদেশি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট-এর কোনও নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে কিনা? বিজেপি নেতা নিজেই জানিয়েছেন, তাঁকে ইডির তরফে নোটিস পাঠানো হয়েছে এবং আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ইডি দপ্তরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলার শেষ শুনানিতে আদালতে ভিগ্নেশ দাবি করেছিলেন, ব্রিটেনের সরকার রাহুল গান্ধীর নাগরিকত্ব নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে তথ্যের আদান প্রদান করেছে। আদালতে মামলা করার জেরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফেও তাঁকে নোটিস পাঠানোর কথা জানিয়েছিলেন বিজেপি নেতা। এবার সেই মামলায় যাবতীয় তথ্য জানতে মামলাকারী ভিগ্নেশকে নোটিস পাঠাল ইডি।প্রসঙ্গত, রাহুল গান্ধীর নাগরিকত্ব নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মামলা চলছে। মামলাকারীর অভিযোগ রাহুল ব্রিটিশ নাগরিক। সেই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ তিনি মামলায় জমা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নির্দিষ্ট তথ্য না থাকায় মামলাটি আগে বাতিল হয়ে গেলেও সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে রাহুল গান্ধীর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি তুলে দেওয়ার পর হাইকোর্ট মামলাটি নতুন করে চালু করেছে। ওই বিজেপি কর্মীর অভিযোগ ছিল, রাহুল একই সঙ্গে ব্রিটেন এবং ভারতের নাগরিক। তাঁর কাছে নাকি তথ্যপ্রমাণও আছে। রাহুলের নাগরিকত্ব নিয়ে তথ্য জানতে ব্রিটেনের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিছু তথ্য তাঁরা দিয়েছেন। তবে সব তথ্য গোপনীয়তার খাতিরে দেয়নি। এ বিষয়ে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত। কেন্দ্রেরও উচিত, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। কারণ নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ভারতীয়ের দ্বৈত নাগরিকত্ব আইনত অপরাধ।উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধীর নাগরিকত্ব নিয়ে এর আগেও একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। এর আগে দিল্লি হাই কোর্টে এই একই অভিযোগে মামলার করেছেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। স্বামীর দাবি, ব্রিটিশ সংস্থা ব্যাকপ্স লিমিটেডের মাধ্যমে ২০০5 এবং ২০০৬ সালে রাহুলের দাখিল করা বার্ষিক রিটার্ন সংক্রান্ত নথিগুলি তাঁর ব্রিটেনের নাগরিকত্বের প্রমাণ। এছাড়া ইংল্যান্ডে রাহুলের নামে থাকা একটি কোম্পানির ঘোষণাপত্রে, নিজেকে ইংল্যান্ডের নাগরিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। রাহুল ব্রিটেনের নাগরিক, এই অভিযোগ তুলে তাঁর মনোনয়ন খারিজের দাবিও একাধিকবার উঠেছে। ঘটনাচক্রে বিজেপি নেতারা এর আগে বারবার রাহুল গান্ধীকে বিদেশের নাগরিক হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও কেন্দ্র সেভাবে উচ্চবাচ্য করেনি।

ভারতে ফিরতে চলেছে মালিয়া-মোদী! পরিদর্শন হল তিহার জেল

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত সরকারের তীব্র প্রচেষ্টার ফলে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী বিজয় মালিয়া এবং নীরব মোদীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথ আরও সুগম হয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস -এর একটি প্রতিনিধি দল দিল্লির তিহাড় জেল পরিদর্শন করেছে। এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল জেলের পরিবেশ এবং বন্দীদের জন্য সুবিধাগুলি মূল্যায়ন করা, যাতে যুক্তরাজ্যের আদালতগুলিকে আশ্বস্ত করা যায় মালিয়া এবং মোদী কে নিরাপদ ও মানবিক পরিবেশে রাখা হবে। ভারত সরকার জানিয়েছে, প্রয়োজনে তিহাড় জেলে উচ্চ-প্রোফাইল বন্দীদের জন্য বিশেষ 'সেল তৈরি করা হবে। এই পদক্ষেপ ভারতের পলাতক অপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য মোদী সরকারের অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। নগত জুলাই মাসে সিপিএস-এর চার সদস্যের একটি দল, যার মধ্যে দুজন ব্রিটিশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা ছিলেন, তিহাড় জেলের উচ্চ নিরাপত্তা ওযার্ড পরিদর্শন করেন। তারা বন্দীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং জেলের সুবিধা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। সূত্র জানায়, প্রতিনিধি দল জেলের সার্বিক পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এবং এটিকে 'উচ্চ মানের কাছাকাছি' বলে মন্তব্য করেছে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সিপিএস দলকে আশ্বাস দিয়েছে যে প্রত্যর্পিত ব্যক্তিরা কোনও শারীরিক নির্যাতন বা অবৈধ জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবেন না। এছাড়া, উচ্চ-প্রোফাইল বন্দীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ও সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি পৃথক ' তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বিজয় মালিয়া, প্রাক্তন কিংফিশার এয়ারলাইন্সের চেয়ারম্যান, ৯,০০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির মামলায় অভিযুক্ত। ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের আদালত তাঁর প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিলেও, তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন সহ বিভিন্ন আইনি পন্থার মাধ্যমে এটি বিলম্বিত করছেন। অন্যদিকে, নীরব মোদী, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৩,৮০০ কোটি টাকার জালিয়াতি মামলার প্রধান অভিযুক্ত, বর্তমানে যুক্তরাজ্যের হেফাজতে রয়েছেন। তিনি মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। যুক্তরাজ্যের আদালতগুলি পূর্বে ভারতীয় জেলের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, যা প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১৭৮টি প্রত্যর্পণের অনুরোধ করেছে, যার মধ্যে প্রায় ২০টি ইংল্যান্ডে রযেছে। এই তালিকায় বিজয় মালিয়া, নীরব মোদী ছাড়াও অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডারী এবং বেশ কয়েকজন খালিস্তানি নেতা রয়েছেন।

লোহিত সাগরে কেবল কেটে ইন্টারনেটে সমস্যা, ভারত-পাক ক্ষতিগ্রস্ত

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার ভারত সহ এশিয়ার কিছু অংশ এবং পশ্চিম ও পূর্বের অন্যান্য দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রভাবিত হয়। লোহিত সাগরে একটি সমুদ্রতল তারের বিচ্ছিন্নতার কারণে এটি ঘটে। বিশেষজ্ঞরা এই তথ্য দিয়েছেন। তবে, এই ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে, উদ্বেগ রয়েছে যে ইযেমেনের হুথি বিদ্রোহীরা এই কেবলগুলি লক্ষ্য করছে। বিদ্রোহীরা এটিকে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ইজরায়েলের উপর চাপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করছে। তবে, হুথি বিদ্রোহীরা আগে এই ধরনের আক্রমণ অস্বীকার করেছে।

ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা নেটব্লকস জানিয়েছে যে লোহিত সাগরে বেশ কয়েকটি সমুদ্রতল তার কেটে ফেলার কারণে বেশ কয়েকটি দেশে ইন্টারনেট সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানও রয়েছে। তিনি বলেন, সৌদি আরবের জেদ্দার কাছে কেবল সিস্টেমে কারিগরি ত্রুটির কারণে এই সমস্যাটি ঘটেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ামধ্যপ্রাচ্যপশ্চিম ইউরোপ ৪ কেবলটি ভারতীয় কোম্পানি টাটা কমিউনিকেশনস দ্বারা পরিচালিত হয়, যা একটি বৃহত্তর ভারতীয় সমষ্টির অংশ। একই সময়ে, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-পশ্চিম ইউরোপ কেবলটি আরেকটি কনসোর্টিয়াম দ্বারা পরিচালিত হয়, যা অ্যালকাটেল-লুসেন্ট দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। উভয় কোম্পানিই এখনও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

সৌদি আরব এখনও ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেনি এবং সেখানকার কর্মকর্তারা মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেননি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, যেখানে দুবাই এবং আবুধাবি অবস্থিত, দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি ডু এবং এতিসালাত-এর নেটওয়ার্কগুলিতে ইয়ারনেট ব্যবহারকারীরা ধীর ইন্টারনেট গতির অভিযোগ করেছেন। সরকারও তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যাটি স্বীকার করেনি।

মাইক্রোসফট তাদের স্ট্যাটাস ওয়েবসাইটে জানিয়েছে যে লোহিত সাগরে সমুদ্রের তলদেশে একটি কেবল কেটে ফেলার কারণে পশ্চিম এশিয়ায় ইন্টারনেটের গতি হ্রাস পেতে পারে। ওয়াশিংটন-ভিত্তিক রেডমন্ড কোম্পানিটি তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানায়নি, তবে বলেছে যে পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী ইন্টারনেট ট্র্যাফিক প্রভাবিত হয়নি।

কিভের মন্ত্রীসভা ভবনে রাশিয়ার বিধ্বংসী হামলা! পাল্টা জবাব ইউক্রেনের

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার রাশিয়ার বিধ্বংসী হামলায় ভেঙে চুরমার ইউক্রেনের মন্ত্রীসভা ভবন। সেন্ট্রাল কিভের পেচেরস্কি জেলায় অবস্থিত ভবনটিতে ভয়াবহ আগুনে ঝলসে গিয়েছে, জানলা-দরজার কাঁচ ভেঙে চুরমার, ভবনটির ছাদ থেকে বেরচ্ছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ঘটনায় ১ বছরের শিশু সহ মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। পাল্টা জবাব দিয়েছে ইউক্রেন। প্রত্যাঘাতে রাশিয়ার ব্রায়ান্সক অঞ্চলের দ্রুজবার তেলের পাইপ লাইন উড়িয়ে দিয়েছে ইউক্রেন। চলতি মাসের সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা বলে জানিয়েছে ইউক্রেন প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া শ্যাভিরিডেনকো বলেন, এই প্রথমবার কোনও সরকারি ভবনে হামলা করল রাশিয়া। ভবনটি তো আমরা পুনরায় নির্মাণ করে নেব, কিন্তু যারা প্রাণ হারালেন তাঁদের তো আর ফেরানো যাবে না। ঘটনায় পশ্চিমি দেশগুলির তরফে কড়া পদক্ষেপের প্রত্যাশা করছে ইউলিয়া। রাশিয়ার গ্যাস, তেলের অনুমোদন আঁটসাঁট করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। মেয়র ভিতালি ক্লিতসেচকো জানান, একগুচ্ছ ড্রোনের পর মিসাইল দাগে রাশিয়া। হামলার জেরে ভবনটির বেসমেন্টে থাকা ১ বছরের শিশু, একজন বয়স্কা সহ এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলা ছিলেন বলে জানিয়েছেন মেয়র। রাশিয়ার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভিয়াতোস্নিস্কি এবং দারনিস্তিস্কির আবাসিক এলাকা।

বহুতল ভবনগুলি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ভবনগুলি থেকে ধ্বংসাবশেষ খসে প।ছে, যার মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নজরে আসছে বলে জানা গিয়েছে। ইউক্রেন-বায়ুসেনা জানিয়েছে প্রায় ৮০৫ ড্রোন এবং ১৩ টি মিসাইল ছোঁ।ে রাশিয়া। কিভের সামরিক বিভাগীয় সচিব তিমুর কাচেঙ্কো সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে হামলা করছে বলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন।

ক্ষমতা থাকলে মার্কিন পণ্যে ৭৫ শুল্ক বসানঃ কেজরি

গান্ধীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় পণ্যে আমেরিকা ৫০ চড়া শুল্ক বসানোর পর থেকেই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সুর চড়ানোর ধারা অব্যাহত। এই আবহে এবার প্রধানমন্ত্রীকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার আপ নেতার সরাসরি তোপ, একটু সাহস দেখান আর আমেরিকার পণ্যের উপর ৭৫ কর চাপান। গুজরাটের রাজকোটে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়াল দাবি করেন, কেন্দ্রের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমেরিকা থেকে আগত তুলার উপর থেকে ১১ শুল্ক তুলে নেওয়ার ফলে গুজরাটের তুলা চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত আর আমেরিকার চাষিরা লাভবান হবেন। তিনি বলেন, আমেরিকা আমাদের উপর ৫০ শুল্ক বসিয়েছে, আপনি আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর ৭৫ শুল্ক বসান। সেইসঙ্গে মার্কিন শুল্ক-ত্রাসে ভারতের হীরা ব্যবসায়ীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করে কেজরির কটাক্ষ, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মোদী সরকার। এরপর তিনি বলেন, আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত তুলার উপর ভারতের ১০০ শুল্ক আরোপ করা উচিৎ। তাহলে আমেরিকাও ভারতের সামনে নতজানু হতে বাধ্য হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে আপ নেতা বলেন, ট্রাম্প একজন ভীরু, কাপুরুষ মানুষ! ওর বিশ্বের সব দেশের সামনে নতজানু হওয়া উচিৎ। তাঁর দাবি, মার্কিন সংস্থাগুলি বন্ধ হয়ে গেলেই ট্রাম্পের কোমর ভেঙে যাবে। আমেরিকা থেকে তুলা আনা হলে ভারতের চাষিরা বাজারে ৯০০ টাকারও কম পাবেন। আমাদের দেশের চাষিদের সঙ্গে এটাই হচ্ছে। এখানকার, গুজরাটের চাষিরা দরিদ্র হয়ে যাবেন আর আমেরিকার চাষিরা ধনী মার্কিন তুলার উপর থেকে ১১ আমদানি শুল্ক তুলে দিয়ে ভারতের চাষিদের আত্মহত্যার মুখে ঠেলে দিয়েছে মোদী সরকার বলে দাবি করেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

মথুরাপুর সমবায় নির্বাচনে জয় তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ জলকর মথুরাপুর সমবায় সমিতি নির্বাচনে বড় জয় তৃণমূল কংগ্রেসের। নদিয়া জেলার ভীমপুর থানার অন্তর্গত এই সমবায় সমিতি। সেখানেই ৫৮টি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় জয় পেয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। রবিবার তা স্পষ্ট হতেই সবুজ আবির নিয়ে খেলায় মেতে ওঠেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। কৃষ্ণনগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কার্তিকচন্দ্র ঘোষ বলেন, গত ১৯ এবং ২০ আগস্ট মনোনয়নের তারিখ ছিল। ৫৮ জন তৃণমূল প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। কিন্তু বিরোধীদের কেউ কোনও মনোনয়ন জমা দেননি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। অন্যদিকে এই জয়ের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক সুশান্ত মণ্ডল। তৃণমূল নেতা বলেন, বিরোধী বলে কিছু নেই। থাকলে একজন হলেও প্রার্থী দিতে পারত বিরোধীরা। তৃণমূল নেতার কথায়, এই জয় আগামিদিনে আরও অক্সিজেন জোগাবে। বিশেষ করে সামনেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে জলকর মথুরাপুর সমবায় সমিতিতে শাসকদলের জয়জয়কার কর্মীদের মনোবল যথেষ্ট বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু কেন বিজেপি প্রার্থী দিতে পারল না, তা নিয়ে জেলার রাজনীতিতে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ভীমপুর পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে রয়েছে। সাংগঠনিকভাবে এলাকায় যথেষ্ট মজবুত। এরপরেও সমবায় সমিতিতে একজনকেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা কেন হল না তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এদিন প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে জয়ী প্রার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক সুশান্ত মণ্ডল, ভীমপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ভোলানাথ বিশ্বাস।

আমেরিকা শুধুমাত্র আমেরিকানদের!

দেশে পাঠানো হবে বন্ধু দেশের 'বন্ধু' রাষ্ট্রের ৩০০-র বেশি শ্রমিককে

৭ সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকা শুধুমাত্র আমেরিকানদের! এমন জাতীয়তাবাদী কড়া অভিবাসী নীতির কারণে সমালোচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও ধনকুবের প্রেসিডেন্ট যে নিজের পথ থেকে সরছেন না, সেকথা ফের স্পষ্ট করে দিলেন। এবার অবৈধ অভিবাসীদের খোঁজে দক্ষিণ-পূর্ব জর্জিয়ায় হুন্ডাইয়ের কারাখানায় হানা দিল মার্কিন তদন্তকারীদের একটি দল। বেশ কয়েক ঘণ্টার তল্লাশির পর ওই কারখানা থেকে ৪৭৫ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে এদের মধ্যে অধিকাংশই আমেরিকার বন্ধু দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার বাসিন্দা।একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, ট্রাম্পের নির্দেশেই হুন্ডাইয়ের কারাখানায় হানা দেয় মার্কিন তদন্তকারী দল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে আমেরিকার প্রশাসন। অবৈধ অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষিণ কোরিয়ায় ফেরত পাঠানো হবে। জর্জিয়ার এলাবেল এলাকায় অবস্থিত হুন্ডাইয়ের ওই কারখানাটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৫০০ জন মার্কিন অফিসার সেখানে পৌঁছান। তাঁরা রাত ৮টা পর্যন্ত কারখানায় ছিলেন। ওই সময় শ্রমিকদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখা হয়। তখনই ৪৭৫ জন শ্রমিককে অবৈধ অভিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়।দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃতদের মধ্যে ৩০০ জনেরও বেশি সে দেশের নাগরিক। এরপর সবচেয়ে বেশি ২৩ জন মেক্সিকোর নাগরিক। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং এই ঘটনার পর জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকে বসেন। যোগাযোগ করেন ওয়াশিংটনের সঙ্গে। এরপরেই দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠানোর

সিদ্ধান্ত নেয় ট্রাম্প প্রশাসন। এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করছেন, মোদি এখনও আমার বন্ধুই। কিন্তু আমি হতাশ। নিজের সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালের এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে রাশিয়া ও ভারতকে অন্ধকার চিনের কাছে হারিয়ে ফেলেছি।' রুশ তেল কেনায় ভারতের উপরে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প নিজের হতাশা লুকোননি। হোয়াইট হাউসে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয় ভারতকে হারিয়ে ফেলার জন্য কাকে দায়ি করেন তিনি? এএনআই-এর প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেঃট বলেন, আমার মনে হয় না আমরা ভারতকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুব হতাশ কারণ রাশিয়ার থেকে তেল কিনছে ভারত। আমি তাদেরকে এটা জানিয়েছি। ভারতের উপরে আমরা ৫০ শতাংশ চড়া শুল্ক চাপিয়েছি। এটা খুব বড় শুল্ক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে নিজের বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ তুলে ট্রাম্প বলেন, মোদি আমার খুবই ভালো বন্ধু। কয়েক মাস আগে তিনি এখানে এসেছিলেন। আমরা রোজ গার্ডেনে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম। মোদির সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে ট্রাম্প বলেন, আমার সঙ্গে সবসময় মোদির বন্ধুত্ব থাকবে।

বন্যাবিধ্বস্ত পাঞ্জাবে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, ৯ সেপ্টেম্বর যাবেন গুরুদাসপুরে

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ভয়াবহ বন্যার কবলে সে রাজ্য। কৃষকদের কপালে হাত। বিঘার পরে বিঘা জমি জলের তলায়। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেই মঙ্গলবার পাঞ্জাবে যাচ্ছেন মোদী।পাঞ্জাব বিজেপির তরফে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৯ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে যাচ্ছেন। তিনি সরাসরি বন্যা কবলিত মানুষ এবং কৃষকদের সঙ্গে দেখা করবেন।প্রসঙ্গত, পাঞ্জাবের বেশিরভাগ জেলা বন্যার কবলে। এর ফলে রাজ্যের মানুষ ও কৃষকরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। উল্লেখ্য, এর আগে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় .কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান অমৃতসর জেলার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

'প্রাক্তন' স্কুলেই পরীক্ষার্থী রাকেশ আলম

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃদীর্ঘদিন যে স্কুলে পড়িয়েছেন, পরীক্ষা নিয়েছেন পড়য়াদের, এ বার সে স্কুলেই তিনি পরীক্ষার্থী।রবিবার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক রাকেশ আলম নিজের প্রাক্তন কর্মক্ষেত্র ঠ্যাঙাপাড়া হাইস্কুলে পরীক্ষা দিলেন। যেদিন হাতে অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছেন, সেই দিন থেকেই তাঁর মন খারাপ। কারণ, যে স্কুলে তিনি শিক্ষক ছিলেন এতদিন, সেখানেই যেতে হচ্ছে পরীক্ষার্থী হিসেবে।উল্লেখ্য, এসএসসি-র প্যানেল বাতিল করে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই মতো রবিবার বেলা ১২টা থেকে হয. এসএসসি নবম-দশমের পরীক্ষা। এসএসসি নবম-দশমে ২৩ হাজার ২১২ শূন্যপদ রয়েছে। অন্যদিকে ১৪ সেপ্টেম্বর হবে একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা। একাদশ-দ্বাদশে রয়েছে ১২ হাজার ৫১৪ শূন্যপদ।

মুম্বইয়ের হাসপাতাল, বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি

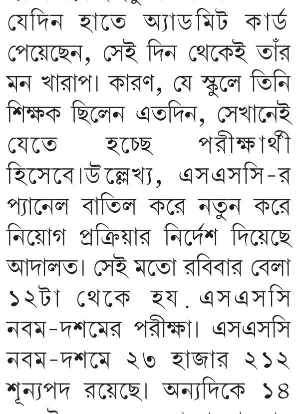

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ ফের মুম্বইয়ে. বোমা হামলার হুমকি। শনিবার রাতে নায়ার হাসপাতালের ডিনকে একটি ইমেল পাঠিয়ে এই হুমকি দেওয়া হয়। একইসময়ে মুম্বই বিমানবন্দরেও একটি বোমা হামলার হুমকি আসে।রবিবার মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, হুমকির খবর পেয়েই তক্ষণা নিকটবর্তী থানাগুলিকে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়। এর পরে দু'টি জায়গাতেই ছুটে যায় বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল। কিন্তু কোথাও কোনও সন্দেহজনক জিনিস পাওয়া যায়নি। কে বা কারা এই হুমকি ইমেল পাঠালো, তার সন্ধান করছে পুলিশ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে মাওবাদী জোনাল কমান্ডার অমিত হাঁসদা নিকেশ, তল্লাশি অভিযান জারি

ঝাড়খন্ড,৭ সেপ্টেম্বরঃঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলা রবিবার ভোরে সাক্ষী থাকল এক ভয়াবহ গুলির লড়াইয়ের। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই সংঘর্ষে শেষপর্যন্ত প্রাণ হারালেন এক কুখ্যাত মাওবাদী জোনাল কমান্ডার-অমিত হাঁসদা ওরফে আপটন। পুলিশের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে যে তিনি সিপিআই মাওবাদীর সক্রিয় জোনাল কমান্ডার ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বহু মামলা ঝুলছিল। এমনকি ঝাড়খণ্ড সরকার তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করেছিল ১০ লক্ষ টাকা।ভ্ভসংঘর্ষের সূচনাঃগোপন সূত্রের খবরেই অভিযানঃরবিবার ভোরে গোইলকেরা থানার অন্তর্গত বুরজুয়া পাহা। এলাকায় এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কিছুদিন ধরেই গোয়েন্দারা ওই এলাকায় মাওবাদীদের আস্তানা থাকার খবর পাচ্ছিলেন। দীর্ঘ নজরদারির পর সঠিক সূত্র মেলে শনিবার গভীর রাতে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার ভোরে এক যৌথ বাহিনী অভিযান শুরু করে। অভিযানে অংশ নেন ঝাড়খণ্ড পুলিশের বিশেষ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা।যখন বাহিনী পাহাড়ি জঙ্গল পেরিয়ে এগোচ্ছিল, তখন হঠাই মাওবাদীরা অতর্কিতে গুলি চালায়। নিরাপত্তা বাহিনীও পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে ভয়ংকর গুলির লড়ই। ভোর থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ দুপুর গা।য়ে দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত মাওবাদীদের জোনাল কমান্ডার অমিত হাঁসদা ওই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।নিহত মাওবাদীর পরিচয়ঃকে এই অমিত হাঁসদা?অমিত হাঁসদা, যিনি মাওবাদী দুনিয়ায় আপটন নামে পরিচিত ছিলেন, বহু বছর ধরেই পশ্চিম সিংভূম, সিমডেগা, লাতেহার-সহ ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় সক্রিয় ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তাঁর নেতৃত্বেই বহু নাশকতা, পুলিশের উপর হামলা এবং সরকারি প্রকল্পে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি মূলত জোনাল কমান্ডার হিসেবে কার্যত একটি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেন। মাওবাদী সংগঠনে তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এতটাই ছিল যে, স্থানীয় গ্রামগুলিতে আতঙ্ক ছড়াত তাঁর নাম শুনলেই।ঝাড়খণ্ড সরকার বহু আগেই তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করেছিল। দশ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে তাঁকে গ্রেপ্তার বা নিকেশ করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে উসাহিত করা হয়েছিল। এদিন অবশেষে দীর্ঘদিনের তল্লাশি অভিযানের ফল মিলল।ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারঅভিযান শেষে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ঘটনাস্থল থেকে অমিত হাঁসদার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং একাধিক ম্যাগাজিন। এতে স্পষ্ট যে মাওবাদীরা ওই অঞ্চলে নতুন করে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করতে চাইছিল।এসপি রাকেশ রঞ্জন জানান, একজন কুখ্যাত মাওবাদী জোনাল কমান্ডার নিহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং তল্লাশি অভিযান চলছে।ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী দমনে ব। সাফল্যঝাড়খণ্ড দীর্ঘদিন ধরেই মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। বিশেষত পশ্চিম সিংভূম, লাতেহার, গড়ওয়া, সিমডেগা-এই জেলাগুলি লাল সন্ত্রাসে ক্ষতবিক্ষত। গ্রামাঞ্চলের পাহাড়ি জঙ্গলকে ব্যবহার করে মাওবাদীরা বহু বছর ধরে নিজেদের প্রভাব বজায় রেখেছে। পুলিশের উপর অতর্কিত হামলা, রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া, গ্রামবাসীদের ভয় দেখানো-এসবই ছিল তাদের রোজনামচা।তবে গত কয়েক বছরে নিরাপত্তা বাহিনী একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে মাওবাদীদের প্রভাব অনেকটাই কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বহু শীর্ষ নেতা পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে, আবার অনেকে আত্মসমর্পণ করেছেন। অমিত হাঁসদার মৃত্যুকেও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।ভয় ও মুক্তির দ্বৈত অনুভূতি গ্রামাঞ্চলেস্থানীয় গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, তাঁরা বহুদিন ধরেই মাওবাদীদের ভয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। অমিত হাঁসদা-সহ তাঁর দলবল প্রায়ই গ্রামে ঢুকে খাবার, টাকা, এমনকি কিশোরদের জোর করে দলে টেনে নিত। ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করত।এদিন তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে প।তেই কিছুটা স্বস্তি নেমেছে। যদিও গ্রামবাসীরা এখনো আশঙ্কা করছেন যে তাঁর অনুগামীরা প্রতিশোধ নিতে আবারও নাশকতা ঘটাতে পারে। তাই গ্রামে এখনো উদ্বেগের বাতাবরণ বিরাজ করছে।ভবিষ্যৎ অভিযান ও সরকারের কৌশলপুলিশের দাবি, এ অভিযানের মাধ্যমে মাওবাদী আন্দোলনের শিকড়ে বড় ধাক্কা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে এখানেই থেমে থাকছে না প্রশাসন। পুরো অঞ্চল জুড়ে এখন তল্লাশি অভিযান চলছে। গোয়েন্দারা আশঙ্কা করছেন যে, অমিত হাঁসদার অনুগামীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আশেপাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই পুরো এলাকাকে নিরাপত্তার ছায়াতলে আনা হয়েছে।রাজনৈতিক মহলও এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বার্তা এসেছে যে, সরকারের অঙ্গীকার-ঝা।খণ্ড থেকে মাওবাদী সন্ত্রাস পুরোপুরি নির্মূল করা হবে।ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই সাফল্যভারতের মাওবাদী আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রের কাছে এক ব। চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা-এই রাজ্যগুলি বিশেষভাবে আক্রান্ত। যদিও সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, গত এক দশকে মাওবাদী সন্ত্রাস অনেকটাই কমেছে। বহু নেতা নিহত বা আত্মসমর্পণ করেছে। তবুও কিছু এলাকায় তারা এখনও সক্রিয় এবং মাঝে মাঝেই প্রাণঘাতী হামলা চালায়।ভ্ভঅমিত হাঁসদার মৃত্যু নিঃ সন্দেহে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে এক বড় সাফল্য। তবে মাওবাদী সংগঠনের ধ্বংস এখনো অসম্পূর্ণ। তাঁদের ভেঙে পড়া কাঠামো নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে ফের জেগে উঠতে পারে, এমন আশঙ্কাও থাকছে। তাই প্রশাসনের কাজ এখন শুধু এক জন নেতাকে নিকেশ করা নয়, বরং গোটা কাঠামোকে ভেঙে দেওয়ার। উপসংহার রবিবারের এই অভিযানের পর ঝা।খণ্ডে একদিকে স্বস্তির হাওয়া বয়ে গেলেও অন্যদিকে অস্থিরতাও রয়ে গেছে। অমিত হাঁসদার মতো একজন কুখ্যাত জোনাল কমান্ডারের মৃত্যু নিঃ সন্দেহে ব। সাফল্য, তবে তাঁর মৃত্যু যে মাওবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত সমাপ্তি নয়, সেটিও স্পষ্ট।নিরাপত্তা বাহিনী এখনো পুরো অঞ্চলে তল্লাশি চালাচ্ছে। কোথাও মাওবাদীরা আবার সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অমিত হাঁসদার মৃত্যু ঝাড়খণ্ডকে হয়তো কিছুটা শান্তি দেবে, কিন্তু এই শান্তি স্থায়ী করতে হলে প্রশাসনকে আরও বহু দূর এগোতে হবে।থক্ষ এই প্রতিবেদনটি প্রায় ৪০০০ শব্দে বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে, যেখানে ঘটনার বিবরণ, প্রেক্ষাপট, বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্য দিকনির্দেশ সবই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেশের একাধিক রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ গুজরাট ও রাজস্থানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া. দফতর। আগামী কয়েকদিন পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং সিকিমেও বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এছাড়াও তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, করাইকাল, উত্তরাখণ্ড এর কিছু অংশে আগামী দিনদুযেক বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।এদিকে এই সপ্তাহের সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার অসম ও মেঘালয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আগামী দিনদুযেক অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে

উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে জল ও মাটি

শিবরাজ সিং চৌহান(কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী),নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃজলই জীবন এবং মাটিই আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের ভিত্তি। জল ও মাটি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। আজ যখন পরিবেশের সংকট গভীরতর হচ্ছে, কূপ শুকিয়ে যাচ্ছে, নদীর স্রোত দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং ভূগর্ভস্থ জল মাটিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তখন আগামী প্রজন্মের জন্যও জল ও মাটি রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। যখন আমাদের ক্ষেত সবুজ হবে এবং কৃষকরা সমৃদ্ধ হবে, তখনই প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির উন্নত ভারত-২০৪৭-এর সংকল্প বাস্তবাযিত্ হবে, কারণ এই সংকল্পের পথটি আমাদের গ্রামের ফুটপাত, উর্বর মাটি এবং সবুজ ফসলের মধ্য দিয়ে যায়।আজ, পরিবেশ সংকটের কারণে, অনেক জায়গায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হাজার-দেড় হাজার ফুট নিচে নেমে গেছে। যদি আমাদের উর্বর মাটি এভাবে ভেসে যেতে থাকে এবং জমি অনুর্বর হতে থাকে, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্য কী হবে? এই দূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ নিয়ে, আমাদের সরকার প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী সর্বদা দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি কেবল আজকের কথা নয়, পরবর্তী ৫০-১০০ বছর সম্পর্কেও ভাবেন। তাঁর নেতৃত্বে, ভারত সরকারের ভূমি সম্পদ বিভাগ সারা দেশে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা'-এর আওতায় 'জলবিভাজিকা উন্নয়ন উপাদান (ডব্লিউডিসি-পিএমকেএসওয়াই) বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু সরকার একা এই কাজ করতে পারবে না। এই মহান অভিযানে সমাজকেও সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটি পৃথিবী বাঁচানোর একটি অভিযান। জল, মাটি এবং জমি বাঁচানো গেলে ভবিষ্য বাঁচানো যাবে। এই প্রকল্পটি বিশেষ করে খরা এবং বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলগুলিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এই অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী আমাদের কৃষক ভাই-বোনদের জীবনে সমৃদ্ধি আনার জন্য একটি দুর্দান্ত অভিযান, যেখানে একসময় তাদের প্রত্যেক ফোঁটা জলের জন্য লড়াই করতে হত।অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই জলাধার প্রকল্পটি কী? আমি তাদের সহজ ভাষায়. বলি যে এটি কেবল একটি সরকারি প্রকল্প নয়, বরং জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি বিপ্লব। এই প্রকল্পের মূল মন্ত্র হল- ক্ষেতের জল মাঠেই থাকা উচিত এবং গ্রামের জল গ্রামেই থাকা উচিত। এর আওতায়, আমরা সকলেই মাঠের সীমানা শক্তিশালী করি, মাঠেই ছোট ছোট পুকুর তৈরি করি এবং ছোট ছোট ড্রেনের উপর চেকড্যামের মতো জলের কাঠামো তৈরি করি। এর ফলে বৃষ্টির জল বয়ে যায় না এবং নষ্ট হয় না, বরং ধীরে ধীরে পৃথিবীর তৃষ্ণা মেটায়, যার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি পায় এবং মাটি দীর্ঘ সময় ধরে আর্দ্র থাকে।এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ। গ্রামের মানুষ একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, কোথায় পুকুর খনন করা হবে, কোথায় সীমানা তৈরি করা হবে এবং কোথায় গাছ লাগানো হবে। ভূমিহীন পরিবার এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে হাঁস-মুরগি এবং মৌমাছি পালনের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের আয় বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি খুবই আনন্দায়ক ফলাফল দিচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা আমাদের কৃষক ভাই-বোনেরা পেয়েছেন, যাদের আয় ৮ থেকে ৭০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে কারণ ২০১৫ সাল থেকে সরকার ২০,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় .করেছে এবং সারা দেশে ৬,৩৮২টিরও বেশি প্রকল্প পরিচালনা করেছে এবং প্রায় ৩ কোটি হেক্টর জমিকে আবার উর্বর করতে পেরেছে।মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ায়, যেখানে একসময় .খরা ছিল একটি বড় সমস্যা, আজ জনজাতি গ্রামগুলিতে প্রচুর জল রয়েছে এবং মাটির উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার ২২টি গ্রামে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর এক মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কৃষিকাজেও পরিবর্তন এসেছে। এখানকার কৃষক ভাইয়েরা জানিয়েছেন যে গ্রামে চেকড্যাম নির্মাণের পর, তাঁরা এখন ভুট্টার পাশাপাশি ছোলার চাষ করছেন, যার ফলে তাঁদের আয় ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এছাড়াও, ঝাবুয়ার পারওয়ালিয়া পঞ্চায়েতে, ১২টি খামারে নির্মিত কৃষি পুকুরের কারণে কৃষকদের আয় প্রতি হেক্টর ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।এই প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষেরও বেশি চেকড্যাম, জলাশয়, কৃষি পুকুর এবং অন্যান্য জলাশয় কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ৫.৬ কোটিরও বেশি মানব-দিবস সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। প্রকল্প এলাকায় যেখানে আগে জলের ঘাটতি ছিল, সেখানে এখন জলের উৎস ১.৫ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ ১৬ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর এখন কৃষকরা ঐতিহ্যবাহী ফসল ছাড়াও ফল এবং অন্যান্য গাছপালার চাষ শুরু করেছেন, যার ফলে উদ্যানপালন এবং বৃক্ষ চাষের পরিধি ১২ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৯ লক্ষ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। রাজস্থানের বারমেরের মতো মরুভূমি অঞ্চলে, যেখানে জলের অভাব কৃষকদের অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য করছিল, সেখানে আজ ডালিম চাষের মাধ্যমে সবুজায়ন ফিরে এসেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১২০ জনেরও বেশি কৃষককে ডালিমের চারা সরবরাহ করা হয়েছে, যা বালুকাময় মাটি এবং সীমিত জলের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও সহজেই জন্মায়। ডালিম চাষ কেবল তাঁদের আয় বৃদ্ধি করেনি, বরং বুধিওয়ারা গ্রামের মাঙ্গিলাল পারাঙ্গি বলেছেন যে তাঁর মতো কৃষকরা এখন অ্যারন্ডি বা ক্যাস্টর চাষ ছেড়ে উদ্যানপালনের দিকে ঝুঁকছেন। ত্রিপুরার দাশি রিয়াং এবং বিমান রিয়াংয়ের মতো কৃষকরা এই প্রকল্পের সাহায্যে আনারস চাষ করে তাঁদের অনুর্বর জমিকে আবার উর্বর করে তুলছেন এবং ভালো আয় করছেন।এই পুরো বিপ্লবকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং এটিকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করার জন্য, আমরা একটি 'জলবিভাজিকা যাত্রা'রও আয়োজন করেছি। এই যাত্রার মাধ্যমে, আমরা সারা দেশে জল সংরক্ষণ এবং ভূমি সমৃদ্ধকরণের জন্য একটি জনসচেতনতামূলক অভিযান চালিয়েছি। আমরা এই প্রকল্পে প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহারও করেছি। 'ভুবন জিওপোর্টাল (সৃষ্টি)' এবং 'দৃষ্টি' মোবাইল অ্যাপের মতো ডিজিটাল পরিষেবাগুলি প্রকল্পের অগ্রগতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং আমাদের প্রকল্পের প্রভাবে সারা দেশে ফসলের জমি বেড়েছে। স্যাটেলাইট তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফসলের জমি প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর (৫ বৃদ্ধি) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জলের উৎসের জমি ১.৫ লক্ষ হেক্টর (১৬ বৃদ্ধি) বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে. বড় কথা হল, ৮.৪ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি অনুর্বর জমি এখন আবার চাষযোগ্য হয়ে উঠেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদীজির দক্ষ নেতৃত্বে, আজ ভারতের স্বাধীনতার এই ' কাল'-এ আমরা সবাই মিলে ভূমি সংরক্ষণের একটি নতুন অধ্যায় লিখছি। এগুলি শুধুই পরিসংখ্যান নয়, এগুলি আমাদের কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং তাঁদের উন্নত ভবিষ্যতের একটি জীবন্ত গল্প। আমরা যখন জল এবং মাটি সংরক্ষণ করব, তখনই আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে সক্ষম হব। আসুন, আমরা একসঙ্গে এই সংকল্প পূরণ করি, কৃষকদের সমৃদ্ধ করি এবং ভারতকে উন্নত করি।প্রধানমন্ত্রী মোদীজি বিশ্বাস করেন যে এই অভিযান কেবল সরকারের নয়, সমাজের অংশগ্রহণেই সফল হবে। একই চিন্তাভাবনার অধীনে, 'জলবিভাজিকা যাত্রা'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং এটি একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এটি ভারতীয় কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং পরিবর্তিত ভবিষ্যতের গল্প। ভারত তখনই নিরাপদ হবে যখন জল এবং মাটি নিরাপদ থাকবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতের স্বপ্ন তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন গ্রামের জমি সমৃদ্ধ হবে এবং কৃষকরা সমৃদ্ধ হবে। আসুন, আমরা একসঙ্গে জল এবং মাটি রক্ষার এই সংকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

উক্রেনের রাজধানীতে রাশিয়ার ড্রোন হামলা, নিহত অন্তত দুইজন, আতঙ্কে কিভবাসী

কিভ, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ আবারও ভয়ঙ্কর ড্রোন হামলার শিকার হল ইউক্রেনের রাজধানী কিভ। শনিবার গভীর রাতে রাশিয়ার চালানো আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত দু'জনের। নিহতদের মধ্যে এক শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। আহত হয়েছেন অন্তত ১১ জন। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে দেহ উদ্ধার হওয়ার পর শহর জু।ে শোক এবং ক্ষোভের ছায়া নেমে এসেছে।কিভ প্রশাসনের পক্ষ থেকে রবিবার সকালে জানানো হয়েছে, হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলির ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে মৃতদেহগুলি টেনে বার করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাতভর শহরের বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধারকাজ চালায় জরুরি পরিষেবা।প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ড্রোন আছড়ে পড়ার পর মুহূর্তের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটে। আকাশজু।ে শোনা যায় তীব্র শব্দ। কিভের কেন্দ্রে অবস্থিত মন্ত্রিসভা ভবনের দিক থেকেও ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। তবে সেটি সরাসরি আঘাত পেয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই ভবনেই প্রতিদিন ইউক্রেন সরকারের মন্ত্রীরা কাজ করেন। হামলার পরে সাময়িকভাবে ওই ভবন ও আশেপাশের এলাকা খালি করে দেওয়া হয়।স্থানীয়দের একাংশ জানিয়েছেন, শহরের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। বহু ঘরবাড়ি এবং যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক ঘণ্টা ধরে বিদ্যু সরবরাহ ব্যাহত হয় শহরের কয়েকটি অংশে।উল্লেখযোগ্যভাবে, গত দু'সপ্তাহের মধ্যে এটিই কিভে দ্বিতীয় বড়সড় রুশ ড্রোন হামলা। এর আগে একইভাবে রাজধানীর একাধিক আবাসিক এলাকায় হামলা চালানো হয়েছিল, তাতেও হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল। পরপর এই আক্রমণ স্পষ্ট করছে যে, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তু ক্রমেই রাজধানীর কেন্দ্রে পৌঁছে যাচ্ছে।ইউক্রেন প্রশাসন জানিয়েছে, কিভের আকাশসীমায় প্রবেশ করা একাধিক ড্রোনকে ভূপাতিত করা সম্ভব হয়েছে। তবে কয়েকটি ড্রোন প্রতিরক্ষা ভেদ করে শহরে প্রবেশ করে। সেগুলিই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে। কিভের মেয়র ভিটালি ক্লিচকো বলেছেন, শহরের উপর হামলা চালিয়ে আবারও নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে রাশিয়া। একটি শিশু নিহত হয়েছে-এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না।আন্তর্জাতিক মহলও এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, বেসামরিক মানুষের উপর হামলা যুদ্ধাপরাধের সামিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে বসবাসকারী সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে এ ধরনের আক্রমণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী।অন্যদিকে, রাশিয়ার তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এই হামলার বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। তবে সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, কিভকে বারবার টার্গেট করে রাশিয়া ইউক্রেনের প্রশাসনিক পরিকাঠামো এবং সাধারণ মানুষের মনোবল ভেঙে দিতে চাইছে।ভ্ভহামলার পর বর্তমানে কিভ শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। অতিরিক্ত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি শহরবাসীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে প্রবেশ করেও রক্তপাত, ধ্বংস এবং আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাচ্ছে না ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ। প্রতিটি নতুন হামলা তাদের আরও বিপর্যস্ত করে তুলছে। শনিবারের ড্রোন হামলাও তার ব্যতিক্রম নয়-বরং তা প্রমাণ করছে, শান্তির আলো এখনো বহু দূরে।

চন্দ্রগ্রহণের জন্য বন্ধ হয়ে গেল বদ্রিনাথ-কেদারনাথের দরজা, সোমবার খুলবে পুনঃশুদ্ধিকরণের পর

দেহরাদূন, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বদ্রিনাথ ও কেদারনাথ মন্দির সহ সব অধীনস্থ মন্দিরের দরজা চন্দ্রগ্রহণের সূতককালের কারণে বন্ধ করা হয়েছে। সোমবার সকাল ৮টার দিকে পূর্ণ শুদ্ধিকরণের পর দর্শনার্থীদের জন্য মন্দির খুলবে।

গুজরাটে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে

গান্ধীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিগত ২৪ ঘণ্টায় গুজরাটের ১৩৯ তালুকায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে।রবিবার জানা গেছে, ২০৬ জলাধারের মধ্যে ১২৩টির জন্য উচ্চ সতর্কতা জারি হয়েছে। সারদার সরোভার ড্যামে জল স্তর ৯১ পৌঁছেছে। মৎসজীবীদের ৭-১০ সেপ্টেম্বর সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।বন্যার কারণে দেহেগাম তালুকার ২৩ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ৫,৫৯৮ জনকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত এবং ১,০৪৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

অবশেষে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম জিতে ট্রফি জেতার আক্ষেপ ঘোচালেন সাবালেঙ্কা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বছরের শুরুটা তাঁর জন্য সুখকর ছিল না। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করতে হয়েছিল। ফ্রেঞ্চ ওপেনেও পৌঁছে গিয়েছিলেন শিরোপা লড়াইয়ে, কিন্তু সেখানেও একই হতাশা। বারবার ফাইনালে পৌঁছে শেষ ধাপটা পার করতে না পারার যন্ত্রণা যেন পিছু ছাড়ছিল না বেলারুশের টেনিস তারকা আরিনা সাবালেঙ্কার। অবশেষে ইউএস ওপেন জয় তাঁর সেই আক্ষেপ দূর করল।শনিবার রাতে নিউ ইয়র্কের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মহিলা এককের ফাইনালে সাবালেঙ্কা মুখোমুখি হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিভাবান তরুণী আমা।দা আনিসিমোভার। প্রথম সেট থেকেই সাবালেঙ্কা নিজের আগ্রাসী খেলায় প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দেন। দুরন্ত সার্ভিস, ধারালো ফোরহ্যান্ড এবং কোর্টজুড়ে ছুটে বেড়ানো-সব মিলিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রথম সেটে কার্যত দম নেওয়ার সুযোগই দেননি। ৬-৩ গেমে প্রথম সেট জিতে নিয়েছিলেন তিনি।তবে দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁ।ান আনিসিমোভা। শুরু থেকেই তিনি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। কয়েকটি দুর্দান্ত রিটার্নে সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভেঙে দেন তিনি। ফলে ম্যাচের রোমাঞ্চ ক্রমশ বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সেটটি টাইব্রেকারে গড়ায়। সেখানে অভিজ্ঞতার জোরে ও মানসিক দৃ।তায় নিজেকে প্রমাণ করেন সাবালেঙ্কা। ৭-৬ (৭-৩) গেমে জয় ছিনিয়ে নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেনের মুকুট জেতেন তিনি।এই জয় তাঁর ক্যারিয়ারের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফি। পরপর তিনটি ফাইনালে নামার অভিজ্ঞতার পর অবশেষে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন সাবালেঙ্কা। জয়ের পর আবেগ সামলাতে গিয়ে তিনি বলেন, আগের দুটি ফাইনালে আমি আমার আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলাম। তাই চাইনি এবারও তা ঘটুক। কিছু মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হারানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবে শান্ত থাকতে পেরে ফিরে আসতে পেরেছি।অন্যদিকে, ফাইনালে পৌঁছে হতাশ হতে হল আমান্দা আনিসিমোভাকে। উইম্বলডনে শিরোপার লড়াইয়ে হেরে গিয়েছিলেন তিনি। এবার নিজ দেশে, স্বপ্নের ইউএস ওপেনের ফাইনালেও ব্যর্থ হলেন। এখনো পর্যন্ত তাঁর গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফি জেতার অপেক্ষা বাড়ল আরও।নিউ ইয়র্কের দর্শকরা অবশ্য ফাইনাল ম্যাচে দুই প্রতিযোগীর লড়াই উপভোগ করেছেন। স্টেডিয়াম ভরতি সমর্থকদের সামনে দু'জনেই দুর্দান্ত পারফর্ম করেন। তবে শেষ হাসি হেসেছেন সাবালেঙ্কা। এই জয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, কেবল শক্তিশালী শরীরী খেলা নয়, মানসিক দৃ।তাও তাঁকে টেনিস বিশ্বের শীর্ষে তুলে এনেছে।২০২৫ সালের গ্র্যান্ড স্লাম মরশুমে দুটি ফাইনাল হারের যন্ত্রণা মুছে দিয়ে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম জিতে নতুন অধ্যায় রচনা করলেন সাবালেঙ্কা। এই জয় নিঃ সন্দেহে তাঁকে আগামী মৌসুমে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

রাশিফল

মেষঃআপনি নিজের মধ্যে আবেগের এক অন্যদিক খুঁজে পাবেন। যে বিষয়গুলি নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল, সন্ধ্যাবেলার মধ্যে সেগুলির মিটমাট হয়ে যাবে। বিবাহের যোগ হবে আজ

বৃষঃ আজ আপনার ভাগ্য ভালো নাও যেতে পারে। দুইধরনের মানসিকতার মধ্যে পার্থক্যের কারণে আপনি হয়তো শান্তি পাবেন না। প্রিয়তমের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন।

মিথুনঃ ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন।শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃআপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে।

সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে। শুভদিন হবে।

কন্যা ঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনকল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে।।

তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।

বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ

ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।

মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।

কুম্ভঃ আপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেঁয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর মেজাজ ভালো নাও থাকতে পারে, কাজেই এই দূরত্ব যাতে বর্তমান সম্পর্কে প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করুন।।

মীনঃ আপনি শত্রুদের হারাতে ও নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আপনাকে এই লোকদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। বিব্রত বোধ করলে লং-

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রূকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

হারিয়ে যাচ্ছে দেওয়াল পত্রিকা, নস্টালজিয়া ফেরালো শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বর্তমানে ডিজিটাল যুগে স্কুল থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ছোটবেলার সেই দেওয়াল পত্রিকা, এবার সেই নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনল হাওড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শনিবার হাওড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়ের দেওয়াল পত্রিকা 'একলব্য' এর উদ্বোধন হয়। স্কুলের ছাত্রদের দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ যেন এক অনন্য চিন্তার ফসল। এবারের দেওয়াল পত্রিকার বিষয় ছিল 'বিজ্ঞানে বাঙালির অবদান'। শিক্ষালয় সূত্রে জানা গেছে, পত্রিকার সম্পাদক ছিল দুই ছাত্র সৌরদীপ দাস ও কিংশুক মান্না। সম্পূর্ণ পত্রিকাটি লিখন ও অলংকরনের দায়িত্বে ছিল অহীন মান্না ও মৈনাক পুরকাইত। বর্ণময় এই পত্রিকায় হাজির বিভিন্ন বিভাগ যেমন প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, কুইজ, অঙ্কন প্রভৃতি। তবে সবটাতেই প্রাচীন থেকে আধুনিক কালের বাঙালির বিজ্ঞান সাধনার সুস্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। এদিন শিক্ষালয়ের প্রধানের হাত দিয়েই ছাত্রদের এর প্রকাশ ঘটায় সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। শিক্ষালয়ের প্রধান ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তীর কথায়, শিক্ষালয়ের ছাত্ররা তাদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। আজও বিনোদনের যুগে ছাত্ররা নিজেদের হাতে লিখে এত সুন্দর সম্ভারে যে পত্রিকার প্রকাশ করল তাতে আমরা গর্বিত।

বিশ্ব মানবতার প্রতীক হযরত মহম্মদ ডঃ অরুনজ্যোতি ভিক্ষু

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া ঃ বিশ্ব মানবতার কল্যাণে হযরত মহম্মদের জীবন ও কর্ম অনস্বীকার্য বলে জানান একাধিক ধর্মগুরু। আশিক এ রসুল আঞ্জুমান লার্মস সোসাইটির উলুবেড়িয়া শাখার উদ্যোগে জগদীশপুরে শুক্রবার পদযাত্রা মিষ্টি বিতরণ, আবৃত্তি, ক্যুইজ সহ নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শনিবার ছিল সারাদিন ধরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, লেবুলাইজার বিতরণ, অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরন সহ রক্তদান কর্মসূচি। রক্তদান কর্মসূচিতে প্রায় দেড় শতাধিক রক্তদাতা রক্তদান করেন। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান শেখ ইনামুর রহমান, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল শেখ আব্বাস কবর প্রমুখ। শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বধর্ম সমন্বয়ে সম্প্রীতি সভা। সর্বধর্ম সমন্বয়ে সম্প্রীতি সভায় বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুরা উপস্থিত ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মগুরু ডঃ অরুনজ্যোতি ভিক্ষু তার মূল্যবান বক্তব্যে বিশ্বমানবতার প্রতীক হযরত মহম্মদের জীবন ও বানীর একাধিক দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন,শিখ ধর্মের ধর্মগুরু শরন সিং, হিন্দু ধর্মগুরু স্বামী রাধাবল্লভ দাস, খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ফাদার গৌরব রায় ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মহম্মদের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন, পীরজাদা মোকাররম হোসেন কাদেরী তার মূল্যবান বক্তব্যে মানুষের মধ্যে শান্তি ও ভাতৃত্বের কথা বলেন, উলুবেড়িয়া থানার আই সি সঞ্জয় কুমার দে বলেন আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান পীরসাহেব আনোয়ার হোসেন আর কাদেরী চিশতি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সিরাজ মল্লিক, শিক্ষক আজিজুর রহমান, সংগঠনের সম্পাদক শেখ সমিরুদ্দিন, মাহতাব হোসেন, আতিয়ার রহমান ভান্ডারী সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব।

উত্তর দমদমে স্বাস্থ্যতীর্থ শিবির ও কৃতী সংবর্ধনায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

দুরন্তবার্তা, বিরাটি ঃ রবিবার সকালে উত্তর দমদম পুরসভার কাদিহাটি ১৬নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় টোটো স্ট্যান্ড মোড়ে আয়োজিত হল রক্তদান, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যতীর্থ শিবির সহ ওয়ার্ডের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক কৃতী পড়ুয়া সহ রত্নগর্ভা মায়েদের এবং শিক্ষক শিক্ষিকা দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভার বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, মেয়র ইন কাউন্সিল রহিমা বিবি মন্ডল, উত্তর দমদম পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট জনেরা। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন স্বাস্থ্যই সম্পদ। উত্তর দমদম পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে জুড়ে চলছে স্বাস্থ্য শিবির নাম দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যতীর্থ। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতায় সব রকম পরিষেবা এলাকাবাসী উপকৃত হবেন।খুব ভালো ইতিবাচক পদক্ষেপ। কৃতী ছেলে মেয়েদের সাথে তাদের মায়েদের উৎসাহ প্রদানে সংবর্ধিত করা হচ্ছে। খুব ভালো কাজ। ছেলে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যেতে মায়েরাই প্রথম শিক্ষা গুরু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ১৬ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি অশোক কুমার বিশ্বাস। অন্যদিকে ১১০ দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর দমদম পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ব্যবস্থাপনায় নিমতা পাঠাগার সন্ধানী ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান, বিরাট স্বাস্থ্যতীর্থ শিবির। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, উত্তর দমদম পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস, পুর পারিষদ সদস্য বিন্দুমাধব দাস, তাপস কর, নববারাকপুর পুরসভার প্রধান প্রবীর সাহা সহ উত্তর দমদম পুরসভার বিভিন্ন পুর পারিষদ ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ১২ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সৌমেন দত্ত।

তেহট্ট খুনকাণ্ডে গ্রেপ্তার চার অভিযুক্ত, তদন্তে নেমে নয়া মোড়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নদীয়ার তেহট্টর সাম্প্রতিক খুনের ঘটনায় বড় সাফল্য পেল পুলিশ। রক্তাক্ত এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে তেহট্টর এলাকায় এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়, যা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা অঞ্চলে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে দেহটি দেখতে পান এবং খবর দেন থানায়। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। সেই সঙ্গে শুরু হয় তদন্ত। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথম থেকেই সন্দেহ করছিল যে এটি একটি পরিকল্পিত খুন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা যায়, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পুলিশ একাধিক সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অবশেষে সূত্রে খবর, মৃতের সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজনের বিরোধ চলছিল। সেই সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা প্রথমে কয়েকজনকে আটক করে জেরা করেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর চারজনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ মেলে এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাদের আদালতে তোলা হবে। তদন্তকারীরা খুনের কারণ জানতে চেষ্টা করছেন। প্রাথমিক অনুমান, ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই এই খুন হয়েছে। তবে অন্য কোনও বড় কারণ আছে কি না, তা নিয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের কাছ থেকে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। এলাকায় এখনও পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে বলে জানা গেছে। তবে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পুলিশকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই খুনকাণ্ডে পেছনে আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি। যদি আরও কেউ জড়িত থাকেন তবে তাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে। ধৃতদের জেরা করে আমরা ঘটনাটির সম্পূর্ণ চিত্র বুঝতে চেষ্টা করছি।' রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করেছে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা ভয়াবহ, দিনের পর দিন খুন-জখমের ঘটনা বাড়ছে। শাসকদল অবশ্য পাল্টা দাবি করেছে যে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে, যা প্রমাণ করে প্রশাসন সক্রিয়। তেহট্ট খুনকাণ্ডে গ্রেপ্তার চারজনের তদন্তে নতুন দিক খুলে দিয়েছে। এখন নজর আদালতের নির্দেশ এবং পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। তবে এই ঘটনায় অনেক তথ্যের আসল কারণ প্রকাশ্যে এলে গোটা ঘটনায় আরও স্পষ্টতা আসবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

নারী নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩ টিএমসি কর্মী

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ধমান শহরের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের পাশের একটি ঘরে দিনের পর দিন এক মহিলাকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের অভিযোগে তিন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করল বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আলি দফাদার (৪৩), আজিজুল ওরফে রকি দফাদার (৩৪) ও মাহিরুদ্দিন ওরফে সোনা দফাদার (৪৩)। তিনজনই রসিকপুর এলাকার বাসিন্দা। বর্ধমান থানার পুলিশ ধৃতদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের দাবী নিয়ে রবিবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগকারিণীর দাবি, অভিযুক্তরা বারবার শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি ধর্ষণেরও চেষ্টা করেছে। আর সহ্য করতে না পেরে তিনি সামাজিক মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও প্রশাসনের কাছে সাহায্য চান। তাঁর একটি পোস্টে লেখা ছিল; 'আমি আজকে সবারই কাছে খারাপ। জানি না আর কতদিন লড়াই করব ঠাকুর। আমাকে শক্তি দাও।' এই পোস্টটি ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে রবিবার বর্ধমান আদালতে তোলে এবং ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায়। পাশাপাশি নির্যাতিতাকে গোপন জবানবন্দির জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ধৃতরা সকলে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী এবং প্রায়ই নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা যেত। ঘটনার জেরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিজেপি জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিংহ রায় কড়া আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'বর্ধমান শহরের রসিকপুর মোড়ে তৃণমূলের অফিসের লাগোয়া ঘরে এক মহিলার উপর নির্যাতন হয়েছে। বাংলার মেয়েদের রক্ষার নামে স্লোগান দেওয়া হলেও বাস্তবে তাদের উপরেই অত্যাচার চলছে। পার্টি অফিসে নারী নির্যাতন; এটাই আজকের বাংলার চিত্র।' জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি আদালতের বিচারধীন তাই এ নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক নয়। তবে প্রকৃত দোষীরা আইনানুগ শাস্তি পাবেন বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ক্যারাটের ষষ্ঠ বসিরহাট কাপ অনুষ্ঠিত হল

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, বসিরহাটঃ ওপেন ক্যারাটে চাম্পিয়ানশিপ বসিরহাট কাপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হলো বসিরহাটে। রবিবার বসিরহাট রবীন্দ্রভবনে এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আসর বসে। বসিরহাট সেইসিনকাই ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশান আয়োজিত একদিনের এই টুর্নামেন্টে মহকুমার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিযোগি-প্রতিযোগিনীরা অংশগ্রহণ করে। এই টুর্নামেন্ট থেকে প্রাথমিক বাছাই এর পর প্রতিযোগীরা ক্রমান্বয়ে জেলা,রাজ্য ও জাতীয় স্তরের খেলায় অংশগ্রহণ করে।টুর্নামেন্টের অন্যতম আয়োজক সিহান প্রশান্ত গিরি বলেন, টুর্নামেন্টের মাধ্যমেই বোঝা যায় কোনো প্রতিযোগী কতটা প্রস্তুত বা তার কি খামতি রয়েছে, তা পর্যবেক্ষনের সুযোগ পান তাদের প্রশিক্ষকরা। সেই মতো তাদের কে ফের প্রস্তুত করা হয়। এদিনের ক্যাম্পে কয়েকজন ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপক কে তাদের সংশাপত্র তুলে দেন সিহান প্রশান্ত গিরি।পাশাপাশি বিদ্যালয় ভিত্তিক খেলায় জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়া রূপসা ধর কে সম্বর্ধিত করা হয়। প্রসঙ্গত বাংলার হয়ে ক্যারাটে ইন্ডিয়ান অরগানাইজেশান আয়োজিত টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ পদক ও নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে চ্যালেঞ্জার কাপে স্বর্ন পদক জেতে রূপসা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আয়োজিত ক্যারাটের এই আসরে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থিত হন বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জী, বসিরহাটের উপ পৌরপ্রধান সুবীর সরকার, আইনজীবী অরিন্দম গোলদার, সমাজসেবী অভিজিৎ ঘোষ, ফিরোজ কামাল গাজী সহ অন্যান্নরা।

খুঁটিপুজো উদ্বোধনে পুরপ্রধান প্রবীর সাহা

দুরন্তবার্তা, নববারাকপুর ঃ দুর্গোৎসবের বাকি মাত্র কুড়ি দিন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন পুজো মন্ডপে ব্যস্ততা তুঙ্গে। রবিবার দুপুরে নববারাকপুর পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডে বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোডে চারের পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ৬৭ তম বর্ষের দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো উদ্বোধন করলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। ঢাক কাশী বাদ্যি সহকারে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণে খুঁটিপুজো উদ্বোধন ঘিরে উপস্থিত ছিলেন পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তথা পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, পুজো কমিটির সভাপতি প্রদ্যোৎ পাল, যুগ্ম সম্পাদক শুভদীপ বোস ভাস্কর দাস, কোষাধ্যক্ষ মিঠুন দে প্রমুখ। পুরপ্রধান বলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো ঘিরে শহর জুড়ে উন্মাদনা উদ্দীপনা শুরু হয়েছে। খুঁটিপুজো একটা চিরাচরিত প্রথা চালু। চারের পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব এবছরও সাবেকিয়ানা অভিনব মাতৃ প্রতিমায় দর্শনার্থীদের মন জয় করবে বলে ধারণা পুরপ্রধানের। এবছর থিম মুগ্ধতা। কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্পী সুদিপ্ত পালের মাতৃ প্রতিমায় মানুষ মুগ্ধ হবে বলে আশাবাদী পুজোর উদ্যোক্তারা।

মালয়েশিয়ায় উড়ে যাচ্ছে কুমোরটুলির দুর্গা প্রতিমা, মহালয়ার আগেই প্রস্তুতি তুঙ্গে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কলকাতার কুমোরটুলি ফের আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরতে চলেছে বাংলার দুর্গা উৎসবের ঐতিহ্য। দুর্গাপুজো শুরু হতে এখনও কয়েক সপ্তাহ বাকি, কিন্তু তার আগেই কুমোরটুলির শিল্পীদের গড়া প্রতিমা উড়ে যাবে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়ায়। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর এই প্রতিমা বিমানযোগে কলকাতা থেকে পাঠানো হবে। ইতিমধ্যেই প্রতিমা গড়ার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এমনিতে দুর্গাপুজো মানেই বাংলার মাটিতে বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিলনমেলা। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া বাঙালি সম্প্রদায় তাদের ভিনদেশি জীবনের মাঝেও মাতৃ আরাধনার ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছে। তাই প্রতি বছর ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা এশিয়ার নানা দেশে কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা রপ্তানি করা হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বসবাসকারী বাঙালি সংগঠনগুলির উদ্যোগে সেখানকার দুর্গাপুজোয় কুমোরটুলির প্রতিমা কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে। প্রতিমার প্রধান শিল্পী জানিয়েছেন, বিশেষ অর্ডারের ভিত্তিতে এই প্রতিমা তৈরি হয়েছে। আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও প্রতিমার শৈল্পিকতায় কোনও খামতি রাখা হয়নি। বিমানে বহনের সুবিধার জন্য প্রতিমা তৈরি হয়েছে আলাদা আলাদা ভাবে, যাতে বিদেশে পৌঁছে সেটি সহজেই গড়ে তোলা যায়। শিল্পী আরও জানান, মূর্তি গড়ার সময় বিশেষ নজর রাখা হয়েছে রং ও উপকরণের মানের দিকে। বিদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে মাটি ও রং বাছাইয়ে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর প্রতিমা উড়ে যাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে সেটি মালয়েশিয়ায় পৌঁছবে। এরপর স্থানীয় শিল্পীদের সাহায্যে প্রতিমা পুনর্গঠন ও সাজসজ্জার কাজ সম্পন্ন হবে। পুজো শুরু হওয়ার আগেই সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছে উদ্যোক্তারা। ইতিমধ্যেই মালয়েশিয়ায় বাঙালিদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই বলছেন, বিদেশে থেকেও বাংলার দুর্গাপুজোর আবহ এনে দেওয়ার একমাত্র মাধ্যম কুমোরটুলির প্রতিমা। এদিকে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের কাছে এ এক বিশেষ গর্বের বিষয়। তাঁদের কথায়, বিশ্বজুড়ে বাঙালিদের দুর্গাপুজোয় যদি কলকাতার প্রতিমা না থাকে, তবে যেন উৎসবের আসল আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। এক শিল্পী আবেগভরে বললেন, 'আমরা এখানে দিন-রাত পরিশ্রম করে প্রতিমা গড়ি। সেই প্রতিমা যখন বিদেশে গিয়ে হাজার হাজার বাঙালির আনন্দের কারণ হয়, তখন আমাদের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়।' কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকেই এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আরও বেড়েছে। বিদেশে বসবাসকারী বাঙালি সম্প্রদায়ও এখন পুজোর আয়োজনকে বিশ্বমঞ্চে বাংলার সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে দেখছে। এই প্রেক্ষাপটে কুমোরটুলি থেকে মালয়েশিয়ায় প্রতিমা পাঠানো শুধু ধর্মীয় আয়োজন নয়, সাংস্কৃতিক বিনিময়েরও নিদর্শন। প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি কুমোরটুলিতে ব্যস্ততা এখন চরমে। রাজ্যের নানা প্রান্ত তো বটেই, দেশের বাইরের বহু প্রবাসী সংগঠনও এখানে অর্ডার দিয়েছে। তাই শিল্পীরা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছেন। মৃৎশিল্পী সমাজ মনে করছেন, এই চাহিদা শুধু তাঁদের আর্থিক স্বস্তি দিচ্ছে না, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসা কুমোরশিল্পকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করছে। মালয়েশিয়ায় এবারের দুর্গাপুজোর আয়োজন নিয়ে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরেই তাঁরা চাইছিলেন কুমোরটুলির আসল প্রতিমা নিয়ে পূজা করতে। এবার সেই স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে ইতিমধ্যেই সাজসজ্জা ও অনুষ্ঠানসূচি তৈরি শুরু হয়েছে। পূজার সময় শুধুমাত্র বাঙালিরাই নয়, স্থানীয় ভারতীয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও এই উৎসবে যোগ দেন। তাই কুয়ালালামপুরে এ এক বড় সাংস্কৃতিক মেলায় পরিণত হয় দুর্গাপুজো। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কলকাতার সাংস্কৃতিক মহলও। তাঁদের মতে, কুমোরটুলির প্রতিমা আজ আন্তর্জাতিক সংযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। প্রতি বছর যত দেশ থেকে প্রতিমার অর্ডার আসছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে দুর্গাপুজো এখন কেবল আঞ্চলিক উৎসব নয়, বরং বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক সম্পদ। মহালয়ার আগেই মালয়েশিয়ায় মাতৃ আরাধনার সুর ছড়িয়ে পড়ছে কুমোরটুলির হাত ধরে। প্রতিমা রপ্তানির এই উদ্যোগ যেমন বাঙালিদের আবেগকে উজ্জীবিত করছে, তেমনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে কলকাতার শিল্প-ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল করছে। ৮ সেপ্টেম্বর কুমোরটুলি থেকে আকাশপথে উড়ে যাওয়া এই প্রতিমা কেবল ধর্মীয় প্রতীক নয়, বরং বাংলার শিল্পকলা ও সংস্কৃতির গৌরবময় দূত হয়ে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছতে চলেছে।

ভোটার তালিকা যাচাইয়ের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের, খতিয়ে দেখা হচ্ছে সব তালিকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ আগামী লোকসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে জোরদার প্রস্তুতি শুরু করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে রাজ্যগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সর্বশেষ ভোটার তালিকাকে পুরনো তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে এবং যেখানে যেখানে অমিল ধরা পড়বে সেগুলি দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের এই পদক্ষেপকে অনেকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন কারণ গত কয়েক বছর ধরে ভোটার তালিকায় একাধিক অনিয়ম, মৃত ভোটারদের নাম বাদ না দেওয়া, ডুপ্লিকেট নাম থাকা বা অনেক প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ উঠেছে। এই নির্দেশের ফলে সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ অনুযায়ী, জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে বুথ স্তরের কর্মীরা পুরনো ভোটার তালিকা এবং সর্বশেষ প্রকাশিত তালিকা একসঙ্গে খতিয়ে দেখবেন। প্রতিটি নাম, ঠিকানা, ভোটার নম্বর যাচাই করা হবে। মৃত ভোটারদের নাম মুছে ফেলার পাশাপাশি ডুপ্লিকেট নামও চিহ্নিত করে বাদ দেওয়া হবে। একই সঙ্গে যাদের নাম ভুলবশত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাদের নাম সংযোজনের কাজও চলবে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকা সঠিক ও স্বচ্ছ না হলে সুষ্ঠু ভোট সম্ভব নয়, তাই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও বিভিন্ন দল এর রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে হিসেব কষতে শুরু করেছে। বিরোধী দলগুলির মতে, ভোটার তালিকায় গরমিল থাকলে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে। বিশেষ করে যে সব কেন্দ্রে অল্প ব্যবধানে ফলাফল নির্ধারণ হয়, সেখানে মৃত ভোটারের নাম বা ডুপ্লিকেট ভোট বড় ভূমিকা নিতে পারে। তাই কমিশনের এই পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে শাসকদলগুলির একাংশ বলছে, কমিশনের এই পদক্ষেপে নির্বাচনী প্রস্তুতি আরও জোরদার হবে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো বড় রাজ্যে যেখানে প্রায় দশ কোটিরও বেশি ভোটার রয়েছে, সেখানে এত বিশাল ডেটা যাচাই করা সহজ কাজ নয়। তবে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজটি দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চলছে। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনকে সফটওয়্যার ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করছে যাতে বুথ লেভেল অফিসাররা সহজেই পুরনো ও নতুন তালিকার মধ্যে তুলনা করতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় ভোটারদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। কমিশন ভোটারদের অনুরোধ করেছে তারা যেন নিজেদের নাম তালিকায় আছে কি না যাচাই করেন এবং যদি কোনো ভুল বা বাদ যাওয়া নাম ধরা পড়ে তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ জানান। ডিজিটাল পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এই কাজ এখন আরও সহজ হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষও তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত হতে পারবেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিরই অংশ। সঠিক ভোটার তালিকা থাকলে ভোটের দিন বিশৃঙ্খলা কমবে, ভুয়ো ভোটের অভিযোগও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে। পাশাপাশি এই উদ্যোগে নতুন ভোটারদের সংখ্যা বাড়বে বলেও মনে করা হচ্ছে। কারণ প্রতি বছর অনেক তরুণ ভোটার প্রথমবারের মতো তালিকায় নাম তুলতে পারেন না, সেই সমস্যা সমাধানের সুযোগও এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে যাতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে সব ধরনের ত্রুটি দূর করা যায়। এই জন্য জেলা প্রশাসনগুলিকে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুথ লেভেল অফিসারদের ওপর বিশেষ নজরদারি থাকবে যাতে তারা নির্ভুলভাবে কাজ শেষ করেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ ভোটার তালিকাকে আরও নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন ভোটারদের আস্থা বাড়বে, তেমনই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও আরও মজবুত হবে। আগামী কয়েক মাস ধরে এই কাজ চলবে এবং শেষ হওয়ার পর সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। এরপরেই চূড়ান্তভাবে লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করবে কমিশন।

বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকেও বহু প্রার্থী অংশ নিলেন এসএসসি পরীক্ষায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে চলা বিতর্কের মাঝেই নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এল এসএসসি পরীক্ষা। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন বহু প্রার্থী যারা বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে এসেছেন। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে তরজা। কারণ, এতদিন ধরে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আসছিল বিজেপি। এখন সেই দলের শাসিত রাজ্যের বহু প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষায় বসেছেন, যা নিয়ে তৃণমূলের কটাক্ষ শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নানা অভিযোগে জর্জরিত। গত কয়েক বছরে সিবিআই ও ইডির তদন্তে একাধিক দুর্নীতি সামনে এসেছে। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতা এবং আমলাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরই মধ্যে এ বছর নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই আয়োজিত হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা। পরীক্ষার দিন রাজ্যের নানা প্রান্তের হাজার হাজার প্রার্থী অংশ নেন। কিন্তু এ বার নজর কেড়েছে এই যে অনেক প্রার্থী এসেছেন অন্যান্য রাজ্য থেকে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ঝাড়খণ্ডের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকে। এই প্রার্থীদের অনেকেই স্বীকার করেছেন যে তারা পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে চাকরি করার জন্যই পরীক্ষা দিতে এসেছেন। তাঁদের যুক্তি, পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ প্রক্রিয়া এখন স্বচ্ছ হচ্ছে, তাই যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ বেড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই তথ্যকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে। শাসকদলের বক্তব্য, যারা এতদিন রাজ্যের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আখ্যা দিয়েছে, তারাই এখন নিজেদের রাজ্যের প্রার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে চাকরির সুযোগ নিতে পাঠাচ্ছে। তৃণমূলের মতে, এটি প্রমাণ করে যে রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিক পথে এগোচ্ছে, নইলে অন্য রাজ্যের প্রার্থীরা এখানে এসে পরীক্ষা দিতে উৎসাহী হতেন না। অন্যদিকে বিজেপি নেতারা পাল্টা দাবি করেছেন যে চাকরির খোঁজে অন্য রাজ্যে যাওয়া নতুন কিছু নয়। বিজেপির বক্তব্য, যোগ্যতা থাকলে যে কেউ দেশের যে কোনও রাজ্যে চাকরি পেতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ থাকে সেটাই তাঁদের দাবি। তাঁরা এ-ও অভিযোগ তুলেছেন যে শাসকদল এই ঘটনাকে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যবহার করছে। শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী অন্য রাজ্যের প্রার্থীরা চাইলে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারেন, তাতে কোনও বাধা নেই। সব প্রার্থীকেই একইভাবে মেধা তালিকার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান যে এবারের পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়েছে, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে শিক্ষক পদে চাকরির চাহিদা কতটা বেশি। তবে রাজনৈতিক তরজায় বিষয়টি যে আরও কিছুদিন আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে বহু প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ঘিরে বিতর্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে শাসকদল এটাকে নিজেদের সাফল্য হিসেবে দেখাচ্ছে, অন্যদিকে বিরোধীরা বলছে এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক লাভ খোঁজা উচিত নয়। এখন নজর সকলের ফলাফলের দিকে, কারণ সেই ফলাফলই ঠিক করবে কে সত্যিকারের যোগ্য আর কে নয়।

বেপরোয়া মোটরবাইকের ধাক্কায় মৃত্যু পথচারীর

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর ঃ বারুইপুরে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু এক পথচারী ব্যাক্তির। ঘাতক গাড়ির চালক কে আটক করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।সেই সঙ্গে আটক করেছে ঘাতক গাড়িটিকে।ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বিশালক্ষীতলা এলাকায়,শনিবার রাতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো বছর পঞ্চাশের জয়ন্ত মন্ডল নামে এক ব্যক্তি। পিছিন থেকে বেপরোয়া গতিতে একটি রেসিং বাইক এসে ধাক্কা মারে বলে জানায় স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পড়ে যায় ওই ব্যাক্তি, গুরুতর আহত হয়। অবস্থার বেগতিক দেখে বাইক নিয়ে পালাতে যায় বাইক চালক, তখনই এলাকা বাসিরা ওই বাইক চালক কে বাইক সহ ধরে ফেলে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে ঘাতক বাইক সহ বাইক আরোহীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় জয়ন্ত মন্ডল কে উদ্ধার করে এলাকাবাসীরা বারুইপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আর এই বেপরোয়া গাড়ি চলাচলের উপর পুলিশের নজরদারির আরও বাড়ানোর দাবি তুললো স্থানীয় মানুষজন।

মাতুয়া শিবিরের বৈধতা নিয়ে সংঘাত, শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মাতুয়া সমাজের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে। ঠাকুরনগরে মাতুয়া মহাসংঘের কার্যকলাপ এবং তাদের শিবিরের বৈধতা নিয়ে এবার প্রকাশ্যে বিস্ফোরক অভিযোগ রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুরের। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর মাতুয়া সমাজের নাম ব্যবহার করে বিভাজনমূলক রাজনীতি চালাচ্ছেন এবং সমাজের ঐক্য নষ্ট করছেন। মমতা বালা ঠাকুর দীর্ঘদিন ধরে মতুয়া মহাসংঘের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। স্পষ্ট জানিয়েছেন, শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বে যে মাতুয়া দল বা শিবির গড়ে তোলা হয়েছে, তার কোনও সাংগঠনিক বা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তাঁর কথায়, 'মাতুয়া ধর্ম এবং মাতুয়া সমাজের একমাত্র মূল কেন্দ্র মহাসংঘ। কিন্তু সম্প্রতি কিছু মানুষ রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন শিবির বানানোর চেষ্টা করছেন। শান্তনু ঠাকুর এই ষড়যন্ত্রের মাথা।' এই মন্তব্যের পর ঠাকুরনগরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মাতুয়া মহাসংঘ বহু বছর ধরে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শে সমাজসেবা, শিক্ষা বিস্তার এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। মমতা বালা অভিযোগ তুলেছেন, বিজেপি-র রাজনৈতিক স্বার্থে শান্তনু ঠাকুর মহাসংঘকে ভাঙার চেষ্টা করছেন। এর ফলে সাধারণ মাতুয়া ভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। শান্তনু ঠাকুর অবশ্য এর আগেও বলেছেন, তিনি মাতুয়া সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে তিনি মাতুয়াদের স্বার্থ রক্ষার লড়াই চালাচ্ছেন এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তবে বিরোধী শিবিরের দাবি, এই আইনকে কেন্দ্র করে মাতুয়াদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। মমতা বালা ঠাকুর স্পষ্ট বলেছেন, 'মাতুয়া সমাজকে কারও হাতিয়ার হতে দেওয়া যাবে না। আমাদের সমাজের নাম নিয়ে কোনও ভুয়ো সংগঠন তৈরি হলে মানুষ বিভ্রান্ত হবেন। শান্তনু ঠাকুর ইচ্ছাকৃতভাবে বিভাজনের রাজনীতি করছেন, যা গুরুতর অপরাধ।' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদে থেকেও শান্তনু ঠাকুর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে সমাজকে ব্যবহার করছেন। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনা বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, উত্তর ২৪ পরগনার বিশাল অংশজুড়ে মাতুয়া সম্প্রদায়ের ভোট সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপি ও তৃণমূল; দু'পক্ষই এই ভোটব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কৌশল আঁকছে। তৃণমূল বরাবরই দাবি করে এসেছে, মাতুয়া সমাজের আসল স্বার্থ রক্ষা করেছে তারা। অপরদিকে বিজেপি বারবার বলছে, নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান তারাই করবে। এই দ্বন্দ্বের মাঝেই শান্তনু ও মমতা বালার মধ্যে প্রকাশ্যে সংঘাত রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। মহাসংঘের একাংশের বক্তব্য, শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বে তৈরি নতুন শিবির আসলে মহাসংঘের আদর্শের বিরোধী। তাঁদের অভিযোগ, মাতুয়া ধর্মের ভাবধারা কোনও রাজনৈতিক দল বা সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়।

বিজেপি ও বিরোধী দল থেকে কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগরঃ সামনে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনের আগে বিভিন্ন দল থেকে শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের যোগদান পর্ব চলছে। দীর্ঘ দিন বিজেপির হাতে থাকা জয়নগর বিধানসভার মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার সমর্থক রবিবার তৃনমূলে যোগদান করলো।এদিন মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েতের তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জীবন মন্ডলের হাটে এক যোগদান সভা হয়ে গেল।এদিন বিজেপি নির্দল ও সিপিএম থেকে প্রায় এক হাজার ৯০০ জন কর্মী সমর্থকেরা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলো বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নেয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর বিধানসভার মায়াহাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৮ নম্বর বুথে বর্তমান নির্দলের সদস্য রাখি গায়েন ও প্রাক্তন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য পার্থ সারথি গায়েন, সিপিএমের মনিরুল মোল্লা সহ ১৬০, ১৬৬,১৬৮, ১৭০,১৭৩, নম্বর বুথ ও বিজেপির পরিচালিত মহাপ্রভু ক্লাবের সমস্ত বিজেপির সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলো। এদিন এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর ২ নম্বর ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা,কর্মাধ্যক্ষ কর্ণকান্তি হালদার, মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েত প্রধান আজুইজুল মোল্লা রাজু, মায়াহাউড়ি অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামল দাস, বিধান হালদার সহ নেতৃবৃন্দরা। এদিন যোগদান সভা থেকে বিজেপিকে তুলোধোনা করে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, আগে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ১০ বছর বিজেপির দখলে ছিল। কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি বিজেপির প্রধান সদস্যরা। পানীয় জল, জল নিকাশি, রাস্তা তৈরিতে কাটমানির অভিযোগ করে আজ দলে দলে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করছে। তিনি বলেন ধর্মীয় জুজু দেখিয়ে ভোটে জেতার পরিকল্পনা মানুষ ব্যর্থ করবে ২৬ এর বিধানসভার নির্বাচনে। তিনি বলেন এই এলাকা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি।এদিনের এই তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান ভোটের আগে শক্তি বাড়িয়ে দিল তৃনমূলকে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭৮ সংখ্যা, সোমবার, ২২ ভাদ্র, ১৪৩২

বাঙালির জাগরণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে মোটা বেতনের বিচারকের চাকরির প্রস্তাব দেয়। ডিরোজিওর ছাত্রটি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। তিনি কারও নুন খাবেন না,স্বাধীন ব্যবসা করবেন। পাওনাদারের টাকা মেটাতে পরণের কাপড়খানাও বিক্রি করবেন কিন্তু কাউকে ফাঁকি দেবেন না রামগোপাল। রামগোপাল বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন তখনই যখন তিনি ছাত্র,অবশ্য লেখাপড়া শেষ না করে এক সাহেবের সঙ্গে ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। সাহেবদের অনুপ্রেরণায় একসময় বেনিয়ন হয়েছেন,ব্যবসায়ী মহলে রামগোপাল, রবার্ট ঘোষ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। ইহুদি বণিক জোসেফের কর্মচারী হয়ে রবার্ট ঘোষ কিছুদিন তাঁর আমদানি রপ্তানি কোম্পানিতে কাজ করেছেন। জোসেফ যখন বিলেতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন তখন রামগোপাল বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে ওই ব্যবসা আরও সফল করে তুললেন। লেখাপড়া জানা লোকদের বিজনেসে নামার ব্যাপারে স্মরণীয় একটি নাম রামগোপাল ঘোষ। অসমান্য বাগ্মিতার জন্য তাঁকে বলা বাংলার ডেমসথেনিস। অর্থাৎ কোনওক্রমে বিএ পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এবং রায়বাহাদুর হওয়ার স্বপ্নে বিভোর বাঙালি অকারণে বিজনেসকে বিদায় দিয়েছিল কথাটা বোধহয় খুব সত্যি নয় অন্তত রামগোপাল ঘোষ নিজে বড় উদাহরণ হয়ে আছেন। জোসেফ অবসর নিলেন কোম্পানির অংশীদার কেলসল তাঁর বন্ধুকে পার্টনার করে নিলেন এবং কেলসল অ্যান্ড কোম্পানির নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হল কেলসল ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি। এই কোম্পানির সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেন কলকাতায় তখন নবাগত রামদত্ত গোয়েঙ্কা। ১৮২০ সালে রামদত্ত কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন। ১৮৪৭ সালে কলকাতার ব্যবসায়ীরা নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে পড়ে অনেকেই পাওনাদারের দায় মেটাতে পারেন নি। আইনের দায় এড়াতে লালবাতি জ্বালেন। সেই সময় ডিরোজিওর ছাত্র রামগোপাল ঘোষ ঘোষণা করলেন পাওনাদারের টাকা মেটাতে দরকার হলে নিজের পরণের কাপড়খানাও বিক্রি করে দেবেন, কিন্তু কাউকে ফাঁকি দেবেন না। কেলসল ঘোষেরও তাঁর দু'লক্ষ টাকার বিক্রি করে রামগোপাল ১৮৪৮ সালে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেন এবং বিপুল সাফল্য পেলেন।১৮৩৩ সালে যখন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয় তখন রামগোপাল ঘোষ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। অপুত্রক রামগোপালের একটি মাত্র কন্যা ছিল,মৃত্যু আসন্ন জেনে সদাশয় রামগোপাল তাঁর বন্ধুদের কাছে পাওনা চল্লিশ হাজার টাকার তমসুক ছিঁড়ে ফেলে দেন। সত্যি বলতে রামগোপাল আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে দেখিয়ে গিয়েছেন ভাল পড়াশোনা করেও ব্যবসায়িক জীবনে প্রবেশ করা যায় এবং চোখধাঁধানো সাফল্য পাওয়া যায়। শিরদাঁড়া সোজা রাখা মানুষটি ব্রিটিশরাজের দেওয়া পদ ফিরিয়ে দিতে এক দণ্ডও ভাবেননি। তখন প্রতিটি বাঙালি জাগতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বাঙালির জাগরণকে ভয় পেয়েছিল ইংরেজ সরকার থেকে শুরু করে ইংরেজ বণিকেরা।

মনের মানুষ উত্তমকুমার

উত্তমকুমার এক সন্ধ্যায় নিষিদ্ধ পল্লীতে গিয়েছিলেন। না, না, চমকে উঠবেন না, ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না, আপনাদের গুরুকে বখাতে নিয়ে যাইনি। ব্যাপারটা খুলেই বলি। সেবার হাওড়া জেলায় ভীষণ বন্যা হয়েছিল। মনে আছে, অভিনেতা- অভিনেত্রীদের তরফ থেকে বেঙ্গল মোশন পিকচারস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বন্যার ত্রাণের কাজে নেমে পড়েছিলাম। পথে- পথে গান করে, পায়ে হেঁটে, সঙ্গীত শিল্পীরা গান গেয়ে, অভিনেতা- অভিনেত্রীর দল বাড়ি বাড়ি বন্যার ত্রাণের জন্য চাঁদা তুলতে বেরিয়েছিলাম। একদিন উত্তর কলকাতা, একদিন দক্ষিণ কলকাতা আর একদিন শুধু আমি আর উত্তম কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে সন্ধ্যার আগে উত্তর কলকাতার সোনাগাছি পাড়ার মেয়েদের কাছে ত্রাণের ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কি সশ্রদ্ধ, প্রাণখোলা আবাহন যে তাঁদের কাছে পেয়েছিলাম, তা আজও ভুলতে পারিনি। স্পর্শ বাঁচিয়ে দূর থেকে প্রণাম করেছেন, ত্রাণের ঝুলি ভরে উঠেছিল তাঁদের দানে। তাঁদের কাছেও সত্যিকারের কোনও কাজের সাহায্য প্রার্থী হয়ে কেউ যেতে পারে, সেই টুকু উপলব্ধি করে তাঁরা কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়েছিলেন। একটি মাত্র মেয়ের কাছ থেকে কিছুটা যুবতী সুলভ ব্যাবহার পেয়েছিলাম। প্রত্যেকটা বাড়িতে ঢুঁকে আমি আর উত্তম আলাদা আলাদা হয়ে, একতলা, দোতলা, তিনতলার দুদিকের ঘর গুলোর যাচ্ছিলাম, যে যা দান করছিলেন আমরা মাথা নত করে সেই গুলো গ্রহণ করছিলাম। যে মেয়েটির কথা বলছিলাম , সে আমার বাক্সে একটা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দিল। আমি চলে আসছিলাম, কিন্তু পেছন থেকে সে বলল, , একটু শুনবেন দাদা ? আমি মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাতে সে বলল, একটু দয়া করে যদি উনাকে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আরও টাকা দেব। দেখলাম, মেয়েটার চোখে মুখে রোম্যান্টিসিজম , মৃদু মৃদু হাসি। আমি বললাম, মানে তো আমাদের উত্তম। সে বলল, হ্যাঁ উত্তমকুমার, আমরা ওকে দাদা বলি। ওকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার মতন মেয়ের কোনও দিন হবে। আমি এসে মেয়েটার কথা উত্তমকে বললাম। সে গেল মেয়েটার ঘরের দিকে। পঁচিশ টাকা মাটিতে রেখে মাথা নুইয়ে উত্তমকে প্রণাম আর বড়-বড় চোখের চাউনি ভরা একরাশ স্বপ্ন নিয়ে এল। সত্যি কথা বলতে কি, উত্তম আর আমি সেদিন ফিরে এসেছিলাম শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে, বারবার তাঁদের নমস্কার জানিয়ে। আমি যদি পারতাম, তা হলে যাদের কথা বললাম, সেই নিষিদ্ধ পল্লীর পতিতা মেয়েদের নিয়ে একটা গল্প লিখত। নিশিপদ্ম বইটি করেছেন উত্তম কুমার নিষিদ্ধ পল্লির চিত্রকে সমানে রেখে। তিনি যখন এই বইটি করছিলেন তখন নিষিদ্ধ পল্লির ঘটনাটি তাকে স্মরণ করাছিল

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

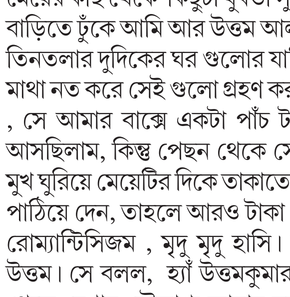

রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, মা ভবতারিণী হচ্ছেন দৈব্য মহাশক্তি অধিকারিণী। সেই দৈব্য শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগতে হবে। দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। ভক্তিবাদকে জাগরিত করতে হবে। নারীর উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে বিশ্বের উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার জগতের উন্নতি সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা কাউকে নিরাশ করেন না।

রাশিয়াকে পাশে রেখে ভারত চিনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে আগ্রহী

বিশেষ প্রতিবেদক

রাতারাতি বদলাবে না ভারত-চিন সম্পর্ক। ভারত ও চিন-দুই বৃহৎ এশীয় শক্তি। ভৌগোলিক দিক থেকে প্রতিবেশী, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী, আবার কূটনৈতিক দিক থেকে কখনও সহযোগী, কখনও প্রতিযোগী। বিগত কয়েক দশকে দিল্লি ও বেইজিং-এর সম্পর্ক বারবার ওঠানামা করেছে। সীমান্তে রক্তাক্ত সংঘর্ষ, কূটনৈতিক আলোচনায় অগ্রগতি, অর্থনৈতিক লেনদেনের বিস্তার; সবকিছু মিলিয়ে ভারত-চিন সম্পর্ক জটিলতার এক গোলক ধাঁধা। সাম্প্রতিক সময়ে নানা বৈঠক, আলোচনার উদ্যোগ ও সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা হলেও এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে রাতারাতি দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারে চিন বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এসেছে। চিনও ভারতকে কেবল আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়, ভবিষ্যতের বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে দেখে। তবে দুই দেশের মধ্যে যে গভীর অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, বিশেষত ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর, তা সহজে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। সেই সংঘর্ষে ভারতীয় সেনার প্রাণহানি দেশজুড়ে ক্ষোভের জন্ম দেয়। পরবর্তী সময়ে সীমান্তে একাধিক পর্যায়ের কোর কমান্ডার বৈঠক হলেও প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয়নি। বাস্তব পরিস্থিতি হল, লাদাখ থেকে অরুণাচল পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ রেখায় সেনারা এখনও মুখোমুখি অবস্থানে।

চিন বরাবরই চেষ্টা করেছে ভারতের উপর কৌশলগত চাপ বজায় রাখতে। একদিকে তারা সীমান্তে অবকাঠামো গড়ে তুলছে, অন্যদিকে পাকিস্তানকে বাড়তি সমর্থন দিচ্ছে। আবার দক্ষিণ এশিয়ার ছোট ছোট দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে ভারতের ঘেরাও নীতিতে সচেষ্ট বেইজিং। ভারতের কাছে এই কৌশল নতুন কিছু নয়, তবে উদ্বেগের বিষয় যে, চিন এই মুহূর্তে তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে এমন এক স্তরে নিয়ে গিয়েছে, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ ভারতের জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

তবুও ভারত-চিন সম্পর্ককে শুধুমাত্র সংঘাত বা প্রতিযোগিতার চোখে দেখা যাবে না। দুই দেশের অর্থনৈতিক যোগসূত্র এতটাই গভীর যে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভারত এখনও বিপুল পরিমাণে চিন থেকে কাঁচামাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ আমদানি করে। চিনা বাজারেও ভারতীয় ওষুধ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রভাব আছে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতা রাজনৈতিক আস্থার নিশ্চয়তা দেয় না। অর্থনীতিতে সহযোগিতা থাকলেও, কৌশলগত ক্ষেত্রে সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রবল।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি গত কয়েক বছরে বহুমুখী কৌশল নিয়েছে। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কোয়াড গঠন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা, রাশিয়ার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখা; সবকিছুই মূলত চিনকে মোকাবিলার কৌশল। আবার বাণিজ্য ও জলবায়ু

আলোচনায় ভারত চিনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে দ্বিধা করে না। তাই সম্পর্কের রূপরেখা একদিকে সংঘাত, অন্যদিকে সহযোগিতার মিশ্রণ।

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি আগামী দিনে ভারত-চিন সম্পর্ক উন্নত হবে? উত্তর খুঁজতে গেলে কয়েকটি বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। প্রথমত, সীমান্ত সমস্যা সমাধান ছাড়া প্রকৃত অর্থে সম্পর্কের উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ, সীমান্ত নিরাপত্তা সরাসরি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও জনমতের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয়ত, চিন কখনও চায় না যে ভারত দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে একক আধিপত্য বিস্তার করুক। তাই তারা পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা কিংবা মায়ানমারে বিনিয়োগ ও কৌশলগত অবস্থান বাড়িয়ে ভারতের উপর চাপ বজায় রাখবে। তৃতীয়ত, বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য; আমেরিকা-চিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে কৌশলগতভাবে নিজের স্থান ঠিক করতে হচ্ছে। দিল্লি ও বেইজিং একে অপরের প্রয়োজন অনুভব করলেও অবিশ্বাস এতটাই গভীর যে রাতারাতি কোনও পরিবর্তন আশা করা অবাস্তব।

গালওয়ান সংঘর্ষের পর ভারতীয় সমাজে যে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়েছে তা-ও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিল্পক্ষেত্র; চিনা পণ্য বর্জনের দাবি উঠেছে। যদিও বাস্তবে চিনা পণ্যের উপর নির্ভরতা এতটাই বেশি যে সম্পূর্ণ বর্জন সম্ভব নয়, তবুও রাজনৈতিক ভাবে চিনের প্রতি আস্থাহীনতা ক্রমশ বাড়ছে। এর ফলে সরকারের উপর চাপ তৈরি হচ্ছে যাতে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলেও তা সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে হয়।

ভারত ও চিন; উভয়েরই রাজনৈতিক নেতৃত্ব জানে যে সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি উভয় দেশের জন্য ধ্বংসাত্মক হবে। তাই পূর্ণ সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সীমান্তে লো-ইনটেনসিটি কনফ্লিক্ট, অর্থাৎ মাঝেমধ্যে ছোট খাটো উত্তেজনা বা সংঘর্ষ চলতেই থাকবে। এটি ভারতের কূটনীতির সবচেয়ে বড় পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতকে ক্রমশ ব্যালেন্সার হিসেবে দেখা হচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলি ভারতকে চিনের প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি মনে করছে। তবে ভারতও জানে যে কেবল পশ্চিমা মিত্রদের উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। কারণ ইতিহাস বলছে, আন্তর্জাতিক মিত্রতার ভিত্তি মূলত স্বার্থ। আমেরিকা বা ইউরোপ যতদিন ভারতকে প্রয়োজন মনে করবে, ততদিনই সমর্থন দেবে। সেক্ষেত্রে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা ভারতের পক্ষে কৌশলগত আত্মঘাতী পদক্ষেপ হবে।

তাহলে করণীয় কী? প্রথমত, সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। ভারতকে কূটনৈতিক চাপ ও সামরিক প্রস্তুতি, উভয় ক্ষেত্রেই সতর্ক থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে, যাতে চিনা আমদানির উপর নির্ভরতা কমানো যায়। তৃতীয়ত, আঞ্চলিক কূটনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা বাড়াতে হবে; দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত বিকল্প দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। চতুর্থত, বৈশ্বিক মঞ্চে চিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করলেও, জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব বাণিজ্য বা ব্রিকস-এর মতো মঞ্চে সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে।

সবশেষে, একথা স্পষ্ট যে ভারত-চিন সম্পর্ক উন্নতির রাস্তা দীর্ঘ ও জটিল। রাতারাতি কোনও সমাধান হবে না। বরং দীর্ঘমেয়াদি কৌশল, ধৈর্য ও বাস্তবতার ভিত্তিতেই সম্পর্ক এগোবে। ভারতকে মনে রাখতে হবে, ইতিহাসে যেমন দেখেছি; চিন কখনও সরাসরি শত্রু নয়, আবার সম্পূর্ণ বন্ধু-ও নয়। সম্পর্কটা মূলত প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মিশ্রণ। তাই একদিকে আস্থা তৈরি করতে হবে, অন্যদিকে প্রস্তুত থাকতে হবে যেকোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য।

ভারতীয় কূটনীতির সামনে আজ যে কঠিন বাস্তবতা; চিনকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, আবার চোখ বন্ধ করে আস্থা রাখা বিপজ্জনক। তাই ভারত-চিন সম্পর্ককে বুঝতে হবে ধূসর অঞ্চলে, যেখানে কোনও কিছুই সম্পূর্ণ কালো বা সাদা নয়। এটিই আগামী দিনের ভূরাজনীতির বাস্তব চিত্র। আর এই বাস্তবতাকে মেনে নিলেই বোঝা যায়; ভারত-চিন সম্পর্ক রাতারাতি বদলাবে না, বদলাবে ধীরে ধীরে, নানা বাঁক পেরিয়ে, সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে।

চিন ভারত সম্পর্ক এখন ওকটি সুতোর ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমেরিকা চেষ্টা করছে চিন ভারত সম্পর্ক নষ্ট হোক। রাশিয়া ভারত সম্পর্ক নষ্ট হোক। আমেরিকার ফাঁদে ভারত এখন পা দিতে নারাজ। তার ফলেই ট্রাম্প ভারতের ওপরে রাগ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত আবার আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইছে না। আমেরিকাকে পাশে রেখে ভারত চিন এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজার রাখার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু আমেরিকা চেষ্টা করছে রাশিয়া চিনের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক যেন না গড়ে। তাহলে আমেরিকার স্বার্থ নষ্ট হবে। কিন্তু ভারত সেটা করতে একেবারে নারাজ। তার ফলে আমেরিকা শুল্ক নীতি আরোপ করেছে।

পাঠকদের কলমে

ঠাকুরবাড়ির জামিদারিত্ব

আহমাদ ইশতিয়াক, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠুর জমিদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের সারাজীবন শোষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনই এদেশের কৃষকদের, সাধারণ মানুষের কখনো উন্নতি চাননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন, 'মূর্খের দেশে আবার কিসের বিশ্ববিদ্যালয়'। এমন কত অপবাদ কি অবলীলায় চালানো হয় রবীন্দ্রনাথের নামে। কত মিথ্যাচার শুনতে হয়। অথচ শিলাইদহ, শাহজাদপুর বাদ দিলাম এক পতিসরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারীতে যা করেছেন বাংলার ইতিহাসে কোন জমিদার তা করেনি।

পারিবারিক সূত্রে পাওয়া জমিদারী দেখাশোনার জন্য ১৮৯১ সালে প্রথম পতিসরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জমিদারি ভাগ হওয়ায় নওগাঁর কালিগ্রাম পরগণার জমিদারি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তৎকালীন সময়ে কালিগ্রাম পরগণা ছিল নিচু এলাকা। এক ফসলি জমি। একটিমাত্র ধানের আবাদ হয়, তাও বন্যায় ষোলো আনা পাওয়া যায় না। অধিকাংশ প্রজাই দরিদ্র।

একবেলা খেতেও পারত না। এসব বিষয়গুলো রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তুলত। মহাজনী সুদ থেকে প্রজাদের বাঁচাতে রবীন্দ্রনাথ স্বজনদের কাছ থকে টাকা ধার নিয়ে ১৯০৫ সাল থেকে প্রথম 'কৃষি ব্যাংক' চালু করেছিলেন।

মহাজনরা অখুশি হলেও গ্রামে-গ্রামে প্রজাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই ব্যবস্থা। কৃষকদের বাঁচাতে আরও টাকা প্রয়োজন। নিজের নোবেল পুরস্কারের ১ লাখ ৮ হাজার টাকা কৃষি ব্যাংকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি এতটাই নিষ্ঠুর জমিদার ছিলেন ঋণ আদায় করতে না পারায় অর্থ সংকটে পড়ে ব্যাংকটি। এমতাবস্থায় ১৯৩৭ সালে জুডিশিয়াল বোর্ড গঠন করলে ঋণ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। তখন প্রজাদের কাছে থাকা ঋণের সব অর্থই আটকে যায়। ১৯১০ সালে পতিসরের কাছারি বাড়ির একটি কক্ষে হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু হোমিও ওষুধ দিয়ে সব রোগের চিকিৎসা হত না। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অঞ্চলে প্রথম আধুনিক চিকিৎসা সেবা শুরু করেন।

পরে সার্টিফিকেটধারী চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে প্রজাদের চিকিৎসা সেবা দিতেন। তখন নার্সও নিয়োগ দেওয়া হত। তিন-চারটি বেড রাখা হয়েছিল। এই চিকিৎসা সেবা ১৯২০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

এলাকার কৃষকদের বাঁচাতে ধর্মগোলা স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ধর্মগোলা মানে শস্যভান্ডার। যে বছর আবাদ ভাল হতো সে বছর প্রজাদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য নিয়ে রেখে দেওয়া হতো ধর্মগোলায়।. যখন আবাদ হতো না তখন সেই গোলা থেকে কৃষকদের মধ্যে দেওয়া হতো। আবার আবাদ হলে সে শস্য আবার ধর্ম গোলায় জমা করতেন কৃষকেরা। সে সময় কোনও মহাজনদের কাছ থেকে এক মণ খাদ্য নিলে দেড় গুণ বা দুই গুণ খাদ্য দিতে হতো মহাজনকে। এজন্য দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল এই ধর্মগোলা।.

হতদরিদ্র প্রজাদের গাভী পালনে প্রশিক্ষণ ও ধানচাষের বাইরে অন্য পেশায় আয় বাড়াতে তাঁত ব্যবস্থা, অন্য ফসলের দিকে যেন মানুষ আকৃষ্ট হয় সে ব্যবস্থাও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ জন্য কয়েকজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন্যে শ্রীনিকতনেও। সেখানে তাঁদের কৃষি প্রশিক্ষণ দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন পতিসরে। এক ফসলি জমিতে অন্য ফসল চাষ করাতে জমির আইলে খেজুর গাছ, আমগাছ, পেঁপে চাষ শুরু করান তিনি। এছাড়াও বাস্তুভিটাতে ফলের গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এসময়ে এলাকায় অপ্রচলিত ভুট্টা, আলুর চাষ শুরু করেন।

প্রজাদের মহাজনদের সুদের বেড়াজাল থেকে বাঁচাতে ঋণ সালিশী সংস্থা কালিগ্রাম হিতৈষী সভা গঠন করেন রবীন্দ্রনাথ। সে সময় কালিগ্রাম কাছারিবাড়ি থেকে কালিগ্রাম পরগণায় জমিদারির কার্যক্রম পরিচালনা করা হত। কালিগ্রাম পরগণার আওতায় প্রায় ছয়শো গ্রাম ছিল।

এই 'হিতৈষীসভা' তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে কালিগ্রাম হিতৈষীসভা, ভান্ডারগ্রাম হিতৈষী সভা ও পতিসর হিতৈষী সভা। কাছারি বাড়ির আওতায় থাকা প্রতিটি গ্রাম থেকে একজন গ্রাম প্রধান ও কাছারি বাড়ির একজন ও জমিদারের প্রতিনিধি একজন করে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিল।

এই পঞ্চায়েতের কাজ ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষদের বিরোধ মিটিয়ে দেয়া, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ করা, পাঠশালা নির্মাণ করা। ম্যালেরিয়া হওয়ায় গ্রামের জঙ্গল কেটে ফেলা ইত্যাদি। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ, পাঠশালা নির্মাণ, গ্রামের জঙ্গল কেটে ফেলতে টাকা লাগে।

দেশ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা মুখ্য

রতন হাজরা, হুগলি

তেরো বছর বয়স থেকে আমার শিক্ষার ধারা তার গতিপথ পাল্টালো। স্রোতের বিপরীতেও যে ভিন্ন এক স্রোত থাকে তার প্রথম হদিশ দিয়েছিলেন আমার মা, যাতে শীলমোহর দিয়েছিলেন আমার প্রখ্যাত গবেষক ও ইতিহাসবিদ মেজ দাদু, স্কুল পাঠভবন এবং অবশ্যই আমার বাবা যিনি মায়ের সিদ্ধান্তে অটল বিশ্বাস রেখেছিলেন। মেজো দাদু শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্ত নিজে শিক্ষক নির্বাচন করেছিলেন এবং আমার স্কুল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিলেন যদি এই ভিন্ন ধারার শিক্ষায় কখনও সমস্যা হয় তবে তাঁরা তাঁদের ছায়ায় সানন্দে আমায় ফিরিয়ে নেবেন।

আসলে অসুবিধে সুবিধের উর্ধে বা অনেক নিচে রয়েছে এক অদ্ভুত জগৎ, সমাজ নামে যার পরিচয়। আমি তখন জানতাম না, এখন জানি, সেই সমাজ প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে আমার ওপর ঠিক কি ধরনের তকমা আরোপ করতে পারে তার সময় অসময়ে, যেহেতু আমি স্কুলের গণ্ডি পেরোই নি আমার স্কুলেরই সমর্থনে। মজা হলো শিক্ষাকে এই সমাজ যতদিন গণ্ডিতে ভাগ করবে ততদিন মুক্ত শিক্ষার ঐশ্বর্য্য থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকবে নিজেদেরই অজান্তে। সমুদ্রকে কে আর কবে গণ্ডি দিয়ে বাঁধতে পারলো! শিক্ষা তো তাই... ঢেউ তোলা, ঢেউ ভাঙা গহীন গভীর অতলান্ত সাগর এক। খুব বেশি না হলেও যখনই অশিক্ষিত শব্দের সেকেলে তকমাটি আমার ওপর কেউ কেউ ন্যস্ত করেছেন, আমি বিনা প্রতিবাদে নত মস্তকে সেটি মেনে নিয়েছি। কারণ যাঁরা আমায় শিক্ষা দান করেছিলেন তাঁরা আমায় এই তকমাটির জন্যেও প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন সমাজের এক বিশেষ প্রজাতির কথা মাথায় রেখে।

যেদিন প্রথম নন্দিতা মিসের ওই আলো আঁধারী ঘরে ঢুকে প্রাণ ভরে অদ্ভুত ধূসর গন্ধ নিয়েছিলাম সেই তেরো বছর বয়েসে, সেদিন থেকে না বুঝেও বুঝেছিলাম জ্ঞানের জগতে আলোর পথ যায় এক অনির্বচনীয় ধূসর পথের মধ্যে দিয়ে। তার সারা শরীর জুড়ে গোধূলির রঙ যার কিছুটা দৃষ্টিগোচর হয়, বাকিটা হয় না। তার অন্তর থেকে উঠে আসে প্রাচীন ভূর্যপত্রের গন্ধ যার পবিত্রতা নেশা ধরায়। আমার প্রচন্ড জানার ইচ্ছে ছিল। আমার শিক্ষক শিক্ষিকারা সেই ক্ষুধা ভরিয়ে

দিতেন তাঁদের জ্ঞানের আলোয় , প্রজ্ঞার প্রাচুর্যে। সে আলো প্রদীপের মতো কোমল, পেলব অথচ অদ্ভুত দৃঢ়,লড়াকু, দৃপ্ত উজ্জ্বল। সেই বয়সের স্বল্প ক্ষমতায় আমি নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতাম, বাস করতাম অন্য এক জগতে।

পুরাণ বেদ উপনিষদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অতল থেকে শিল্পের ইতিহাস, দেশী বিদেশী সাহিত্য, রবীন্দ্রসাহিত্যের অনাবিল স্রোতে ভেসে দেখতে দেখতে কেটে গেলো দশটি বছর। নৃত্যচর্চা অন্যান্য শিল্পচর্চা ধীরে ধীরে নতুন অন্বেষণের নেশা বাড়িয়ে নিয়ে চললো। নন্দিতা মিসের কাছে ইংরেজি সাহিত্যময় দিনগুলি জীবন্ত হয়ে আমার সমস্ত মুহূর্তকে তাদের মুঠোয় ভরে নিতো যেমন নিতো অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ বা মেঘদূতের সেই অপূর্ব উচ্চারণের অনুরণন যা নিভেও নিভতো না দিনের শেষে। নন্দিনদির ব্যাখ্যায় জীবন্ত সেই দৃশ্যপট, সেই ভয়ংকর গতিময় ঘোড়া যার মুখ থেকে মুক্তার মতো ফেনা ছিটকে যায়, যার পিঠে রাজা দুষ্মন্ত, উড়ন্ত কেশর, উড়ন্ত চুল, উদ্যত ধনুক আর প্রাণ ভয় উড়ে চলা এক মৃগ শাবক, কিংবা বিরহী যক্ষিনীর বীণায় অশ্রুর ঝংকার! তাদের শোনা যায়, ছুঁয়ে দেখা যায় । শংকর স্যারের কাছে রবীন্দ্র বঙ্কিম শরৎ সাহিত্য আর সেই চরিত্রদের প্রেমে অপূর্ব নিমগ্ন যাপন! একবার নন্দিতা মিসের ইচ্ছে হল ইংরেজি সাহিত্যের জায়গায় তাঁর রবীন্দ্রচেতনা তিনি আমার সাথে ভাগ করবেন। আমার মনে হয়েছিল , এও সম্ভব! তারপর যেদিন কৈশোর শেষের ওই মুগ্ধ হৃদয়খানি তিনি ভরিয়ে দিলেন তাঁর জীবনদেবতার ব্যাখ্যায় সেদিন দুজনেই বুঝিনি নিঃশব্দে ঝরে পড়া চোখের জলের আড়ালে কখন আকাশে ধ্রুবতারা উঠেছে!

হ্যাঁ, এঁরা আমায় গড়েছেন । তাঁদের সুখ দুঃখ , আনন্দ বিষাদ মৃত্যু আর অমৃত দিয়ে এঁরা আমায় সেচন করেছেন ।তাই অশিক্ষিত শব্দটি কানে এলে একবার তাঁদের দিকে ফিরে চেয়ে দেখি নন্দিতা মিস, স্যার অনেক দূরের কোনো মেঘের মিনার থেকে ফিরে তাকিয়ে হাসছেন আর বলছেন... চরৈবেতি । শিক্ষক দিবসে সেই সমস্ত আলোর উৎসদের আমার প্রণাম । যাঁরা নৃত্যে, সাহিত্যে, শিল্পে আমায় বাঁচতে শিখিয়েছেন, আমায় নিজের জগতে থাকতে শিখিয়েছেন, স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে যেতে সাহস দিয়েছেন, অন্ধকার থেকে আলো তুলে নেবার মন্ত্র দিয়েছেন । তাঁদের অকৃপণ দানে নিজেকে ভরিয়ে নেওয়ার নেশায় যে সময় কেটেছে এবং যে জগৎ আমার চারপাশে তার আলো দিয়ে ঘিরে রেখেছিলো, জানতাম না বাইরের জগৎ তারচেয়ে ভয়ানক আলাদা। এ জগৎ সেই শিক্ষাকে পরিহাস করেছে তার অন্ধকার আস্ফালনে স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে। প্রথম প্রথম সে আঘাত অবশ করে দিতো বটে কিন্তু এখন সবটুকু হেলায় উড়িয়ে দিই । সময় নামের অভেদ বর্মের গায়ে ওগুলো এখন ব্যর্থ তির। আমার শিক্ষক বলতেন, লক্ষ্য স্থির করো একমনে। পা কে মাটির ওপর দৃঢ় ভাবে রাখ শিকড়ে জুড়ে থাকা গাছের মতো। মেরুদন্ড সোজা আর দৃষ্টি, অন্তরে বাহিরে স্বচ্ছ রাখ তারপর লক্ষ্য ভেদ কর অন্তঃস্থলের আলোর তিরে দিকে! প্রকৃত শিক্ষা কখনই বিফলে যায় না। প্রকৃত শিক্ষা যারা গ্রহণ করেন তারা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকেন। শিক্ষককেই হতে হবে সেই রকম। প্রকৃত ছাত্র তৈরি করতে হবে। দেশ প্রেমিক ছাত্র তৈরি করতে হবে। ইংরেজরা বড় হয়েছে তার একটি মাত্র কারণ তারা প্রত্যেকেই দেশপ্রেমিক। দেশকে আগে তারা ভালোবাসে। তারপরে অন্য দেশের দিকে তাকায়। দেশের সম্পদকে রক্ষা করে। দেসের সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। নিজেদেরকে এসেবারে অন্যের কাছে বিলিয়ে দেয় না। প্রকৃত শিক্ষা শক্তি দেয়। সেই শিক্ষা শক্তির ওপরে নির্ভর করে একটি দেশ শক্তিশালী হয়ে থাকে। বাংলাও শক্তিশালী রাজ্য এটা বলতে হবে। জ্ঞানের আলো দিক।

'দৃষ্টিকোন'

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন পুরুলিয়া জেলার গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অমিতাভ মিশ্র। বাংলার মধ্যে একমাত্র তিনিই পাচ্ছেন এই পুরস্কার। খবরটা হয়তো অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু রাজ্যে এত স্কুল থাকতে তিনিই কেন পেলেন এই পুরস্কার? কি এমন আছে ওই স্কুলে ? এই প্রশ্নটি আপনার মাথাতেও ঘুরপাক খাচ্ছে। সরকারি প্রাইমারি স্কুল মানে অনেকেরই ধারনা, স্কুলে পড়াশোনা কিছু হয় না, টিচাররা শুধু হাজিরা দিতে আসেন আর ছাত্রছাত্রীরা আসে মিড ডে মিল খেতে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, কিছু ফাঁকিবাজ ও অলস মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষকের কারনে আমাদের গ্রামে গঞ্জের একাধিক স্কুলে শিক্ষার এই হাল। তবে পরিকাঠামোর অভাবও একটি বড় কারন। কিন্তু আজকে আপনি যে বিদ্যালয়ের কথা জানবেন তার চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঘুনেধরা সমাজব্যবস্থার চিন্তাধারার বিপরীতে এক উদ্যমী শিক্ষকের স্বপ্ন।আদিবাসী প্রধান গ্রাম গোবিন্দপুরের স্কুলটিও আগে টালির বাড়ির চলত। পড়ুয়ার নাম অনেক থাকলেও স্কুলে আসত নগণ্য। বছর বারো আগে স্কুলের প্রধানশিক্ষক অমিতাভ মিশ্র সেই ছবিটা বদলানো শুরু করেন। স্কুলের চারদিকে বাগান ও পরিবেশ দেখলে মনে হবে কোনো আশ্রমে চলে এসেছেন। চারপাশে মনীষীদের মূর্তি, বাণী লেখা রয়েছে। বাজারে কেনা সব্জিতে নয়, স্কুলের বাগানে উৎপাদিত আনাজেই চলে মিড-ডে মিল। মেশিন বসিয়ে পরিস্রুত পানীয় জল খায় পড়ুয়ারা। আকাশের গ্রহ-তারা চেনাতে রয়েছে দূরবীক্ষণ। জৈব সারও তৈরি করে পড়ুয়ারা। পড়াশোনার মানও ভাল। এই স্কুলের পড়ুয়ারা বাড়িতে চাপ দিয়ে শৌচাগারও তৈরি করিয়েছে। গতবছর ইউনিসেফ এই স্কুলের উপর একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে গেছে। ইউনিসেফের প্রতিনিধিরা যে দিন গোবিন্দপুরে এসেছিলেন, সে দিন স্কুলে এক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিডিও (মানবাজার ১) নীলাদ্রি সরকার। তিনি বলেন, ‘‘সাধারণত দেখা যায়, পুরস্কার পাওয়ার পরে সেই স্কুল আর ধারাবাহিকতা বজায় রাখে না। গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশু মিত্র, নির্মল বিদ্যালয় ও যামিনী রায় প্রভৃতি রাজ্য সরকারের পুরস্কার পেয়েছে। বাংলার স্কুলগুলো হারিয়ে যায়নি।

নেতাজি কন্যা অনিতা বসু পাফকে সম্মানীত করলেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ আউসবাগ-জার্মান, রাজধানীর ইন্ডিয়া গেটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানালেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা অনিতা বসু পাফ। সম্প্রতি জার্মানির আউসবার্গ শহরে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা অধ্যাপিকা অনিতা বসু পাফকে সম্মানিত করলেন অল ইন্ডিয়া লিগাল এড ফোরামের সভাপতি ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। নেতাজির প্রতি এক বিরল আলোকচিত্র সহ কিছু উপহার অনিতা বসু পাফের হাতে তুলে দিলেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এক ঐতিহাসিক ও অমর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে এটি আমার ক্ষুদ্র একটি প্রচেষ্টা যে, নেতাজির পরিবারকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমি ধন্য এবং সম্মানিত ও গর্বিত। এই অনুষ্ঠানেই ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির মর্মর মূর্তি স্থাপনের জন্য নেতাজির কন্যা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদিকে। অনিতা বসু পাফ। তিনি বলেন গোটা বিশ্বে থাকা ভারতীয়রা নেতাজির প্রতি যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এখনো পর্যন্ত বহন করে চলেছেন, তা সত্যিই গভীরভাবে হৃদয়ে অনুভূতি জন্মায়। আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। অন্যদিকে অনুষ্ঠানে আবেগ ও আপ্লুত কণ্ঠে জয়দীপবাবু বলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যাকে সামনে থেকে দেখা ও তাকে সম্মানিত জানানো ঐতিহাসিক মুহূর্তই আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে, নেতাজি লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে স্বাধীনতার লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তারই কন্যা অনিতা বসু পাফকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমি গর্বিত ধন্য ও আনন্দিত। এই অনুষ্ঠান আবারও একবার প্রমাণ করলো যে, নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা কেবল ভারতেই নয় গোটা বিশ্বে আজ সমানভাবে বিরাজমান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজির অবদান যুগের পর যুগ ধরে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে, আর সেই অসাধারণ মুহূর্তের আজ সাক্ষী থাকলেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।

এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য নতুন স্টপেজ চালু উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর- পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নত করতে এবং ভ্রমণের আরও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করা জন্য কাটিহার ডিভিশনের অধীনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের জন্য নতুন স্টপেজ চালু করেছে।

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে, ট্রেন নং. ১৩১৪১ /১৩১৪২ (শিয়ালদহ - নিউ আলিপুরদুয়ার -শিয়ালদহ) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসকে কানকি স্টেশনে নতুন স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। সাংসদ শ্রী কার্তিক চন্দ্র পাল, রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী স্টপেজের শুভ সূচনা করা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে, আজমনগর রোড স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩১৪৫ / ১৩১৪৬ (কলকাতা - রাধিকাপুর - কলকাতা) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৩০৫৩/ ১৩০৫৪ (হাওড়া - রাধিকাপুর - হাওড়া) কুলিক এক্সপ্রেসের জন্য স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। সাংসদ শ্রী তারিক আনোয়ার, বিধায়ক শ্রীমতী নিশা সিং-এর উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত থাকেন। কানকি এবং আজমনগর রোড এই নতুন স্টপেজগুলি বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে উপকৃত করবে, যার ফলে আঞ্চলিক যোগাযোগ মজবুত হবে এবং স্থানীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।

চাঁচল কলেজে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আগুন, তোপ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চাঁচল কলেজ ইউনিট এর সদস্যরা বিশ্ববরেণ্য কবি তথা বাংলা বাঙালি ও সারা ভারতবর্ষের গর্ব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে! তৃণমূল কংগ্রেস এক রাশ লজ্জা ! ছি ঃ! রবিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লিখেছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের মিথ্যে অভিযোগ তুলে এবং কলকাতায় তৃণমূলের মঞ্চ সঠিক কারণে খোলার প্রতিবাদ জানানোর জন্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চাঁচল কলেজ ইউনিটের সদস্যরা ওদের সভাপতি এ বি সোহেলের নেতৃত্বে গত ২ সেপ্টেম্বর বিজেপির বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি করছিল, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদী জি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয় অমিত শাহ জির ছবি দাহ করার সাথে সাথে বিশ্ববন্দিত নোবেলজয়ী কবি, বাঙালির গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দাহ করে (ছবিতে দ্রষ্টব্য) ! মাননীয়া যখন বাঙালি অস্মিতা'র জিগির তুলে মেকি ভাষা আন্দোলনের নামে বাংলার জনগণকে বোকা বানানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ছবি পোড়াচ্ছে ওনারই দলের ছাত্রছাত্রীরা। এটাই তৃণমূলের আসল চেহারা। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এরা সম্মান জানাবে এটা তো আশা-ই করা যায় না। এই ঘৃণ্য কাজের কোনো নিন্দাই যথেষ্ট নয়।

টাকা না দেওয়ায় ট্রাক ড্রাইভারকে মারধরের অভিযোগ শাসন থানার ড্রাইভারের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, শাসন, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ পুলিশের গাড়ির চালক ট্রাক থামিয়ে টাকা চাওয়ায় টাকা না দেওয়া ট্রাক ড্রাইভারের মারধরের অভিযোগ শাসন থানার পুলিশ গাড়ির ড্রাইভারের বিরুদ্ধে। তারই প্রতিবাদে রাজারহাট খড়িবাড়ি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গাড়ি চালকরা। পুলিশ অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন মদ্যপ অবস্থায় গাড়ির চালক রাস্তায় মাতলামো করছিল সেই জন্যই তাকে ধরা হয় কোন গাড়ি থামিয়ে টাকা নেওয়ার হয়নি। অভিযোগ ট্রাক চালক বেচা মন্ডল, বড় ট্রাক নিয়ে আসছিলেন। সেই সময় পুলিশ গাড়ির ড্রাইভার বিজয় বলে একজন ওই ড্রাইভারকে টাকা চায় টাকা দিতে অস্বীকার করায় মারধর করে বলে অভিযোগ। সে টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ। টাকা দিতে না পারায় ওই ড্রাইভারকে ১৪০০ টাকার কেস দেওয়া হয়। পরে ওই ট্রাক ড্রাইভার অন্য ড্রাইভারদের জানালে খড়িবাড়ি বাজারে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। পরে শাসন থানার পুলিশ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বসে মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় ড্রাইভাররা। এদিন এসএসসি পরীক্ষা থাকায় বেশ আধা ঘণ্টার অবরোধে যানজট সৃষ্টি হয়। পুলিশের গাড়ির চালক ট্রাক থামিয়ে টাকা চাওয়ায় টাকা না দেওয়া ট্রাক ড্রাইভারের মারধরের অভিযোগ শাসন থানার পুলিশ গাড়ির ড্রাইভারের বিরুদ্ধে। তারই প্রতিবাদে রাজারহাট খড়িবাড়ি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গাড়ি চালকরা। পুলিশ অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন মদ্যপ অবস্থায় গাড়ির চালক রাস্তায় মাতলামো করছিল সেই জন্যই তাকে ধরা হয় কোন গাড়ি থামিয়ে টাকা নেওয়ার হয়নি। অভিযোগ ট্রাক চালক বড় ট্রাক নিয়ে আসছিলেন। সেই সময় পুলিশ গাড়ির ড্রাইভার বিজয় বলে একজন ওই ড্রাইভারকে টাকা চায় টাকা দিতে অস্বীকার করায় মারধর করে বলে অভিযোগ। টাকা দিতে না পারায় ওই ড্রাইভারকে ১৪০০ টাকার কেস দেওয়া হয়। পরে ওই ট্রাক ড্রাইভার অন্য ড্রাইভারদের জানালে খড়িবাড়ি বাজারে পথ অবরোধ করেন তাঁরা।

ঈশিতাকে খুনের পর ছেলেকে পালাতে সাহায্য! কৃষ্ণনগর পুলিশের জালে দেশরাজের বাবা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ কৃষ্ণনগর-কাণ্ডে ছেলের পর পুলিশের জালে রঘুবেন্দ্র প্রতাপ সিং। এদিন রবিবার রাজস্থান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে কোতয়ালি থানার পুলিশ। ঈশিতা মল্লিককে খুনের পরেই অভিযুক্ত দেশরাজকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন বাবা রঘুবেন্দ্র প্রতাপ সিং। এমনটাই অনুমান পুলিশের। কিন্তু তাঁর গ্রেপ্তারি নিয়ে চলছিল বিতর্ক। ধৃত রঘুবেন্দ্র বিএসএফে কর্মরত। ফলে জেলা পুলিশের হাতে বিএসএফ রঘুবেন্দ্রকে তুলে দিচ্ছিল না বলে অভিযোগ সামনে আসছিল। অবশেষে দীর্ঘ টালবাহানা শেষে এদিন সকালে রঘুবেন্দ্র সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সঞ্জয় মিত কুমার জানিয়েছেন, এদিন জয়সলমীরের আদালতে তোলা হয় রঘুবেন্দ্র প্রতাপ সিংকে। এরপরেই আদালতের নির্দেশে কোতয়ালি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জানা যাচ্ছে, সম্ভবত রবিবার রাতেই রঘুবেন্দ্রকে কৃষ্ণনগর নিয়ে আসতে পারে জেলা পুলিশ। ছেলেকে পালাতে কীভাবে সাহায্য করেছিলেন, সেই বিষয়ে

জানতে দফায় দফায় তাঁকে জেরা করা হবে বলেই জানা যাচ্ছে। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘরে ঢুকে ঈশিতা মল্লিককে খুনের পরেই রহস্যজনকভাবে বেপাত্তা হয়ে যান দেশরাজ। তাঁকে খুঁজে পেতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। শেষমেশ উত্তরপ্রদেশের একটি গোপন ডেরা থেকে দেশরাজকে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ। যদিও তার আগে দেশরাজের মামাকে কুলদীপ সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুজরাটের জামনগর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। ঘটনার পর অভিযুক্ত দেশরাজকে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, পালানোর পথও কুলদীপ ছকে দিয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জানা যায়, কুলদীপকে জেরা করেই দেশরাজের খোঁজ পান তদন্তকারীরা। আর সেই সূত্র ধরেই উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। পুলিশের দাবি, ঘটনার তদন্ত চলাকালীন পেশায় বিএসএফ জওয়ান রঘুবেন্দ্রের নাম উঠে আসে তদন্তকারীদের কাছে। জানা যায়, ঘটনার পরেই দেশরাজ একটি হোটেলে গা ঢাকা দিয়েছিল। সেই হোটেলের বিল মেটানো থেকে শুরু করে নতুন মোবাইল পর্যন্ত ছেলেকে ধৃত রঘুবেন্দ্র কিনে দিয়েছিলেন। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বেশ কিছু নথি তদন্তকারীদের হাতে ইতিমধ্যে এসেছে বলেই খবর। এরপর থেকেই পুলিশের স্ক্যানারে ছিলেন রঘুবেন্দ্র। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে রাজস্থান উড়ে যান তদন্তকারীরা। যদিও বিএসএফ তাতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। যদিও সেই জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে পুলিশের জালে রঘুবেন্দ্র। তদন্তকারীদের দাবি, রঘুবেন্দ্রকে জেরা করে তদন্তের আরও গভীরে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মেট্রোতে প্রায় ৫০ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করতে পারেন

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা এবং এর আশেপাশের এলাকায় মেট্রো রেল সবচেয়ে পছন্দের এবং সস্তা পরিবহন মাধ্যম। দ্রুত এবং সহজে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জন্য মেট্রোতে ভ্রমণ করা এবং তাদের গন্তব্যে পৌঁছানো পছন্দ। প্রতি বছর পূজার আগে, পূজার ক্রেতারা তাদের প্রিয় কেনাকাটার গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য মেট্রোতে ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এই পছন্দ প্রতিফলিত হচ্ছে যাত্রী সংখ্যা। আশা করা হচ্ছে যে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রায় ৪৯ থেকে ৫০ লক্ষ যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করবেন। এর মধ্যে, ০১.০৯.২৫ তারিখে ৮.০৭ লক্ষেরও বেশি যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন। ০৪.০৯.২৫ তারিখে মেট্রো রেল ৭.৮৬ লক্ষেরও বেশি যাত্রী পরিবহন করেছে। গতকাল, অর্থাৎ ০৬.০৯.২৫ তারিখে, ৭.১৩ লক্ষেরও বেশি সপ্তাহান্তের যাত্রী, বিশেষ করে পূজার ক্রেতারা মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন। সেপ্টেম্বরের প্রথম ছয় দিনে এখন পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ৭.৪৯ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। গ্রিন লাইনেও ১ সেপ্টেম্বর এবং ৪ সেপ্টেম্বর ২ লক্ষেরও বেশি যাত্রী পরিবহন করা হয়েছিল। এর আগে, ২৫ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্টের মধ্যে শেষ সপ্তাহে, মেট্রো রেলওয়ের সমস্ত করিডোরে মোট ৪৯.১৮ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। এই পরিসংখ্যান মেট্রোর জনপ্রিয়তা এবং নির্ভরযোগ্যতাকে আরও নিশ্চিত করে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, ব্যাপক প্রচারণার কারণে, মোবাইল কিউআর কোড টিকিট বুকিংয়ের সংখ্যা ১.৮২ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনে যথাক্রমে ৯৪০০০ এরও বেশি এবং ৮৫০০০ এরও বেশি মোবাইল কিউআর টিকিট বিক্রি হয়েছে। ০৬.০৯.২৫ তারিখে অর্থাৎ গতকাল সর্বোচ্চ সংখ্যক মোবাইল কিউআর টিকিট (অর্থাৎ ৩৪,৫৫৯) বিক্রি হয়েছে। আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এখন টিকিটিং সিস্টেমের

ডিজিটাল মোড বেছে নিচ্ছেন। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের মধ্যে মেট্রো স্মার্ট কার্ড এবং আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য গতকাল থেকে সাত দিনব্যাপী একটি বিশেষ প্রচারণা শুরু করেছে। এই প্রচারণা চলাকালীন, বিশেষ কাউন্টার খোলা হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ে এবং পূর্ব রেলওয়ের কর্মীরা এই প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন। গতকালই এই প্রচারণার মাধ্যমে প্রায় ২০০০ স্মার্ট কার্ড বিক্রি হয়েছে। বুকিং কাউন্টারে লাইন এড়াতে, সময় বাঁচাতে এবং ৫ বোনাস পেতে মেট্রো যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করতে বা আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কিনতে অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা দেশের মেট্রো পরিবহনের সবচেয়ে সস্তা মাধ্যম। যদিও আরও কিছু মেট্রো ভাড়া সংশোধন করেছে, কিন্তু ২০১৯ সাল থেকে কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের সুবিধার্থে তাদের ভাড়া সংশোধন করেনি।

সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে 'সানডেস অন সাইকেল' আয়োজন

গোরখপুর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ ফিট ইন্ডিয়া অভিযানকে উৎসাহিত করার জন্য, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে

গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (নেরসা) এর তত্ত্বাবধানে ''ফিটনেস কি ডোজ, আধা ঘন্টা রোজ'' বার্তা সহ 'সানডেস অন সাইকেল' আয়োজন করে একটি সাইক্লোথনের আয়োজন করা হয়েছিল। সিনিয়র সাঁতার কোচ শ্রী ভূপেন্দ্র উপাধ্যায়ের কাছ থেকে সবুজ পতাকা গ্রহণ করে সাইক্লোথনের উদ্বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক / নেরসা শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং। এই সাইক্লোথনে প্রায় ০৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা হয়েছিল, যা রেলওয়ে স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে মোহাদ্দিপুর, পাদলেগঞ্জ, রামগড়তল তীর (সার্কুলার রোড), আর.কে.বি.কে., জেনারেল ম্যানেজারের অফিস হয়ে আবার রেলওয়ে স্টেডিয়ামে পৌঁছে শেষ হয়েছিল। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার / লোকো শেড শ্রী অজিতেন্দ্র ত্রিপাঠী, সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং সহ জাতীয় / আন্তর্জাতিক স্তরের কোচ, খেলোয়াড়, স্থানীয় খেলোয়াড়, রেল কর্মকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক ক্রীড়াবিদ এবং কর্মচারী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ফিটনেস সম্পর্কে একটি ভালো বার্তা প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে, সাধারণ সম্পাদক নার্সা শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং বলেন, ফিটনেস প্রচারের লক্ষ্যে, প্রতিদিন আধা ঘন্টা ফিটনেসের মাত্রা বার্তা দেওয়ার জন্য 'রবিবার অন সাইকেল' আয়োজন করা হয়েছে। শ্রী সিং বলেন, আজকের সময়ে ফিটনেস সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, যা নিয়মিত সাইকেল চালানোর মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। নিয়মিত সাইকেল চালিয়ে আমরা আমাদের ফিটনেস বজায় রাখতে পারি। আমাদের ছোট ছোট কাজগুলি কেবল সাইকেলের মাধ্যমে করা উচিত। তিনি বলেন, সাইকেল একটি পরিবেশ বান্ধব মাধ্যম, এটি পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভালো রাখে। আমাদের জীবনে খেলাধুলা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিটনেসের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি খেলোয়াড়দের বলেন যে, উত্তর-পূর্ব রেলের খেলোয়াড়রা খেলাধুলার ক্ষেত্রে খুব ভালো করছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ৪ দশক পর ব্যাডমিন্টনে পদক জিতেছে। এই স্টেডিয়ামটি খেলোয়াড়দের জন্য খুবই ভালো, তাদের এখানে আরও বেশি সময় ব্যয় করা উচিত এবং খেলাধুলায় আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদের প্রতিভা বিকাশ করা উচিত এবং তাদের শক্তি চিহ্নিত করা উচিত এবং জাতীয় / আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও ভালো পারফর্ম করে দেশকে গর্বিত করা উচিত। তিনি কোচদের পরামর্শ দেন যে তাদের সর্বদা খেলোয়াড়দের সাথে সমন্বয় করে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা উচিত। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার / লোকো শেড শ্রী অজিতেন্দ্র ত্রিপাঠী বলেন যে আজকের সময়ে ফিটনেসই সবকিছু। ফিটনেসের জন্য আপনার প্রতিদিন ঘাম ঝরানো উচিত, তবেই আপনি নিজেকে ফিট রাখতে সক্ষম হবেন। তিনি খেলোয়াড়দের তাদের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করতে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো পারফর্ম করতে বলেছিলেন। সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন যে সর্বাধিক সংখ্যক খেলোয়াড় এই সাইক্লোথনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং শহরের মানুষকে ফিটনেস সম্পর্কে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

পুরানো শত্রুতা, নৃসংশভাবে খুন বালি ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ পুরনো শত্রুতার জেরে নৃশংসভাবে খুন হলেন মুর্শিদাবাদের এক বালি ব্যবসায়ী। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জরুর গ্রামে। মৃত ওই বালি ব্যবসায়ীর নাম কায়েম শেখ (৩০)। তার বাড়িও ওই গ্রামে। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রবিবার সকালে একটি পুকুরের মধ্যে কায়েমের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে তাদের অনুমান মৃত ওই বালি ব্যবসায়ীকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল। তারপর মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তাকে একাধিকবার ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। মৃত ওই যুবকের মাথা, হাত, পা এবং শরীরের অন্য কয়েকটি জায়গায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর একাধিক চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, জরুর গ্রামের বাসিন্দা কায়েম শেখ বছর কয়েক আগে পর্যন্ত রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। সম্প্রতি সে বালির ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং এলাকায় 'নামি' বালি ব্যবসায়ী হিসেবে ধীরে ধীরে তার পরিচিতিও গড়ে উঠেছিল। নুরুল শেখ নামে মৃত ওই যুবকের এক ভাই বলেন , শনিবার রাতে আমার দাদা বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে জরুর গ্রামেই ধর্মীয় একটি গানের অনুষ্ঠানে গান শুনতে গিয়েছিল। সূত্রের খবর, ধর্মীয় কিছু গান শোনার পর কায়েম ওই আসর থেকে বেরিয়ে চলে আসেন এবং বন্ধুদের সঙ্গেই অনুষ্ঠানস্থলের অদূরে একটি চায়ের দোকানে বসে কিছুক্ষণ আড্ডা দেন। এরপর কায়েম নিজের মোটরসাইকেলটি ওই চায়ের দোকানে রেখে অন্য এক ব্যক্তির মোটরসাইকেল করে কোথাও চলে যান। তারপর থেকে কায়েমের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলো না। মৃতের পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে, শনিবারের গভীর রাত পর্যন্ত কায়েম বাড়িতে ফিরে না আসায় তারা বিভিন্ন জায়গায় তার খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। নুরুল বলেন, 'রবিবার সকাল নাগাদ আমরা জানতে পারি নিজের ব্যবসার জায়গা থেকে কিছুটা দূরে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি পুকুরের মধ্যে কায়েমের দেহ পড়ে রয়েছে।' রঘুনাথগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি মৃত ওই যুবকের সঙ্গে কয়েকজন ব্যক্তির কিছু ব্যবসায়িক শত্রুতা তৈরী হয়েছিল। এর পাশাপাশি স্ত্রীর সঙ্গেও মৃত ওই যুবকের সম্পর্ক ভালো ছিল না। ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, মৃত্যু যুবকের সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্ক বিবাহ বিচ্ছেদের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেই কারণে দু'টি পরিবারের মধ্যেও সম্পর্ক ভালো ছিল না। কী কারণে ওই যুবককে খুন করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিল্লিতে খুন হলেন মুর্শিদাবাদের যুবক হাবিবুর রহমান

দুরন্ত বার্তা, বড়ঞা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ টাকা-পয়সা নিয়ে বিবাদ? দিল্লিতে রহস্যজনক খুন হাবিব সেখের। দিল্লিতে খুন করা হলো মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার পুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা হাবিব সেখকে। মৃত যুবকের পিতার নাম সানিফ সেখ। প্রাথমিক সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ বছর ধরে হাবিববুর দিল্লিতে থাকতেন এবং সেখানে তাঁর নিজস্ব ব্যবসা ছিল। তবে টাকা-পয়সা নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে কিছু সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল বলে অনুমান। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লি শান্তনগর এলাকায় বন্ধুদের সাথে বেরিয়ে যাই। তারপর থেকেই আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তার পরে পুলিশ উদ্ধার করে দেহটি হাবিবের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। খুনের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। দিল্লি পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত হাবিবের বাবা, সানিফ রহমান জানিয়েছেন, আমার ছেলে ৫ বছর ধরে দিল্লিতে রয়েছে। প্রথমে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে শান্তিনগর এলাকায় একটা মেডিক্যাল সরঞ্জাম তৈরির কারখানায় কাজ করত। তিন বছর ওখানেই কাজ করেছে। থাকত কারখানায় পাশে। পরে দু'বছর ধরে নিজেই একটা মেডিক্যাল সরঞ্জাম তৈরির কারখানায় খোলে স্থানীয় সহকর্মীদের সহযোগিতায়। ব্যবসা ভালোই চলছিল। কারখানার কাছে একটা ঘরে হাবিব-সহ আরও চারজন কারখানার কর্মী থাকত। বাবা আরও জানিয়েছেন যে চারজন কর্মী হাবিবের সঙ্গে থাকতেন, তারা ৬ মাস আগে একলক্ষ টাকা ধার নেন। আগস্টে মাসে ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। ধারের সেই টাকা ফেরত না দেওয়ায় হাবিব তাঁদের বারবার তাদের তাগাদা দিচ্ছিলেন।

বর্ধমান শহরে নারী নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩ তৃণমূল কর্মী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ধমান শহরের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের পাশের একটি ঘরে দিনের পর দিন এক মহিলাকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে তিন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করল বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আলি দফাদার (৪৩), আজিজুল ওরফে রকি দফাদার (৩৪) ও মাহিরুদ্দিন ওরফে সোনা দফাদার (৪৩)। তিনজনই রসিকপুর এলাকার বাসিন্দা। বর্ধমান থানার পুলিশ ধৃতদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের দাবী নিয়ে রবিবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগকারিণীর দাবি, অভিযুক্তরা বারবার শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি ধর্ষণেরও চেষ্টা করেছে। আর সহ্য করতে না পেরে তিনি সামাজিক মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও প্রশাসনের কাছে সাহায্য চান। তাঁর একটি পোস্টে লেখা ছিল- আমি আজকে সবারই কাছে খারাপ। জানি না আর কতদিন লড়াই করব ঠাকুর। আমাকে শক্তি দাও। এই পোস্টটি ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে রবিবার বর্ধমান আদালতে তোলে এবং ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায়। পাশাপাশি নির্যাতিতাকে গোপন জবানবন্দির জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ধৃতরা সকলে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী এবং প্রায়ই নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা যেত তাদের। ঘটনার জেরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিজেপি জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিংহ রায় কড়া আক্রমণ শানিয়ে বলেন, বর্ধমান শহরের রসিকপুর মোড়ে তৃণমূলের অফিসের দোতলায় ঘরে এক মহিলার উপর নির্যাতন হয়েছে। বাংলার মেয়েদের রক্ষায় নামে স্লোগান দেওয়া হলেও বাস্তবে তাদের উপরেই অত্যাচার চলছে। পার্টি অফিসে নারী নির্যাতন-এটাই আজকের বাংলার চিত্র। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি আদালতের বিচারধীন তাই এ নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক নয়। তবে প্রকৃত দোষীরা আইনানুগ শাস্তি পাবেন বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেন।

যুবকের রহস্য মৃত্যু, প্রেমিকার দিদির বাড়িতে ভাঙচুরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল ভ্যাম্বে কলোনির বাসিন্দা ভৈরব ক্ষেত্রপালের (২৩) ঝুলন্ত দেহ। অভিযোগ, প্রেমিকার ফোন পেয়েই শেষবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। তারপর থেকেই আর খোঁজ মেলেনি। রবিবার সকালে মৃতদেহ মিলতেই উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার অমরাবতী এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে পাড়ার কয়েকজন প্রাতঃক্রিয়ায় বেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা প্রেমিকার দিদির বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশবাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স মোতায়েন করা হয়। প্রেমিকার পরিবারের সদস্যদের উত্তেজিত জনতার হাত থেকে রক্ষা করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ভৈরবের দিদি রিমা বার্নওয়াল অভিযোগ করেছেন, কিশোরীর সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল। তিন দিন আগে সে ফোন করে ডাকে। তারপর থেকেই ভাই নিখোঁজ ছিল। থানায় ডায়েরিও করেছি। আমাদের সন্দেহ, ভাইকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ওই কিশোরীর অন্য এক ছেলের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল, যার জেরেই দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী রাম কুমার গুপ্তা, পিতা ঁপ্রবিত্র গুপ্তা, ২) শ্রী রঞ্জিত প্রসাদ গুপ্তা, পিতা- ঁরাম নারায়ন গুপ্তা, মহাশয় গত ইং 22-08-2022 তারিখে হাওড়া এ্যাডি: ভিঃ সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্টাকৃত বুক নং-১. ভল্যুস নং-০৫০২২০২২ পাতা নং-৩২৯৮৮৭ হইতে ৩২৯৯০৭, বিয়িং নং-০৫০২০৯৫৪০ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা শ্রীমতী ভারতী মালিক, স্বামী: বসন মালিক ওরফে বসন্ত মালিক, ২) হেমন্ত মালিক, ৩) সঞ্জয় মালিক, উভয়ের পিতা বসন মালিক ওরফে বসন্ত মালিক মহাশয় নিকট হইতে আমমোক্তার গ্রহণ করেন মৌজা- চকপাড়া, জে এল নং-১১১ সাবেক দাগ নং-১২৯০, হাল দাগ নং-১৩১৮, হাল খতিয়ান নং-২৫৮৪, মোট ০.৯১৫২ একর শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালি জগাছা বি. এল. এ্যান্ড এল. আর ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

পঃবঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রীমতি চুনি দেবী ঝাঁ, স্বামী শ্রী ব্রান্তা নন্দ ঝাঁ। ঠিকানা পশ্চিম শান্তিনগর, প্রান্তিক-২, পোস্ট-আনন্দনগর, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১২২৭। গত ইংরাজি ২৭/ ০৯/ ২০১২ তারিখে ৭৩২৪ নং দলিলমূলে **Additional District Sub-Register/Howrah** (রেজিস্ট্রি অফিস) শ্রী তরুন কান্তি চৌধরি, পিতা শ্রী গৌরাঙ্গ বিজয় চৌধরি, ঠিকানা পশ্চিম শান্তিনগর, প্রান্তিক-২, পোস্ট-আনন্দনগর, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১২২৭ কর্তৃক সম্পাদিত গত ইংরাজি ৩১/ ১২/ ২০০৭ তারিখে ৭২৪ নং আমমোক্তারনামা **Additional District Sub-Register/ Howrah** (রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত হাওড়া জেলার বালী জগাছা ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছেন এবং **MN/2025/0503/9110** নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল. এন্ড বি.এল.আর.ও. অমিশেলামিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্যসহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরিউক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল ঃ ব্লক ঃ উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ, মৌজা ঃ বালি, জে.এল. নং. ঃ ১৪, রায়তের নাম ঃ গৌর মন্ডল, খতিয়ান নং. ঃ এল.আর. ৬৬৫৫, দাগ নং.ঃ এল.আর. ১৯৮৫৯, পরিমান নং. ঃ ০.০৩৩০ একর।

জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেড
(পূর্বে সিনেরাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামে পরিচিত)
নিবন্ধিত অফিসঃ ৮০ বুরতোলা স্ট্রিট, বড়বাজার,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
টেলিফোনঃ ৭৭১৯৯১৩৩৫১ যোগাযোগ ব্যক্তিঃ শ্রী ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা,
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
ইমেলঃ info@gttdata.ai, ওয়েবসাইটঃ www.gttdata.ai
CIN: L62099WB1986PLC218825

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয় (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিএল) কর্তৃক জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে পরিচালিত হয়। এজিএম আহ্বানের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা হবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে শেয়ার রয়েছে এবং যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত, অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (গণ)। বিজ্ঞপ্তি সহ উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gttdata.ai থেকে অ্যাক্সেস / ডাউনলোড করা যাবে। এটি বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com থেকেও অ্যাক্সেস / ডাউনলোড করা যাবে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এও পাওয়া যাবে, কারণ এটি কোম্পানি কর্তৃক ভিসি এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি এবং ভিসি /ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএম এ অংশগ্রহণের পদ্ধতিঃ আইন এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার বিধান অনুসারে, কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে, অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম এর সময় ই-ভোটিং (একত্রে ই-ভোটিং নামে পরিচিত) ব্যবহার করে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সিডিএসএল ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করে। এজিএম এর নোটিশে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ই-ভোটিং এর প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে ভৌত আকারে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডারদের অথবা যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ই-ভোটিং এর প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভিসি / ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএম এ অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিও এজিএম এর নোটিশে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং এর সময়কাল শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে। (IST)। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

যে ব্যক্তি, যার নাম রেজিস্ট্রার অফ মেম্বারস অথবা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, কেবলমাত্র তিনিই ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করতে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখে শেয়ারহোল্ডার না থাকা ব্যক্তিদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত। যে ব্যক্তি ২৯ আগস্ট, ২০২৫ এর পরে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে।

এজিএমে অংশগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডাররা যারা ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন তাদের ভোট দিতে পারবেন। যে শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএমে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। কেবলমাত্র সেইসব শেয়ারহোল্ডাররা, যারা ভিসি / ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন উপলব্ধ ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, শেয়ারহোল্ডার পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০ ০১৩-এর কাছে পাঠানো যেতে পারে অথবা হেল্পডেস্কে একটি ইমেল পাঠাতে পারেন। evoting@cdslindia.com অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন। ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩.

ই-মেইল ঠিকানা, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ ইত্যাদি নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি

১. SEBI সকল শেয়ারহোল্ডারদেরকে বাধ্যতামূলক করেছে যে তারা PAN (আধার লিঙ্কযুক্ত), মনোনয়নের বিবরণ, যোগাযোগের বিবরণ (PIN সহ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা), ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ (ব্যাংকের নাম, শাখার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং IFS কোড) এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA), Niche Technologies Private Limited-এর সাথে নমুনা স্বাক্ষরের মতো KYC বিবরণ নিবন্ধন / আপডেট করুন। উপরোক্ত বিবরণ প্রদানের জন্য SEBI কর্তৃক নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.cineradcommunications.com / এবং RTA-এর ওয়েবসাইট https://nichetechpl.com/ -এ পাওয়া যাবে। উপরে উল্লিখিত ফর্ম জমা দেওয়ার বিষয়ে যেকোনো স্পষ্টীকরণপ্রশ্নের জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা RTA-এর সাথে ৯১ ৩৩ ২২৮০ ৬৬১৬১৭১৮ নম্বরে অথবা nichetechpl@nichetechpl.com ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

২. ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডারদের KYC বিবরণ যেমন PAN (আধার লিঙ্ক), মনোনয়নের বিবরণ, যোগাযোগের বিবরণ (পিন সহ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ (ব্যাঙ্কের নাম, শাখার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং IFS কোড) এবং সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নমুনা স্বাক্ষর নিবন্ধন /আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ অনুসারে,
জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেড
ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা
স্বাক্ষর/
কোম্পানি সচিব এবং সম্মতি কর্মকর্তা

তারিখঃ ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
স্থানঃ পুনে

ফ্যাসন ও রূপ চর্চা

পুজোর ভিড়ে হিল পরে বেরনো নিয়ে চিন্তা? রইল সহজ সমাধান

৭ সেপ্টেম্বর ঃ হিল জুতো পরার শখ কার না থাকে? পুজোয় মানানসই পোশাকের সঙ্গে একটা হিল জুতো হলে জাস্ট জমে যায়। কিন্তু পুজোর ভিড় থেকে নানা বিষয় মাথায় রেখে পছন্দের হিল জুতোকে না বলতে হয়। দীর্ঘক্ষণ প্যান্ডেলের লাইনে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা থেকে হাঁটার সময় পায়ের সমস্যা, এমনকি ভিড় ঠেলে যেতে গিয়ে পা মচকে যাওয়া এহেন সমস্যার কথা মাথায় রেখেই এড়িয়ে যান হিল জুতো? তাহলে রইল বেশ কিছু টিপস। যা মেনে চললে পুজোয় পছন্দের হিল জুতো পড়ে হাঁটার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না। অভিজ্ঞরা বলছেন, বাজারে বিভিন্ন রকমের হিল জুতো পাওয়া যায়। সবসময় এই ধরনের জুতো কেনার সময় দেহের ওজন ও পায়ের আকার বুঝে হিল জুতো কিনবেন। মাথায় রাখবেন এই রকমের জুতো যদি পায়ে আঁটসাঁট না হয়ে ঢিলে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পা মচকে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে প্রবল। তাই জুতো কেনার সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখবেন অবশ্যই। মাথায় রাখবেন হিল জুতো পরলে পায়ের পাতা থেকে কাফ মাসল ও

গোড়ালির উপর ভীষণভাবে চাপ পড়ে। শুধু তাই নয়, ব্যথা হওয়ার সম্ভবনাও থাকে এক্ষেত্রে প্রবল। তাই অভিজ্ঞরা বলছেন পুজোয় হিল জুতো পড়ে ঠাকুর দেখতে বেরনোর আগে ৫-৭ মিনিট গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখতে এবং পা স্ট্রেচ করতে। এতে পায়ে ব্যথা হওয়ার মতো সমস্যা অনেকটাই কেটে যাবে। তবে হ্যাঁ, মাথায় রাখবেন যদি সারারাত পায়ে হেঁটে ঘুরে ঠাকুর দেখার প্ল্যান থাকে তাহলে কিন্তু হিল জুতো না পরাই ভালো। কারণ সেক্ষেত্রে পায়ের নানা সমস্যা বাড়তে পারে। অল্প সময়ের জন্য কোথাও বেরোলে বা সারা দিন বা সারা রাত ঠাকুর দেখার প্ল্যান না থাকলে এই ধরনের জুতো পড়তে পারেন। নচেৎ পায়ের ব্যথায় পুজোয় ঠাকুর দেখার প্ল্যান হবে মাটি। যদি একান্তই পায়ে কোমরের সমস্যা থাকে এবং চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞা থাকে তাহলে এই জুতো এড়িয়ে চলবেন। কখনই পুজোর মধ্যে শুধুমাত্র হিল জুতো পরতে ভালো লাগে বলে নানা সমস্যার সূত্রপাত ঘটিয়ে পুজোর আনন্দ মাটি করবেন না। প্রয়োজন হলে পায়ের ব্যথা এড়াতে জুতোর মধ্যে, পায়ের তলায় জেল কুশনিং প্যাডও রাখতে পারেন।

পুজোর আগেই রেহাই চাই চুল পড়ার সমস্যা থেকে? চটজলদি

পুজোর আগে চুল প।ার সমস্যায় জেরবার অবস্থা থেকে রেহাই পেতে ঘরোয়া টোটকা থেকে বিভিন্ন বাজারচলতি প্রসাধনীর উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। তবে যে কোনও প্রসাধনী ব্যবহার করে চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখার আগে পুজোর আগে চুল পড়া আটকাতে ও চুলের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে ব্যবহার করুন এই তেলগুলি।

অ্যালোভেরা রূপচর্চায় এক এবং অদ্বিতীয়। চুলের যত্নে অ্যালোভেরার জু।ি মেলা ভার। অ্যালোভেরা গাছের পাতা কেটে তা থেকে জেল বের করে নিন। এরপর তা নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে হালকা আঁচে গরম করে নিয়ে। ঠান্ডা হয়ে এলে ভালো ভাবে চুলে ও স্ক্যাল্পে ম্যাসাজ করে নিন। এতে উপকার পাবেন এবং চুল পড়ার সমস্যা কমবে।

এছাড়াও, চাইলে বেশ খানিকটা নারকেল তেল, জল, ২ টেবিল চামচ মধু, ১ চা চামচ ল্যাভেন্ডার তেল ও ১-২ চা চামচ অ্যাভোকাডো তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। ভালো করে ফুটে গিয়ে মিশ্রণটা ঘন হয়ে গেলে ঠান্ডা করে নিয়ে চুলে হালকা হাতে ম্যাসাজ করে নিন। সপ্তাহে বেশ মকয়েকদিন এভাবে চুলের যত্ন নিতে পারেন। চুলের যত্নে জবা ফুলের জুড়ি মেলা ভার। এতে থাকা বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান চুলকে গোড়া থেকে মজবুত রাখে। আর এই জবা ফুল দিয়েই বা।াতে বানিয়ে নিতে পারেন জোজোবা অয়েল। যা চুলের স্বাস্থ্য বিশেষভাবে রক্ষা করে। বেশ খান্নিকটা নারকেল তেল, আধ কাপ আমন্ড তেল, কয়েকটি জবা পাতা ও ফুল একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ৩-৫ মিনিট গরম করে নিয়ে ঠাণ্ডা করে নিন। এরপর ছেঁকে একটি পাত্রে রেখে দিয়ে শাম্পু করার আগে বা নিয়ে হালকা হাতে ম্যাসাজ করে নিন। পড়ে শ্যাম্পু করে ফেলুন। চুলে অন্য এক উজ্জ্বলতা দেখতে পাবেন। পুজোর আগে রূপচর্চায় একটু বেশিই

সপ্তাহে যে কোনও দিন ব্যবহার করতে পারেন। মেথি তেল দিয়েও সহজ পদ্ধতিতে আপনি চুলের যত্ন নিতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনাকে বাড়তি কোনও ঝক্কি পোহাতে হবে না। পুজোর আগে চুলও হবে সুস্থ ও সতেজ। হেঁশেলে থাকা মেথি দানা ১-২ চামচ, নারকেল তেল আধ কাপ, একটা জবা ফুলের পাপড়ি, কালোজিরে, কারিপাতা একসঙ্গে ফুটিয়ে নিন। ভালো করে ফুটে গেলে তা ছেঁকে নিয়ে ঠান্ডা করে একটি পাত্রে ভোরে রেখে দিন। আপনি চাইলে সমস্ত উপকরণ-সহ এই তেল ঠান্ডা করে একটি পাত্রে ভোরে রেখে দিতে পারেন। আপনি যদি হট অয়েল ম্যাসাজন করতে চান আপনার স্ক্যাল্পে তাহলে রাতে অথবা শ্যাম্পু করার ঘন্টা দুই আগে প্রয়োজনমতো এই তেল গরম করে নজর দিতে হয়। তা ত্বক হোক বা চুল। পুজোর সন্ধ্যায় এক একরকমের পোশাকের সঙ্গে মানানসই হেয়ারস্টাইল যেমন মাস্ট তেমনই কিন্তু পুজোর আগে চুলের বাড়তি যত্ন নেওয়াও মাস্ট। আর তাই এক্ষেত্রে ত্বকের পাশাপাশি চুলের যত্নেও আপনি ব্যবহার করতে পারেন গোলাপ জল। কীভাবে ব্যবহার করবেন এবং কী উপকার পাবেন জেনে নিন। গোলাপ জল চুলকে হাইড্রেটেড রাখে। চুলে আদ্রতা ধরে রাখতেও সাহায্য করে তাই চুলকে হাইড্রেটেড রাখতে গোলাপ জল ব্যবহার করতে পারেন। চুলের শুষ্কতা মেটাতে, স্ক্যাল্পের খুশকি-সহ নানা সমস্যা মেটাতে গোলাপ জলের জুড়ি মেলা ভার। ফেস মিস্টের মতোই চুলেও গোলাপ জল একইভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

অফিস যাওয়া হোক কিংবা কোনও অনুষ্ঠান, কুর্তির কোনও বিকল্প নেই

নিত্যদিনের অফিস যাওয়া হোক কিংবা কোনও অনুষ্ঠান, কুর্তির কোনও বিকল্প নেই। সালোয়ার কামিজকে কিছুটা পিছনে এগিয়ে গিয়েছে এই পোশাক। তবে অনেক মহিলাই কুর্তির সঙ্গে জিনস নাকি পালাজো কিংবা লেগিংস পরবেন, তা বুঝতে পারেন না। তার ফলে গোটা সাজটাই যেন মাটি। তাই পুজোর আগে জেনে নিন কোন ধরনের কুর্তির সঙ্গে কী পরবেন।

স্ট্রেট কাট কুর্তি-স্ট্রেট কাট কুর্তি এখন ফ্যাশনে ইন। এই ধরনের পোশাকের সঙ্গে স্কিনি জিনস অথবা লেগিংস পরতে পারেন। তাতে

আরও বেশি সুন্দর হয়ে উঠবেন আপনি।

অ্যাসিমেট্রিক কুর্তি-অ্যাসিমেট্রিক কুর্তি আসলে পার্টিওয়্যার। এই পোশাকের সঙ্গে পরুন স্কিনি জিনস। পায়ে থাক হাই হিল জুতো। পুজোর দিনে এই সাজ যে আপনাকে সকলের থেকে আলাদা করে তুলবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হ্যান্ড এমব্রয়ডার্ড কুর্তি-পুজোর দিনের সাজগোজ সারা বছরের তুলনায় একটু বেশি জমকালো হবেই। তাই শপিং ব্যাগে অবশ্যই থাক হ্যান্ড এমব্রয়ডার্ড কুর্তি। এই ধরনের কুর্তির সঙ্গে পরুন লেগিংস। সঙ্গে কানে ঝুমকো দুল। এই ধরনের সাজপোশাক আপনাকে আরও মোহময়ী করে তুলবে।

হাইসাইড স্লিট কুর্তি-সাধারণত ১৭-১৮ বছর বয়সিরা হাইসাইড স্লিট কুর্তি পরতে পছন্দ করেন। এই ধরনের পোশাকের সঙ্গে স্কিনি কিংবা রিপড হাই ওয়েস্ট জিনস পরতে পারেন। সঙ্গে হাই হিল জুতো পরুন। দিব্যি মানাবে।

প্রিন্টেড আনারকলি কুর্তি-এই ধরনের কুর্তির সঙ্গে পরুন লেগিংস। হাই ওয়েস্ট জিনসও মন্দ লাগবে না। অবশ্যই পায়ে পরুন অল্প হিলের জুতো।

ফ্লেয়ার্ড কুর্তি-ফ্লেয়ার্ড কুর্তির সঙ্গেও লেগিংস পরাই ভালো। ঝোলা কানের দুলও পরতে পারেন। কপালে টিপ পরলেও সুন্দর মানাবে।

আংরাখা কুর্তি-এই ধরনের কুর্তির সঙ্গে স্কিনি জিনস পরতে পারেন। পালাজো পরলেও মানাবে ভালোই। হালকা গয়নাগাটিও পরতে পারেন।

এ-লাইন কুর্তি-অ্যাঙ্কেল লেন্থ জিনস এবং হাই হিলের জুতোর সঙ্গে পরুন এ-লাইন কুর্তি। সঙ্গে ব্রেসলেট, ছোট্ট লকেটওয়ালা হার এবং কানের দুন পরুন। পুজোর ভিড়ে এই সাজেই হয়ে উঠুন অনন্যা।

কাফতান কুর্তি-কাফতান কুর্তি এখন ফ্যাশনে ইন। এই ধরনের পোশাকের সঙ্গে জিনস পরতে পারেন।

কলমকারি ম্যাক্সি ড্রেস কুর্তি-কলমকারি ম্যাক্সি ড্রেস কুর্তির সঙ্গে বেছে নিন স্কিনি কিংবা রিপড জিনস। কানে ঝুমকো আর পায়ে থাক হাই হিলের জুতো।শ্রাগ কুর্তি-পুজোয় রাত জেগে ঠাকুর দেখতে বেরবেন? পরনে থাক শ্রাগ কুর্তির। এই পোশাকের সঙ্গে লেগিংস পরুন। পুজোর আর বেশি দেরি নেই। তাই সপ্তাহান্তে কেনাকাটি করতে বেরিয়ে পড়ুন।

গরমে ফ্যাশনে ইন সাদা জিনস, এই ৭ আউটফিটেই নজর কাড়বেন আপনি

বৃষ্টিতে ভিজছে বাংলা। তবে তাপমাত্রা কমার তেমন লক্ষণ নেই। ভ্যাপসা গরম রয়েছে। তাই অফিস কিংবা বাইরে কোনও কাজ করতে গেলে ত্রাহি ত্রাহি রব। কী পরে বেরবেন, তা ভাবতে গিয়ে মাথায় হাত। তবে গরম যতই পরুক না কেন, জিনসই বহু তন্বীর প্রথম পছন্দ। গরমে ইন সাদা জিনস। তার সঙ্গে মানানসই কেমন পোশাক পরতে পারেন, রইল সেই টিপস। স্ট্রেট জিনস পছন্দ প্রায় সকলের। তার সঙ্গে হল্টার নেক টপ পরতে পারেন। পোশাকের সঙ্গে মানানসই জুতো পরতে ভুলবেন না। পরতে পারেন কিটেন হিলের জুতো। আর ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগ। এই সাজে আপনার দিক থেকে নজর সরাতে পারবেন না কেউ। অনেকে আবার ঢিলেঢালা জিনস বেশি পছন্দ করেন। গরমে এই ধরনের জিনসের সঙ্গে ট্যাঙ্ক টপ পরতে পারেন। ওভারসাইজড টপের সঙ্গে ঢিলেঢালা জিনস পরতে পারেন। সঙ্গে পরুন বেল্ট। কাঁধে ছোট্ট ব্যাগ। হাটুর উপর পর্যন্ত মাপের শর্ট জিনসও পরতে পারেন গরমে। সঙ্গে ক্রপ টপ বেছে নিতে পারেন। সঙ্গে ব্যালেট ফ্ল্যাট জুতো পরতে পারেন। কোনও ফর্মাল অনুষ্ঠানে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই গরমে হাই ওয়েস্ট জিনসও মন্দ নয়। সঙ্গে থাক ওভারসাইজড ব্লেজার। বেল্ট ব্যবহার করতে ভুলবেন না।এই গরমে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার পরিকল্পনা? কী পরবেন বুঝতে পারছেন না, তাই তো? সাদা প্রিন্টেড জিনস বেছে নিতে পারেন। সঙ্গে স্ট্রেট হেম শার্ট পরতে পারেন। আর তার সঙ্গে মেটালিক লেদার ব্যাগ এবং ফ্ল্যাট জুতো পরলেই কেল্লাফতে। আপনার দিক থেকে নজর ফেরাতে পারবেন না কেউ।

রুশ অর্থনীতির কোমর ভাঙার হুমকি ট্রাম্পের, সেই পুতিনের দেশ থেকেই ডিম আমদানি আমেরিকার!

৭ সেপ্টেম্বর ঃ ইউক্রেনে লাগাতার হামলার জেরে রুশ অর্থনীতির কোমর ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার সেই রুশ থেকে বিপুল সংখ্যায় পণ্য

আমদানি শুরু করল আমেরিকা। রুশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, আমেরিকার ডিমের আকালের জেরে গত ৩২ বছরের মধ্যে প্রথমবার বিরাট পরিমাণে রাশিয়ার থেকে মুরগির ডিম আমদানি করেছে ট্রাম্পের দেশ। রিপোর্ট বলছে, আমেরিকায় ভয়াবহ বার্ড ফ্লু-র কারণে সেখানে পোল্ট্রি শিল্প বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে। সংকট দেখা দিয়েছে সরবরাহে। এই অবস্থায় দামবৃদ্ধি তো বটেই দোকানে নোটিস টাঙানো হয়েছে, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় দুটির বেশি ডিম কেনা যাবে না। জানা যাচ্ছে, লাগাতার ফ্লু-র কারণে এই দেশে ১৫৬ মিলিয়নের বেশি মুরগির মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে বাইরের দেশ থেকে কিনতে হচ্ছে ডিম। যার জেরে গত জুলাই মাসে রাশিয়া থেকে ৪.৫৫ লক্ষ ডলারের ডিম আমদানি করেছে আমেরিকা। এদিকে রাশিয়া থেকে আমেরিকার ডিম আমদানির দায় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উপর চাপিয়েছে হোয়াইট হাউস। বলা হয়েছে, বাইডেন শাসনে বার্ড ফ্লু-র নামে ৮০ লক্ষ মুরগি হত্যা করা হয়েছে যার জেরেই এই সংকট।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমেরিকা ও পশ্চিমের দেশগুলি রাশিয়ার উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রাশিয়ার অর্থনীতিকে দুর্বল করতে বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে তাদের আর্থিক ও কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এমনকী হালে পানি না পেয়ে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ভারতের তেল কেনাকে দায়ী করে নয়াদিল্লির উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, রুশ বাণিজ্যের জন্য ভারতের উপর শুল্ক চাপানো ' আমেরিকা নিজে কেন রাশিয়ার থেকে ডিম কিনছে? তার অবশ্য উত্তর নেই।

তবে আমেরিকার এই কুকীর্তি প্রথমবার নয়। রিপোর্ট বলছে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ২০২৪ সালে আমেরিকা রাশিয়া থেকে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সার (২০২৫ সালের প্রথমার্ধে ৯২৭মিলিয়ন ডলার), ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম (৭৫৫ মিলিয়ন ডলার) এবং প্যালাডিয়ামের মতো মূল্যবান ধাতু। পিছিয়ে নেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিও। এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাসের সবচেয়ে ব। আমদানিকারী ইউরোপীয় ইউনিয়ন। একের পর এক শুল্কের কোপ। কার্যত গোটা বিশ্বকে শুল্ক নাচ নাচিয়ে নিজেই ফাঁদে প।লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! নিত্য ব্যবহৃত পণ্যে শুল্কের কোপে ক্ষোভ বেড়েছে আমেরিকাবাসীর। প্রভাব পড়েছে বন্ধু দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কেও। এই অবস্থায় দুই পা পিছিয়ে এলেন ' ট্রাম্প। ' তবু মচকাব না', এই মানসিকতায় তিনি সই করলেন নয়া আদেশনামায়। যার মাধ্যমে এবার থেকে আমেরিকায় শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করা যাবে বহু পণ্যে। গত শুক্রবার নয়া আদেশনামায় সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যার মাধ্যমে গ্রাফাইট, টাংস্টেন, ইউরেনিয়াম, সোনার মতো ধাতু, ওষুধ-সহ আরও বহু পণ্য আমেরিকায় রপ্তানি করতে গেলে কোনও শুল্ক দিতে হবে না। যার অর্থ আমেরিকায় প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল রপ্তানি করে ভারত।

আফগানিস্তানে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া মহিলাদের বাঁচাচ্ছে না উদ্ধারকারীরা

৭ সেপ্টেম্বর ঃ 'আজ তালিবানের হাতে উঠেছে আফগানিস্তানের শাসনভার। সেখানে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে শরিয়ত আইন। ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সে নিয়মে কোনও বদল করা হচ্ছে না। যার জেরে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে মৃত্যুর কালো ছায়া মহিলাদের উপর। শরিয়ত আইন অনুযায়ী পরপুরুষের ছোঁয়া হারাম, যার জেরে ভূমিকম্পে চাপা পড়া মহিলাদের বাঁচাতে চাইছে না উদ্ধারকারীদল। যার পরিণতি, বাঁচার সুযোগ থাকলেও, সাহায্যে অভাবে মৃত্যুর ছোবল খেতে হচ্ছে আফগান মহিলাদের।

ভূমিকম্পের পর এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যাচ্ছে, মহিলাদের অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়ার জেরে সেখানে উদ্ধারকারী দলে মহিলাদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। ফলে ভূমিকম্পের পর যে সব মহিলারা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছেন তাঁদের উদ্ধার করা হচ্ছে না। আহত অবস্থায় সেখানেই পড়ে থাকতে হচ্ছে তাঁদের। এমনকী যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের দেহ কাপড়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে বের করা হচ্ছে। ভূমিকম্পে কপালজোরে রক্ষা পাওয়া কুনার প্রদেশের এক মহিলা বলেন, উদ্ধারকারীরা আমাদের এক জায়গায় জড়ো করে ফেলে রেখেছে। কোনও সাহায্য করা হচ্ছে না।

স্বেচ্ছাসেবী দলের সদস্য তাহজিবুল্লা মাহজিব বলেন, উদ্ধারকারীদের কাছে নারীরা অস্পৃশ্য। তাঁদের বাঁচানোর কোনও চেষ্টা করা হচ্ছে না। গুরুতর আহত অবস্থায় যারা কোনওমতে বেঁচে গিয়েছেন তাঁদেরও বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়েছে। উদ্ধারকারীরা শুধুমাত্র পুরুষ ও শিশুদের বাঁচাচ্ছেন। মহিলারা একপাশে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছেন। পুরুষ আত্মীয়স্বজনের অনুপস্থিতির কারণে কখনও কখনও তাঁদের পোশাক ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে ত্বকের সঙ্গে কোনও স্পর্শ না হয়। এদিকে রিপোর্ট বলছে, আফগানিস্তানের মর্মান্তিক ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২২০০ জনের। আহতের সংখ্যা পেরিয়েছে ৩৬০০। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও বহু মানুষ পড়ে রয়েছে তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এরইমাঝে গোদের উপর বিষফোঁ হয়ে উঠেছে শরিয়তের আইনকানুন।

উল্লেখ্য, আফগানিস্তানে প্রথম তালিবান শাসনে মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিলেন মহিলারা। দ্বিতীয়বার তালিবান ক্ষমতায় আসার পর তাদের তরফে মহিলাদের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, তবে বাস্তবে তা হয়নি। এখানে মেয়েরা ষষ্ঠ শ্রেণির পরে স্কুলে যেতে পারে না, পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বেশি দূর যাওয়ার অনুমতি নেই নারীদের। চাকরি ক্ষেত্র থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে মহিলাদের।

চিন-ভারতের নৈকট্যে শঙ্কিত ট্রাম্প! অক্টোবরেই জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক মার্কিন প্রেসিডেন্টের?

৭ সেপ্টেম্বর ঃ এসসিও বৈঠকের মঞ্চে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা গিয়েছিল চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে। এই ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প খুব স্বস্তি পাননি তা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার। মোদির সঙ্গে সম্পর্ক শুধরানোর ইঙ্গিত দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এবার জানা গেল অক্টোবরেই দক্ষিণ কোরিয়ায় তিনি বৈঠক করতে পারেন জিনপিংয়ের সঙ্গে। আগামী মাসেই দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েংজুতে আয়োজিত হবে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকনোমিক কোঅপারেশন তথা অ্যাপেক সম্মেলন। আর তাতে যোগ দিতে সেখানে আসবেন ট্রাম্প-জিনপিং। সম্মেলনের ফাঁকেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হতে পারেন দুই রাষ্ট্রনায়ক, তেমনটাই শোনা যাচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে পাকাপাকি কিছু বলা হয়নি। গত মাসেই ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল জিনপিংয়ের। সেই সময়ই

সস্ত্রীক ট্রাম্পকে চিনে আসার আমন্ত্রণ জানান চিনের প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প কথাও দেন বেজিং সফরে যাওয়ার। তবে কোনও তারিখ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এর মধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়াতেই তাঁদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা তৈরি হল। এদিকে গতকাল, শনিবারই ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন মোদির সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতের। ' আবহে যে ভারত ও রাশিয়া আরও কাছাকাছি চলে আসছে, সেটা বুঝতে পারছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। চিনের সঙ্গেও নয়াদিল্লির সখ্য তৈরি হলে আখেরে যে আমেরিকাই চাপে পড়বে সেটাও তাঁর অজানা নয়। এহেন অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে নিজের বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ তুলে ট্রাম্প বলেন, মোদি আমার খুবই ভালো বন্ধু। কয়েক মাস আগে তিনি এখানে এসেছিলেন। আমরা রোজ গার্ডেনে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম। আমার সঙ্গে সবসময় মোদির বন্ধুত্ব থাকবে। উনি খুব বড় প্রধানমন্ত্রী। আমি সব সময় বন্ধু থাকব। কিন্তু রাশিয়ার থেকে তেল কেনার বিষয়ে নিজের হতাশার কথা জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, এখন তিনি যা করছেন, সেটা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু ভারত এবং আমেরিকার বন্ধুত্ব গভীর।

জম্মুতে টানা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাসোহলি-বনি সড়ক

জম্মু, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ টানা বৃষ্টিতে জম্মু ও কাশ্মীরের টিকরি মোড় এলাকায় বাসোহলি-বনি সড়কের একটি বড় অংশ ভেসে যায়। ফলে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে।পরিস্থিতি সামাল দিতে বিএআরও বিকল্প সড়কের কাজ শুরু করে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও দুর্গম ভূখণ্ডে ঝুঁকি নিয়েই কর্মীরা কাজ চালান। অবশেষে ৬৯ আরসিসি-র ওসি শঙ্কর তায়ল ও তাঁর দলের প্রচেষ্টায় বাসোহলি-ভদ্রওয়াহ সড়ক যোগাযোগ পুনরায় চালু হয়। স্থানীয়রা বিএআরও-র দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন।

Name Change

I , Mamtaj Begom Sekh @ Mamtaj Khatun W/O- SK Asraf Ali resident of Vill- Belshar, P.O.- Machkhanda, P.S.-Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713101, shall henceforth be known as 'MAMTAJ BEGAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02/09/2025. That Mamtaj Begom Sekh, Mamtaj Khatun and Mamtaj Begam all are same and one identical person.

Name Change

I, Shanta Majumdar Tahamina Bibi (Old Name) W/o Susanta Kumar Mazumdar Residing at 397/1/1, Dakshindari Road, P.o - Sreebhumi, P.s - Lake Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Santa Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Shanta Majumdar (Old Name) and Santa Majumdar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I , HEMANT DUGAR (OLD NAME) S/O NARENDRA SINGH DUGAR , RESIDING AT, JIVA HOMES, BLOCK - 4B ,FLAT - 11C ,6 ,PAGLADANGA ROAD , POST - TANGRA , DIST - KOLKATA , PIN - 700015, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HEMANT KUMAR DUGAR (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 04/09/2025 HEMANT KUMAR DUGAR (NEW NAME) AND HEMANT DUGAR (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jahidul Haque (Old Name) S/o Late Lal Mahammad Residing at Vill - Paltadanga, P.o - Sondalia, P.s - Shasan, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Jaidul Haque (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Jahidul Haque (Old Name) and Md Jaidul Haque (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Mahfuzur Alam my father's (Old Name) Sk Ear Mohammad resident of Vill & Gayesbari Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my father's name from Sk Ear Mohammad to Ear Mohammad and henceforth my father's name shall be known as Ear Mohammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/09/2025. My name Ear Mohammad & Sk Ear Mohammad both are same and one identical person.

Name Change

I , SK Nur Hasana S/O- Nurul Islam resident of Vill- Saibona, P.O.- Pandua, P.S.-Pandua, Dist- Hooghly, West Bengal, PIN -712149, shall henceforth be known as 'SK NUR HASAN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02/09/2025. That SK Nur Hasana and SK Nur Hasan both are same and one identical person.

Name Change

I, Shefali Goldar (Old Name) W/o Kartick Chandra Golder Residing at Vill - Chitholia, P.o - Sanekpur, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743701, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Shefali Golder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Shefali Goldar (Old Name) and Shefali Golder (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kabir Mondal (Old Name) S/O– Sademan Sk resident of Vill-Sundipur Hatgachha , Po- Sundipur , Ps- Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742102 do hereby declared that I have changed my name from Kabir Mondal (which has been recorded in my voter card no-WB/09/062/606015) to Kabir Sk and henceforth I shall be known as Kabir Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/09/2025. My name Kabir Sk & Kabir Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Hasan Seikh @ SK Abdul Hasan S/O- Alauddin Sekh resident of Memari Mayerkol Para, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713146, shall henceforth be known as 'ABDUL HASSAN SK' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 14/08/2025. That Abdul Hasan Seikh, SK Abdul Hasan and Abdul Hassan SK all are same and one identical person.

Name Change

I, Usha Agarwal (Old Name) W/o Binod Agarwal Residing at 13, Dr. Debendra Mukherjee Row, P.o - Rajaram Mohan Sarani, P.s - Muchipara, District - Kolkata, Pin - 700009, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Usha Devi Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Usha Agarwal (Old Name) and Usha Devi Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sufera Bibi (Old Name) W/O– Md Haidar Ali resident of Vill-Narayanpur , Po-Amdahara , Ps-Ranitala , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Sufera Bibi to Supera Bibi and henceforth I shall be known as Supera Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/09/2025. My name Supera Bibi & Sufera Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, RATAN CH DE S/O- Late Mathuramohan Dey resident of Vill- Badla Goria, P.O.- Reora Gopalpur, P.S.-Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713166, shall henceforth be known as 'RATAN CHANDRA DEY' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02/09/2025. That RATAN CH DE and RATAN CHANDRA DEY both are same and one identical person.

Name Change

I, Binod Kumar Agarwal (Old Name) S/o Ramji Lal Agarwal Residing at 13, Dr. Debendra Mukherjee Row, P.o - Rajaram Mohan Sarani, P.s - Muchipara, District - Kolkata, Pin - 700009, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Binod Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Binod kumar Agarwal (Old Name) and Binod Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Suman De S/O- Ratan Chandra Dey resident of Vill- Badla Goria, P.O.- Reora Gopalpur, P.S.-Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713166, shall henceforth be known as 'SUMAN DEY' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02/09/2025. That Suman De and Suman Dey both are same and one identical person.

Name Change

I, Abul Kalam Rafiuddin son of Kalim Uddin Ahamed, residing at Vill: Uttar Para Kanthalia, P.O – Chhoto Jagulia, P.S – Duttapukur, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743294, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Abul Kalam Rofiuddin as declared before the Notary Public at Kolkata dated 02/09/2025. Abul Kalam Rafiuddin and Md Abul Kalam Rofiuddin both are same and one identical person.

Name Change

I, Tahamina Bibi (Old Name) W/o Md Ruhulamin Molla Residing at Vill - Jadabpur, P.o - Hadipur, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743424, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Mst Tahamina Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Tahamina Bibi (Old Name) and Mst Tahamina Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Santhana Banerjee d/o.Lt. Prakiti Nath Chatterjee w/o Anil Kr Banerjee residing at Godhuli Sr. Citizen Home,Dogachia,Pin-743130 henceforth be known as Santwana Banerjee vide an affidavit before the notary public Bankshall court ,Kolkata on 6.9.2025

Name Change

I , ROKEYA BIBI (OLD NAME) W/O SK FARHAD ALI , RESIDING AT, VILL - SATGHARI, P. O. - JAJUR , P. S - HARIPAL,DIST - HOOGHLY , PIN. - 712405 , WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROKEYA BEGUM (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 04/09/2025 ROKEYA BEGUM (NEW NAME) AND ROKEYA BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jesmina Khatun (Old Name) W/o Md Omor Faruk Molla, Residing at Vill - Jadabpur, P.o - Hadipur, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743424, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Mst Jesmina Khatun Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Jesmina Khatun (Old Name) and Mst Jesmina Khatun Bibi (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Satyajit Ray (পুরাতন নাম) পিতা Shambhu Roy ঠিকানা Vill - Shyam Nagar, P.o - Nadia Garapota, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 04-09-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Satyajit Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Satyajit Roy (নতুন নাম) ও Satyajit Ray (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, SK ASADUL ISLAM (OLD NAME) S/O SK FARHAD ALI , RESIDING AT, VILL - SATGHARI, P. O. - JAJUR , P. S. - HARIPAL DIST. - HOOGHLY , PIN. - 712405 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ASADUL ISLAM (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 03/09/2025 SEKH ASADUL ISLAM (NEW NAME) AND SK ASADUL ISLAM (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

,I, Golam Hossain Gazi S/o Late Fajer Ali Gazi Residing at Atghara Gazi Para, P.o - Rajarhat Gopalpur, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin- 700136, West Bengal India that my deceased father who previously known as Fazer Ali Gazi (Old Name) shall henceforth be known as Fajer Ali Gazi (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat vide affidavit no 4809 dated 01/09/2025. I declare that my deceased father Fazer Ali Gazi (Old Name) and Fajer Ali Gazi (New Name) is same and one identical person.

Name Change

1, Munsad Ali, S/O. Sukuruddin Sk, date of Birth 11.11.1975, by religion Islam, residing at Village- Durgapur, P.O. Lalgola, P.S. Lalgola. District Murshidabad, West Bengal, PIN-742148, do hereby solemnly affirm and declare as my Driving Licence (being No WB5720090013170) my name has been recorded as Munsad Sk & date of Birth 01.01.1973.4. That Munsad Ali and Munsad Sk is the same and one identical person. swearing an affidavit Executive Magistrate 1" Class at Berhampore, Murshidabad, I declare that Munsad Ali and Munsad Sk is the same and identical one.

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই প্রতিমা গড়ার কাজে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা! ব্যবহার করছেন স্প্রে রঙ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগে প্রতিমা গড়ার কাজে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। কাজের চাপে নাওয়া খাওয়া ভুলেছে তারা। তবে প্রকৃতির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছেন শিল্পীরা। কারণ জেলা জুড়ে কখনও মেঘলা আবহাওয়া, তো কখনও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। আর তার ফলে রাতের ঘুম উড়েছে শিল্পীদের। কিভাবে প্রতিমার কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং কিভাবে তারা পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে প্রতিমা তুলে দেবেন, সেই ভাবনায় মাথায় হাত শিল্পীদের। সবমিলিয়ে চরম ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীরা। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের পুরনো হাটতলার মৃৎশিল্পীরা এখন প্রতিমা গড়ার কাজে ব্যস্ত। কিন্তু মেঘলা আবহাওয়া ও বৃষ্টির কারণে কিভাবে প্রতিমার কাজ সম্পন্ন করবেন, সেই দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে তাদের। একসঙ্গে তিন থেকে চার রকমের প্রতিমা গড়তে হচ্ছে তাদেরকে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর পুজোর দিনক্ষণ কাছাকাছি। অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পুজো, দুর্গা পুজো ও লক্ষ্মীপুজো কাছাকাছি। তাই একসঙ্গেই এইসব প্রতিমা গড়তে হচ্ছে তাদের। এই পুজোর সময় লক্ষ্মী লাভের আশায় থাকেন শিল্পীরা। প্রত্যেক বছরের মত এই বছরও প্রতিমা গড়ার বরাত পেয়েছেন তারা। তাই সকাল থেকেই কাজের ব্যস্ততা শিল্পীদের। তবে মেঘলা আবহাওয়া ও বৃষ্টির কারণে দুশ্চিন্তা অনেকের রাতের ঘুম উড়েছে। কখন প্রতিমা গড়ার কাজ সম্পূর্ণ করবেন, কখনই বা পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে প্রতিমা তুলে দেবেন, সেই চিন্তায় মাথায় হাত পড়েছে শিল্পীদের। তাই কাজের চাপে নাওয়া খাওয়া ভুলেছে তারা। এখানকার এক একজন শিল্পীর বিশ্বকর্মা প্রতিমা গড়ছেন ২০ থেকে ২৫ টি করে। মা দুর্গার প্রতিমা গড়ছেন ১৫ থেকে ২০ টি করে। মা লক্ষ্মীর প্রতিমা গড়ছেন ১০ থেকে ১৫ টি করে এবং মা মনসার প্রতিমা গড়ছেন পাঁচ থেকে দশটি করে। সবমিলিয়ে প্রতিমা গড়ার কাজে শিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। কিন্তু তাদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মেঘলা আবহাওয়া ও বৃষ্টি। কিভাবে মাটির প্রতিমা শুকানো হবে, সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে শিল্পীদের। ভারী বৃষ্টিতেও আর অসুবিধা হচ্ছে না প্রতিমা শিল্পীদের। প্রতি বছর বৃষ্টির জন্য যে অসুবিধা হয় তার থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিমাশিল্পীরাও নতুন কৌশল অবলম্বন করছেন। ব্যবহার করছেন স্প্রে রঙ। এই স্প্রে রঙের বৈশিষ্ট্য হল প্রতিমা তৈরির পর স্প্রে রঙ গায়ে দিয়ে পাখা চালিয়ে শুকনো করা যায়। সেজন্য রোদের দরকার পড়ে না খুব একটা। এছাড়াও গ্যাস ফ্লেম দিয়েও শুকনো করা হয়। প্রতিমা গুলিকেও বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে দেওয়া হয় ছাউনি। এই রঙের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এই রঙ জলে ধুয়ে যায় না। ফলে দিনের পর দিন এই রঙের চাহিদা বাড়ছে। দেখতেও সুন্দর হচ্ছে। এই নিয়ে প্রতিমা শিল্পী জানিয়েছেন, এখন বেশিরভাগ মাটির সাজের ঠাকুরের অর্ডার আসে। সেক্ষেত্রে এই রঙ ব্যবহার করে প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। এই রঙের গ্যারান্টি রয়েছে। বৃষ্টির জলেও রঙ উঠবে না একেবারে। প্রতিমার রঙ একবছর পর শ্যাম্পু দিয়ে ধুইলেও কিছু হবে না। রঙ থেকে যাবে কম করে পাঁচবছর। এই কথার সঙ্গে একমত আরও এক প্রতিমা শিল্পী। তিনি জানিয়েছেন, প্রতি বছর বৃষ্টির জন্য অসুবিধা হয়। তবে এবছর সেই দিকগুলি লক্ষ্য রেখেই আগেভাগে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পুজোর সময় কিছুটা এগিয়ে এসেছে চাপ কমাতে এই রঙ ভাল কাজে দিচ্ছে।

শাড়ির দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়িতে একটি শাড়ির দোকান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে। রবিবার দোকান খোলার সাথে সাথেই দোকান মালিক চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। দোকানের লকার ভাঙা দেখতে পান মালিক। দোকান মালিক জানিয়েছেন, জানালা ভেঙে দুষ্কৃতী দোকানে প্রবেশ করেছে। এরপর সে চুরি করে বেরিয়ে গেছে। দোকান থেকে দামি লেহেঙ্গা, অনেক শাড়ি এবং কিছু নগদ টাকা উধাও। প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। চুরির এই ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

হাতির হানায় এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, পথ অবরোধ ক্ষতিগ্রস্থদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ হাতির হানায় এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, বন দফতরের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ ক্ষতিগ্রস্থদের! হাতির তাণ্ডবে দিনের পর দিন এলাকায় ক্ষতি হয়েছে বিঘের পর বিঘে ধানজমি। বারংবার বন দফতরকে জানিয়েও লাভ হয়নি। একদিকে হাতি তাড়ানোর যেমন কোনও ব্যবস্থা করেনি বন দফতর তেমনই ক্ষতিগ্রস্থরা পাচ্ছেন না ক্ষতিপূরণ। প্রতিবাদে শনিবার বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় রেঞ্জের বড়কুড়া গ্রামে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকাবাসী। স্থানীয় ভাবে জানা গেছে, সপ্তাহ খানেক আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে প্রায় ২৫ টি হাতির একটি দল বাঁকুড়ার বাঁকাদহ রেঞ্জে প্রবেশ করে। সেই দলটি দ্বারকেশ্বর নদ পেরিয়ে প্রথমে সোনামুখী ও পরে বড়জোড়া ব্লকে প্রবেশ করে। হাতির দলটি বেলিয়াতোড় হয়ে প্রথমে বড়জোড়ায় পৌঁছে গেলেও দলের সাত আটটি হাতি ফের আচমকাই পুরনো পথে ফিরে যেতে শুরু করে। এই হাতির দলের তাণ্ডবের ফলে কার্যত দু'দফায় বাঁকুড়ার ওই এলাকার ধান চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্থদের অভিযোগ ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের কোনও ভূমিকায় নিচ্ছে না বন দফতর। মিলছে না প্রয়োজন মতো ক্ষতিপূরণও। অবিলম্বে হাতির দলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষয়ক্ষতি কমান এবং ক্ষতিগ্রস্থদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে শনিবার সকাল থেকে বাঁকুড়া গ্রামের কাছে বেলিয়াতোড় সোনামুখী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার তিন থেকে চারটি গ্রামের বাসিন্দারা। এদিন এলাকার ধানক্ষেত ঘুরে দেখেন রেঞ্জ অফিসার, এই বিষয়ে বেলিয়াতোড় রেঞ্জ অফিসার ভজন কীর্তনীয়া বলেন বড়জোড়া রেঞ্জের যেই জঙ্গলে হাতির দলটি আশ্রয় নেয় সেখানে হাতির দলটি থাকতে চাইছে না। বারবার ঘুরে নদীর এপাড়ে চলে আসছে সেই কারণেই এই সমস্যা হয়েছে এবং গত ছয় মাসে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, হাতিগুলিকে অন্যত্বে সরানো হবে এবং এই ক্ষতিগ্রস্তদের সঠিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল দেবাশিস ঘোষ, পুত্র শম্ভু ঘোষ, ৪২ /৬, নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া - ৭১১১০১-এ বসবাস করেন। তিনি ১৯৮০ সালের ডি.এস.আর.আই.-এর অফিসে নিবন্ধিত একটি দলিল হারিয়েছেন এবং বই নং ১-এ নথিভুক্ত করেছেন এবং নং ১১৫১ নম্বরে রেকর্ড করেছেন। এবং ২০১৪ সালের ডি.এস. আর.আই.-এর অফিসে নিবন্ধিত আরেকটি দলিল হারিয়েছেন এবং জি.ডি. এন্ট্রি নং ২৮৭ তারিখের ৪-০৯-২০২৫ তারিখের মাধ্যমে হাওড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, অথবা কোনও আপত্তি থাকলে, এই তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে স্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. নং ৯০০৭৮২৪৯৫৭

জলাশয় থেকে উদ্ধার ২ যুবকের দেহ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ খুন না পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু! রাত থেকে নিখোঁজ থাকার পর সকালে কালভার্টের নীচে জলাশয় থেকে উদ্ধার দুই বন্ধুর দেহ। জলাশয় থেকে উদ্ধার একটি বাইকও। পরিবারের আশঙ্কা খুন করা হয়েছে দুই বন্ধুকে। তবে যদিও পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত দুই বন্ধুর নাম রাজু ঘোষ (২৭) এবং বিবেক মণ্ডল(৩০)। বাড়ি মোথাবাড়ির মণ্ডল পাড়া এলাকায়। পরিবারের তরফে জানা গেছে, মৃত বিবেক মন্ডল ২০১৭ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ ছিল। অন্যদিকে রাজু ঘোষ একটি বেসরকারি ফাইনান্সে কাজ করত। গতকাল রাত্রে দুই বন্ধু মিলে একটি বাইকে করে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। তারপর থেকে আর ঘরে ফেরেনি। মৃতদের আত্মীয় জানান, এদিন রাত থেকে নিখোঁজ ছিল ওই দুই বন্ধু। তাঁদের মা রাতে বাড়িতে খোঁজ নিতে আসে। ছেলে প্রায় গভীর রাতে বাড়ি ফিরত। কোনও দিন রাত ১২ টা কোনও দিন রাত ২ টা। তবে এদিন রাত ৯ টার পর বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি তারা। এদিন সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তাদের দেহ উদ্ধার হয়েছে। শরীরের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের দাবি, যদি পথ দুর্ঘটনা হত তাহলে বাইকের ক্ষতি হত। মনে হচ্ছে যে তাকে কেউ বা কারা খুন করেছে। তবে আসল বিষয়টি পুলিশি তদন্তের পর জানা যাবে। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। তবে খুন নাকি পথ দুর্ঘটনা তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যুবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাঁশের ঝোপ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার শিলিগুড়ি জেলার ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত তাওয়াজোত এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম শান্তি হালদার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে কাজে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই যুবক। কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি বাঁশের ঝোপে ঝুলন্ত অবস্থায় যুবকের দেহ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। যুবক কেন এই পদক্ষেপ নিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তদন্তে পুলিশ।

ভিনসেন্ট কমার্সিয়াল কোম্পানি লিমিটেড
(CIN No: L51909MH1982PLC294959)

নিবন্ধিত অফিসঃ বি-১১ /১২, ভিওয়ান্ডিওয়ালা টেরেস, গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্রিন্সেস স্ট্রিট, মেরিন লাইনস, মুম্বাইঃ ৪০০০০২
ওয়েবসাইটঃ www.vincentcommercial.co.in ইমেলঃ vincent.co1982@gmail.com ফোন ঃ 8433835663

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি,
ই- ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ভিনসেন্ট কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি) এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ২.০০ টায় বি-১১ /১২, ভিওয়ান্ডিওয়ালা টেরেস, গ্রাউন্ড ফ্লোর প্রিন্সেস স্ট্রিট, মেরিন লাইনস, মুম্বাই সিটি, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, ভারত, ৪০০০০২ এ অনুষ্ঠিত হবে। এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য। ২০২৫ সালের এজিএমের নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং উপস্থিতি স্লিপ ইলেকট্রনিকভাবে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। এজিএমের নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং উপস্থিতি স্লিপ ২০২৫ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.vincentcommercial.co.in**-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানিটি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (ই-ভোটিং) ভোটদানের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখে, প্রকৃত আকারে অথবা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সাধারণ ও বিশেষ সভার উপর ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোটদান করতে পারবেন, NSDL-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে, বার্ষিক সাধারণ সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে। যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, কেবল তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভার ভোটদানের পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার, বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সন্ধ্যা ৫.০০ টায় ভোটদানের জন্য বন্ধ থাকবে। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পর, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। ভোটদানের সুবিধাটি বার্ষিক সাধারণ সভায়ও উপলব্ধ থাকবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের যোগ্য হবেন। ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়া সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু সভায় আর ভোটদানের অনুমতি পাবেন না।

যে কোনও ব্যক্তি, যিনি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **https://www.evoting.nsdl.com** অথবা **vincent.co1982@gmail.com** ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.vincentcommercial.co.in** এবং NSDL -এর ওয়েবসাইট **https://www.evoting.nsdl.com**-এ পাওয়া যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

ভিনসেন্ট কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-মিঃ ভাবিন শান্তিলাল জৈন
পরিচালক
DIN: 00741604

তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৫
স্থানঃ মুম্বাই

জলপাইগুড়ি জেলার ১৭টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ নয় বছর পর রবিবার রাজ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) পরীক্ষা হচ্ছে। একই সাথে জলপাইগুড়ি জেলার ১৭টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কড়া নজর রাখে এদিন। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডাবাহালে উমেশ গণপত নিজেই সব খতিয়ে দেখেন। রবিবার সকাল থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে পর্যবেক্ষণ করতে দেখা গেছে জেলা পুলিশকে। এই সময় সাংবাদিকদের জেলা পুলিশ সুপার বলেন, জলপাইগুড়ি এবং মালবাজার সহ মোট ১৭ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ নথিপত্র পরীক্ষা করছে। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ সহকারী বুথ স্থাপন করা হয়েছে। কোনও পরীক্ষার্থী যাতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে।

বেফাঁস বেলাগাম মন্তব্য জেলা তৃণমূল সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ আবার মঞ্চ থেকে বেফাঁস বেলাগাম মন্তব্য জেলা তৃণমূল সভাপতির। এবার তালিবানি কায়দায় বিজেপিকে হুমকি। বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢেলে কণ্ঠ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি। এলাকায় বিজেপি করলে বয়কট করে পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার নিদান। সাংসদ কে পেটানোর হুঁশিয়ারি। তুমুল বিতর্কে মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। শনিবার বিকেলে মালদার মালতিপুর বিধানসভার এনায়েতনগরে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ভিন রাজ্যে বাঙালিদের উপর আক্রমণ এবং বাংলা ভাষার অপমান নিয়ে একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই, জেলা পরিষদ সদস্যা রেহেনা পারভীন প্রমুখ। সেখানেই মঞ্চ থেকে ফের বিতর্কিত মন্তব্য রহিম বক্সীর। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ কে নাম না করে তিনি বলেন, যে বিজেপি বিধায়ক বিধানসভায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশী রোহিঙ্গা বলছে তার গলায় এমন ভাবে অ্যাসিড ঢালবো যাতে কণ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার লোক খুন হচ্ছে। এখানে যারা বিজেপি করছে প্রতিবাদ করছে না। তাই এলাকায় বিজেপি করা যাবে না। মানুষকে বলবো বয়কট করুন। বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে দিন। এদিকে চাঁচল থানায় বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলা দেওয়ার অভিযোগে ২৪ ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ করেছে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। এই কর্মসূচিকে অগণতান্ত্রিক বলে বিজেপি সাংসদ কে বেড়া দিয়ে পেটানোর হুমকি দেন। যদিও তার এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য নতুন নয়। বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে বারবার বিরোধীদের বেলাগাম আক্রমণ করেন তিনি। যদিও নিজের মন্তব্যের স্বপক্ষে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জেলা সভাপতির দাবি,আমি কোন অগণতান্ত্রিক বক্তব্য রাখিনি।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, রণক্ষেত্র মুর্শিদাবাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের অন্তর্গত লালনগর হাই স্কুল। দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৮ জন ছাত্র। আহত ছাত্রদের মধ্যে ছ'জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে চিকিৎসার জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের পর তাদের অভিভাবকেরাও সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সময় কয়েকজন আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রী বাড়ি চলে যাবার চেষ্টা করলে লালনগর গ্রামের কিছু বাসিন্দা কয়েকজন ছাত্রকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে হরিহরপাড়া থানা এবং সংলগ্ন আরও কয়েকটি থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। 'শিক্ষক দিবস' উপলক্ষ্যে শুক্রবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শনিবার লালনগর হাই স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে শিক্ষকদেরকে সম্মানিত করার জন্য স্কুলের হলঘরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুল সূত্রের খবর, শনিবার দুপুর নাগাদ স্কুলের হলঘরে সেই অনুষ্ঠান চলার সময় হঠাৎই দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর কিছু ছাত্রের মধ্যে হলঘরের বাইরের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। কিছু শিক্ষকের অনুমান, হলঘরে বসার জায়গা পাওয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। ওই স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম বেশ কিছু ছাত্র স্কুলের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ভেঙে একে অন্যের উপর তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।' স্কুলের শিক্ষকেরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্ররা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে নেয় গোটা স্কুল চত্বর। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, মূলতঃ দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে প্রথম দিকে এই সংঘর্ষ শুরু হলেও পরের দিকে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্ররা যে যাকে হাতের কাছে পেয়েছে তাকেই মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় ক্যাম্প থেকে পুলিশ গিয়ে প্রথমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও সংখ্যায় তারা কম থাকায় গ্রামবাসী বা স্কুল ছাত্রদেরকে আলাদা করতে পারিনি। পরে বহরমপুর এবং হরিহরপাড়া থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী গ্রামে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তৌফিক সরকার নামে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্র বলেন, 'স্কুলে যখন সংঘর্ষ শুরু হয় সেই সময় আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ করেই দ্বাদশ শ্রেণীর কিছু ছাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্রদেরকে মারতে শুরু করে। এরপর তারা এসে আমার চোখে প্রচন্ড জোড় আঘাত করে। দ্বাদশ শ্রেণীর দাদারা মনে করেছিল আমি হয়তো দশম শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাউকে মারধর করেছি।' ওই ছাত্র বর্তমানে মুর্শিদাবাদে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। হাবিব শেখ নামে অপর এক ছাত্র জানান, 'শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে স্কুলের মাঠে আজ একটি ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা নওপাড়া-শিমুলিয়া থেকে সেই খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। স্কুলে যখন সংঘর্ষ শুরু হয় আমরা ফিরে চলে আসছিলাম। সেই সময় গ্রামের লোকেরা আমাদেরকে ধরে ফেলে এবং বাঁশ দিয়ে প্রচন্ড মারধর করেছে।' লালনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সারওয়ার্দি বিশ্বাস বলেন, 'শুক্রবার স্কুল ছুটি থাকায় আজ ছাত্র-শিক্ষক সকলের উদ্যোগে স্কুলের হলঘরে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান চলছিল। হঠাৎই কী কারণে দু'দল ছাত্র নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল তা আমি বুঝতে পারিনি।'

গারুলিয়া পৌরসভার পৌরপিতা পঙ্কজ দাসের আহ্বানে ও গারুলিয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ঘোষপাড়া রোড কৃষ্ণচূড়া লজ প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মানিত ও সম্বর্ধিত করা হয়। এছাড়াও সম্মাননা এবং সংবর্ধনা প্রদান করা হয় পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষকে, এরপর সম্মাননা প্রদান করা হয় দমদম ব্যারাকপুর সংগঠনিক যুব তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি দেবরাজ চক্রবর্তী ও জগদ্দল এর বিধায়ক সোমনাথ শ্যামকে। সম্মাননা ও সম্বর্ধনা অন্যান্য পৌরপারিষদ এবং পৌরপিতা ও পৌরমাতাদেরও প্রদান করা হয়। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গারুলিয়া পৌরসভার পৌরপিতা এবং অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক পঙ্কজ দাস।

কাঁচরাপাড়া বাগমোড়ের একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা নেক্সট টু ইউ-এর পরিচালনায় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে। মৌটুসী গাঙ্গুলী যিনি এই সংস্থার কর্ণধার এবং কোষাধ্যক্ষ অরিন্দম মন্ডল, তাই ঐকতান মঞ্চে গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে সংগীত, নৃত্য,আবৃত্তি,কবিতা অনুষ্ঠিত হয় । মঞ্চে শুধু সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাই নয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরও সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এর বাইরেও সামাজিক ও মানবিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বস্ত্রদানেরও মাধ্যমে। ৬০ জন দুঃস্থ মানুষকে নতুন বস্ত্র বিতরণও করা হয়। সমগ্রহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ও সঞ্চালনা করেন নেক্সট টু ইউ-এর কর্ণধার মৌটুসী গাঙ্গুলী।

ভুল গ্রুপের রক্ত দেওয়ায় মৃত্যু প্রসূতির, উত্তেজনা কিশনগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ কিশনগঞ্জের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভুল গ্রুপের রক্ত দেওয়ায় মৃত্যু হল এক প্রসূতির। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে । ঘটনার পরেই নার্সিংহোমে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায় কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিসার গাফিলতির অভিযোগ এনে রবিবার সকালে নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় মৃতের পরিজনেরা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কিশনগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার সন্তান প্রসবের জন্য কিশনগঞ্জের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানা এলাকার শাহপুর গ্রামের বাসিন্দা মেরুনা বেগম (২৬)। শুক্রবার মেরুনা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। শনিবার রাতে তাঁর আচমকাই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। সেই সময় জনৈক চিকিৎসক প্রসূতিকে রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দেন। সেই রাতেই নার্সিংহোম থেকে রোগীকে ভুল গ্রুপের রক্ত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রক্ত দেওয়ার পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে প্রসূতি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নার্সিংহোমে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায় চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্য কর্মীরা। অন্যদিরে, স্ত্রীকে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক। কিন্তু পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল মেয়ে। পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেলেন স্ত্রী সেলিনা বিবি।

দেহ ফেলে পালিয়ে গেল চালক

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ গাড়ির হেল্পার গাড়ি থেকে পড়ে যেতেই পিছনের গাড়ি পিষে দিল দেহ। স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতাল মৃত বলে ঘোষণা করল। তার পরই দেহ রাস্তায় ফেলে চম্পট দিল গাড়ির ড্রাইভার। অমানবিক ঘটনাটি তমলুকের। ভিড় জমিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। ঘটনাস্থলে পুলিস। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের পিতুলসাহা গ্রামে এই পথদুর্ঘটনার ঘটনা ঘিরে ছড়াল চাঞ্চল্য। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম শেখ শফিকুল (বয়স ২২)। বাবা শেখ গফুর আলি তমলুক থানার ডুমরা গ্রামের বাসিন্দা। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ওই ব্যক্তি পিকআপ ভ্যানের হেল্পারি করতেন। বিভিন্ন ভাটা থেকে ইট গাড়িতে করে নিয়ে ঘাটাল পৌঁছে দিতেন। ঘাটাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেউলিয়া বাজারের কাছাকাছি ওই ব্যক্তি পিক আপ ভ্যান থেকে পড়ে যান। ওই রাস্তাতেই পিছনের যে গাড়িটি আসছিল, সেই গাড়িটি শেখ শফিকুলকে পিষে দেয়। ওই ব্যক্তিকে গাড়িতে তুলে স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার ডাক্তারেরা শফিকুলকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে, তাঁরা তাঁকে তমলুক হাসপতালে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু ড্রাইভার ওই দেহ নিয়ে গিয়ে পিতুলসাহা গ্রামের রাস্তার ধারে ফেলে রাখে। আর তার পরেই চম্পট দেন। স্থানীয় লোকেরা দেখতে পেয়ে পুলিসে খবর দেন। ততক্ষণে শফিকুলের বাড়ির লোকজনও খবর পেয়ে ছুটে আসে পিতুলসাহা গ্রামে। তমলুক থানার পুলিস এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য তমলুক হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তমলুক থানার পুলিস।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Mech)/Roads, KMC** invites e-tender online item wise rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/ASPH/P.B/BNG-08/2025-26
Name of work : **Supply and fitting, fixing of cutting tool for road cutting milling machine W-100 H 2 at Asphaltum Department, Palmer Bazar**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(2) NIT No. : KMC/ASPH/P.B/BNG-10/2025-26
Name of work : **Supply and installation of water cooler and water purifier for Asphaltum Palmer Bazar Plant and vehicle garage section under Roads Mechanical Department**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **20.09.2025 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **22.09.2025 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **06.09.2025 (6 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer, Water Supply, South (Br-X), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/S/100/25-26/07/1st Call
Name of work : **Supply and laying of 100mm dia DI pipe at E113/11 Ramgarh to E113/2 Ramgarh and E113/12 Ramgarh to 19/5A/1 D.P.P. Rd. in Ward No. 100, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **4,71,868.33**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/S/100/25-26/11/1st Call
Name of work : **Supply and laying of 100mm dia DI pipe near Kolkata Bazar Shoping Mall to 364/32/1 N.S.C. Bose Rd. in Ward No. 100, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **3,58,080.46**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**; Period of completion : **10 Days**.

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/S/100/25-26/12/1st Call
Name of work : **Supply and laying of 150mm dia DI pipe at 8/1D B. Ghata By-Lane to 19/C B. Ghata By-Lane in Ward No. 100, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **3,20,413.19**; Earnest Money : ₹ **6,500.00**; Period of completion : **10 Days**.

(4) NIT No. : KMC/WS/EE/S/100/25-26/14/1st Call
Name of work : **Supply and laying of 100mm dia DI pipe from 63 D.P.P. Rd. to 63B D.P.P. Rd., 36A D.P.P. Rd. to 10/Q D.P.P. Rd., 19V D.P.P. Rd. to 32 Naktala Lane and 28/4 D.P.P. Rd. to 32/1 D.P.P. Rd. in Ward No. 100, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **4,13,606.02**; Earnest Money : ₹ **8,500.00**; Period of completion : **8 Days**.

(5) NIT No. : KMC/WS/EE/S/M/25-26/24/1st Call
Name of work : **Leak repairing work on existing water pipe line at 142/1A, 18 P.A. Shah Rd. and 93A D.P.S. Road near Asha Building and other location under Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,79,758.89**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **21 Days**.

(6) NIT No. : KMC/WS/EE/S/M/25-26/1A/1st Call
Name of work : **Leak repairing work on existing water pipe line at 24 P.A. Shah Rd., 82/1 Regent State, 4 Regent Park, 21 D.P.S. Rd. etc. in Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,82,839.46**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Date of Publication / Submission Start : **12.09.2025 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; Last date of submission : **20.09.2025 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; Tender opening date : **22.09.2025 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 6)**.

The **Executive Engineer (WS)/IGWTP, KMC** invites e-tender for the following works. (Submission of Bid through **Online**).

(1) NIET Ref. No. : WW/IGWTP/091/25-26 dt. 04.09.2025
Name of work : **Maintenance of the surface drain and the area along the Delta Chamber and the septic tank of the Labours Qtr. adjacent to NST at IGWTP**; Estimated Amount : ₹ **1,98,761.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Time of completion : **120 Days**.

(2) NIET Ref. No. : WW/IGWTP/092/25-26 dt. 04.09.2025
Name of work : **Replacement of the inlet sluice valve (400mm Dia) of the SSFB unit No. O-8 under old series at IGWTP**; Estimated Amount : ₹ **2,80,259.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Time of completion : **15 Days**.

(3) NIET Ref. No. : WW/IGWTP/093/25-26 dt. 04.09.2025
Name of work : **Maintenance of the areas along the Western alignment of DYKE within FST Parallel to the Air Force Ground by cleaning and removal of floating water Weeds Hyacinths etc. at IGWTP**; Estimated Amount : ₹ **4,93,788.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Time of completion : **120 Days**.

(4) NIET Ref. No. : WW/IGWTP/094/25-26 dt. 04.09.2025
Name of work : **Maintenance of the utility zones surrounding areas attach with the Module-1 having capacity 20MGD potable water under IGWTP**; Estimated Amount : ₹ **4,30,000.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Time of completion : **120 Days**.

(5) NIET Ref. No. : WW/IGWTP/095/25-26 dt. 04.09.2025
Name of work : **Development of the 40MGD WTP and chemical house surrounding areas at IGWTP**; Estimated Amount : ₹ **4,93,745.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Time of completion : **120 Days**.

(6) NIET Ref. No. : WW/IGWTP/096/25-26 dt. 04.09.2025
Name of work : **Maintenance of the surrounding premises of the Security Guard Room of Gate No. 4, Lavatory Complex and Union Office to Avert the Bad Stink at IGWTP**; Estimated Amount : ₹ **4,90,271.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Time of completion : **150 Days**.

(7) NIET Ref. No. : WW/IGWTP/097/25-26 dt. 04.09.2025
Name of work : **Repairing of the dilapitaded conservancy garbage removal hand carts under Estate Maintenance Department at IGWTP**; Estimated Amount : ₹ **2,49,081.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Time of completion : **60 Days**; Cost of tender & tender documents : **Nil (For Sl. No. 1 to 7)**; Last date and time of online submission of tender : **20.09.2025 upto 1 pm (For Sl. No. 1 to 7)**; For full and further details, please visit the websites **https://www.etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7)**; Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 7)**. 1014/25-26

ওয়ানডে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ঘটল এক 'বিরল' ঘটনা

৭ সেপ্টেম্বর ঃ ক্রিকেটে এমন একটা খেলা, যাতে হামেশাই অবাক করা ঘটনা ঘটে। কিন্তু কানাডা বনাম স্কটল্যান্ডের ওয়ানডে ম্যাচ অনন্য নজিরের কারণে শিরোনামে উঠে এসেছে। এই ম্যাচে ইনিংসের প্রথম দু'বলে আউট হন কানাডার দুই ওপেনার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার এমন ঘটনার সাক্ষী থাকল ক্রিকেটবিশ্ব।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল কানাডা-স্কটল্যান্ড। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন স্কটল্যান্ডের অধিনায়ক। প্রথম ওভারের প্রথম বলেই উইকেট পান ব্র্যাড কারি। আউট হন আলি নাদিম। স্লিপে তাঁর ক্যাচ তালুবন্দি করেন মার্ক ওয়াট।

এরপর নামেন পরাগত সিং। কারির বলে নেওয়া স্ট্রেট ড্রাইভ করেন পরাগত। আটকানোর চেষ্টায় ছিলেন বোলার। বল তাঁর হাতে লেগে ভেঙে দেয় উইকেট। সেই সময় নন-স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য ওপেনার যুবরাজ শর্মা ক্রিজ থেকে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। ফলে রান আউট হয়ে যান তিনি। এভাবেই টানা দু'বলে দুই ওপেনারের উইকেট খোয়ায় কানাডা।

ম্যাচে দাপট বজায় রাখে স্কটল্যান্ডই। একটা সময় কানাডার স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ১৮। খারাপ শুরু সত্ত্বেও খারাপ শুরু সত্ত্বেও, শ্রেয়স মোভা ৬০ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন। লোয়ার অর্ডারও তাঁকে যথাসম্ভব সহায়তা করে। শেষমেশ ১৮৪ রানে থামে কানাডার ইনিংস। জবাবে ৪১.৫ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় স্কটল্যান্ড।

পর্দার আড়ালে সিএসকে নিয়ে কী ভাবনা শ্রীনিবাসনের?

৭ সেপ্টেম্বর ঃ সিএসকে'র সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন এন শ্রীনিবাসন। আইপিএল এবং গ্লোবাল লিগে প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতিকে বিশেষ এই ভূমিকায় দেখা যেতে চলেছে তাঁকে। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চেন্নাই সুপার কিংসের বিভিন্ন কাজকর্মের ব্যাপারে এখন থেকেই উসাহ দেখাচ্ছেন। সেখানে আরও জানা গিয়েছে, এমএস ধোনির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রেখে চলেছেন শ্রীনিবাসন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যখন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন তাঁর মতো একজনের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন। ধোনির সঙ্গে শ্রীনিবাসনের যোগাযোগের ব্যাপারে সেই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সিএসকে'র এমডি এবং সিইও বিশ্বনাথনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু চেন্নাইয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শ্রীনিবাসন বৈঠকে যোগ দেন। ফ্র্যাঞ্চাইজির ভবিষ্য পরিকল্পনায় নিয়মিত অংশও নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ধোনির সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ও চেন্নাই সুপার কিংসের মুখ।জানা গিয়েছে, শ্রীনিবাসন বিভিন্ন জায়গায় হাই পারফরম্যান্স সেন্টার এবং অ্যাকাডেমি নির্মাণ করতে চান তিনি। চেন্নাই সুপার কিংস ক্রিকেট লিমিটেড ২৭ সেপ্টেম্বর একটি অনলাইন বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করেছে। এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, শ্রীনিবাসন এবং তাঁর মেয়ে রূপা গুরুনাথকে পরিচালক হিসেবে পুনর্নিযোগ করা। উল্লেখ্য, ৮০ বছর বয়সি শ্রীনিবাসনকে সিএসকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে সিইও কাশী বিশ্বনাথন বলেছিলেন, এটা সিএসকে'র জন্য বিরাট আশীর্বাদ। কারণ তিনি আমাদের অন্যতম সেরা প্রশাসক। আমি খুশি যে, সিএসকে'তে ফিরে এসেছেন তিনি। তবে তিনি উপদেষ্টার ভূমিকায় থাকবেন। কারণ তিনি খুব বেশি ভ্রমণ করেন না। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই চলব।

লন্ডনে কোহলির ফিটনেস পরীক্ষার খবর নিশ্চিত করলেন ছেত্রী!

৭ সেপ্টেম্বর ঃ সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিসিসিআইয়ের ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছেন। রোহিত শর্মা থেকে শুভমান গিল প্রত্যেকেই সেই পরীক্ষা দিয়েছেন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন না বিরাট কোহলি। এই মুহূর্তে পরিবারের সঙ্গে ইংল্যান্ডে রয়েছেন তিনি। সেখানেই ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন। যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। প্রশ্ন ওঠে, বাকিরা যখন ভারতে পরীক্ষা দিচ্ছেন, তখন কি কোহলির জন্য আলাদা নিয়ম? এই পরিস্থিতিতে কোহলির ফিটনেস সম্পর্কে 'বিশেষ মন্তব্য করেছেন কিংবদন্তি ভারতীয় ফুটবলার সুনীল ছেত্রী। জানিয়েছেন, তাঁকে ইংল্যান্ড থেকে ফিটনেস নিয়ে 'টেস্ট স্কোর' পাঠিয়েছেন কোহলি স্বয়ং।

পিএল পডকাস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুনীল ছেত্রী বলেন, কিছুদিন আগে লন্ডনে কোহলি কিছু পরীক্ষা করিয়েছিল। তার স্কোর ও আমাকে পাঠায়। এমন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা ভালো। খারাপ সময়ে যখন আপনি হতাশ বোধ করেন, তখন আপনি তাদের কথা বলেন। সবাই বিরাট কোহলি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো হতে চায়। এই দু'জন যেভাবে ফিট থাকে, তা অবিশ্বাস্য। কোহলি এবং রোনাল্ডোর মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন ছেত্রী। তিনি বলেন, আমি রোনাল্ডোকে চিনি না। দূর থেকে ওকে দেখে শিখি। কিন্তু বিরাটকে চিনি। দু'জনের মধ্যে কমন হল, ওরা ইতিমধ্যে যা অর্জন করেছে, তাতে খুশি নয়। এটাই ওদের বাকি সকলের থেকে আলাদা করেছে। এটাই ওদের এতদিন ধরে সফল থাকার মন্ত্র। যা বজায় রাখা সহজ নয়। একটি সর্বভারতীয় সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, কোহলি নাকি বিদেশে ফিটনেস পরীক্ষার জন্য বোর্ডের থেকে আলাদা করে অনুমতি নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাঁরা ব্যক্তিগত কারণে বিদেশে রয়েছেন, তাঁদের জন্য কি আলাদা নিয়ম প্রযোজ্য? যেখানে বেঙ্গালুরুর নতুন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে উপস্থিত ছিলেন রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, জশপ্রীত বুমরাহর মতো তারকারা। এর মধ্যে গিল-বুমরাহ তবু আসন্ন এশিয়া কাপে খেলবেন, কিন্তু রোহিতের পরিস্থিতি তো কোহলির মতোই। তাহলে দু'জনের জন্য আলাদা নিয়ম কেন? এই বিতর্কের মধ্যে ছেত্রীর মন্তব্য কিছুটা প্রলেপ দিতে পারে।

ঘোষণা হয়ে গেল দিনক্ষণ, কবে থেকে শুরু সুপার কাপ?

৭ সেপ্টেমবর ঃ ফেডারেশন আগেই জানিয়েছিল, আইএসএলের আগে সুপার কাপ শুরু করবে তারা। শনিবার রাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠকে সুপার কাপকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আয়োজন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। রবিবার জানা গেল, কবে থেকে আয়োজিত হতে চলেছে সুপার কাপ। এআইএফএফ-এর বিবৃতিতে জানা গিয়েছে ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে সুপার কাপ। চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। তবে সুপার কাপ কোথায় আয়োজিত হবে, তা এখনও জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, মোট ১৬টা দলকে নিয়ে চারটে জোনে ভাগ করে হবে। চারটে দলের শীর্ষ দলগুলি নিয়ে সেমিফাইনাল হবে। সোমবার থেকে ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠানো হবে। মাস খানেক আগে ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়েছিলেন, আইএসএলের আগেই সুপার কাপ হবে। সেই মতোই ঘোষণা হয়ে গেল রবিবার।

রবিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় করা এআইএফএফের বিবৃতিতে জানা যায়, নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারকি করার জন্য নির্বাহী কমিটি তিন

সদস্যের একটি বিড মূল্যায়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেডারেশন। এর সভাপতিত্ব করবেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি এল. নাগেশ্বর রাও, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের অডিট ও কমপ্লায়েন্স কমিটির সদস্য শ্রী কেশবরন মুরুগাসু এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। জানা গিয়েছে, ফেডারেশনের MRA টাস্ক ফোর্স কমিটি এআইএফএফের নির্বাহী কমিটির সভায় গঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, সুপার কাপের তারিখ ঘোষণা হওয়ায় ক্লাবগুলি প্রাক মরশুমের অনুশীলন শুরু করতে পারবে। কারণ, গভর্নিং বডি টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা কাটাতে বড়ড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্য নিয়ে 'শর্ট অর্ডারে' শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, আগামী মরশুমে আইএসএল-সহ অন্যান্য পেশাদার টুর্নামেন্টগুলির আয়োজনের জন্য টেন্ডার ডাকতে পারবে AIFF। তবে সেই টেন্ডারের গোটা প্রক্রিয়ার নজরদারিতে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগেশ্বর রাও। ওই প্রাক্তন বিচারপতি চাইলে গোটা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় নজরদারির জন্য পেশাদার সদস্যদের নিয়োগ করতে পারেন।

লাফিয়ে বাড়ছে বিসিসিআইয়ের আয়! ৫ বছরে কোষাগারে ১৫,০০০ কোটি, কর দিল কত?

৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতি বছরই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আয়। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জানা যাচ্ছে, ওই অর্থবর্ষে মোট ৪১৯৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে বিসিসিআইয়ের। রিপোর্ট অনুযায়ী, সব মিলিয়ে বোর্ডের ভাঁড়ারে আছে প্রায় ২০,৬৮৬ কোটি টাকা। অর্থা গত ৫ বছরে বোর্ডের আয় বেড়েছে প্রায় ১৫০০০ কোটি টাকা। আর গত অর্থবর্ষে বোর্ড কর দিল কত?

একটি ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইটের মতে, গত পাঁচবছরে বিসিসিআইয়ের আয় একলাফে অনেকটাই বেড়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ডের ভাঁড়ারে ২০১৮-১৯ সালে ছিল ৬০৫৯ কোটি টাকা। আর সেখানে ২০২৪-র অর্থবর্ষের শেষে বোর্ডের কাছে আছে ২০,৬৪৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বোর্ডের আয় বেড়েছে ১৪,৬২৭ কোটি টাকা। যার মধ্যে শুধু গতবছর থেকেই বোর্ডের আয় ছিল ৪১৯৩ কোটি টাকা। এশিয়া কাপ ফাইনালের দিন অর্থাৎ আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর বিসিসিআইয়ের ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেদিন বোর্ড সভাপতি পদের নির্বাচন-সহ অন্যান্য শীর্ষ পদাধিকারীদের নির্বাচন আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। তার আগে সব রাজ্য বোর্ডকে বিবৃতি পাঠানো হয়েছে। সেখানে ২০২৪-র বার্ষিক সাধারণ সভার বোর্ডের আয়ের হিসেব রয়েছে। বোর্ড ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে আয়কর বাবদ ৩১৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। অর্থাৎ, কেউ যেন স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলতে পারেন, তাই রাজ্য সংস্থাগুলোকে এই হিসেব দেওয়া হয়েছে। তবে গত বছর আশানুরূপ আয় হয়নি। মিডিয়া স্বত্ব থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আয় হয়েছে ৮১৩.১৪ কোটি টাকা। যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আয় ছিল ২৫২৪.৮০ কোটি টাকা। কারণ, সেই বছর ভারতে বিশ্বকাপ ছিল। এছাড়া বিদেশ সফরের আয় ৬৪২.৭৮ কোটি থেকে কমে ৩৬১.২২ কোটিতে নেমেছে।

আর্মেনিয়াকে গোলের মালা পর্তুগালের, জোড়া গোল জোটাকে উৎসর্গ রোনাল্ডোর

৭ সেপেপ্টম্ব্র ঃ দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। চল্লিশেও ছুটছেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। তাঁর জোড়া গোলের দাপটে আর্মেনিয়াকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের যাত্রা শুরু করল পর্তুগাল। গোল করে প্রয়াত বন্ধু দিয়োগো জোটার উদ্দেশ্যে উসর্গ করলেন সিআর সেভেন।

গাড়ি দুর্ঘটনায় জোটার প্রয়াণের পর এটাই ছিল পর্তুগালের প্রথম ম্যাচ। খেলা শুরুর আগে তাঁর উদ্দেশ্যে দুই দলই এক মিনিট নীরবতা পালন করে। ম্যাচের প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় পর্তুগাল। ১০ মিনিটে জোযাও ক্যান্সেলোর ক্রস থেকে গোল পান ফেলিক্স। এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ২১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে উয়েফা নেশনস লিগ চ্যাম্পিয়নরা। পেদ্রো নেতোর ইনসুইং ক্রস থেকে বল আর্মেনিয়ার জালে জড়িয়ে দেন রোনাল্ডো। গোল করে জোটার টিফোর সামনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ' সেলিব্রেশন করতে দেখা যায় তাঁকে। ৩২ মিনিটে জোযাও কানসেলোর গোলে স্কোরলাইন ৩-০ করে পর্তুগাল। বিরতির ঠিক পরেই ৪৬ মিনিটে ২৫ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত হাফ ভলিতে গোল করেন রোনাল্ডো। আর্মেনিয়া ম্যাচে ৫৮ মিনিটে তাঁকে তুলে নেন কোচ। ৬১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ফেলিক্স। এভাবেই ৫-০ গোলে প্রতিপক্ষ আর্মেনিয়াকে উড়িয়ে মাঠ ছাড়ে পর্তুগাল। বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের অন্য ম্যাচে অ্যান্ডোরাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড।

উল্লেখ্য, পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড রোনাল্ডোর ঝুলিতেই। তাঁর নামের পাশে ১৪০টি আন্তর্জাতিক গোল। তাছাড়াও বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে তাঁর গোলসংখ্যা ৩৮। যা মেসির চেয়ে ২টি বেশি। তাঁর সামনে এখন কেবল গুয়াতেমালার কার্লোস রুইজ। তিনি করেছেন ৩৯টি গোল। ওয়াকিবহাল মহল মনে করেছে, রুইজের নজির ভাঙা সময়ের অপেক্ষা।

ভুবনেশ্বরে হবে এশিয়ান টেবিল টেনিস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ

ভুবনেশ্বর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভুবনেশ্বরের ১১ থেকে ১৫ অক্টোবর কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ২৮-তম আইআইএফটি-এটিটিইউ এশিয়ান টেবিল টেনিস টিম চ্যাম্পিনশিপের আয়োজন করবে ভারত।শনিবার ভারতের টেবিল টেনিস ফেডারেশন এই ঘোষণা করেছে, এই ইভেন্টে এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় প্যাডলারদের ওড়িশার রাজধানীতে নিয়ে আসার কথা রয়েছে।ওড়িশায .এর আগে কটকে

২০১৯ সালের কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করেছিল, তবে এটি হবে তাদের প্রথম এশিয়ান টিটি ইভেন্ট।

গত বছর কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে, ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা দল তাদের নিজ নিজ ইভেনেন্ট ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল। তাছাড়া, আয়হিকা মুখার্জি এবং সুতীর্থ মুখার্জির জুটি মহিলাদের ডাবলসে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল।

নজির গড়ে জয়, টানা দু'বার ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা

৭ সেপ্টেম্বর ঃ নজির গড়ে ইউএস ওপেন জিতলেন এরিনা সাবালেঙ্কা। মার্কিন তারকা আমান্ডা আনিসিমোভাকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন বেলারুশের এই টেনিসকন্যা। বিপক্ষের ঘরের মাঠে দর্শকদের চিকারের মধ্যেও টানা দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেনের মুকুট জিতে সাবালেঙ্কা বললেন, হয়তো পরের বার সমর্থন পাব।

নিউ ইয়র্কের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ইউএস ওপেন ফাইনালে অষ্টম বাছাই আনিসিমোভাকে দেড় ঘণ্টার লড়াইয়ে পরাস্ত করলেন সাবলাঙ্কা। খেলার ফলাফল ৬-৩, ৭-৬। ফলাফলই বলে দিচ্ছে, অনয়াসেই জিতেছেন বেলারুশ তারকা। কেবল আনিসিমোভাকে নন, সাবলাঙ্কা হারালেন খেলা দেখতে আসা হাজার পঁচিশেক দর্শককেও। যাঁরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘরের মেয়েকে পূর্ণ দমে সমর্থন করে গিয়েছেন। কিন্তু সাবলাঙ্কার অনবদ্য টেনিস এবং অভিজ্ঞতার সামনে পার পেলেন না 'ঘরের মেয়ে'।

ম্যাচ জেতার পর আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি সাবালাঙ্কা। কোর্টের মধ্যেই হাঁটু মুড়ে কেঁদে ফেলেন। এরপর সোজা দৌ। লাগান গ্যালারিতে। সেখানে তখন জয়ের আনন্দে মশগুল তাঁর কোচ এবং কোচিং স্টাফেরা। তাঁদের সঙ্গে জয় উদযাপন করলেন। দেখা গেল, কোচ তাঁকে রুপোলি রঙের পোশাক উপহার দিচ্ছেন। এরপর প্রেমিককে চুমুও খেলেন। আসলে, চলতি বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ফরাসি ওপেনের ফাইনালেও উঠেছিলেন তিনি। শিরোপার অনেক কাছ থেকে ফিরতে হয়েছিল। অবশেষে আমেরিকায় শাপমুক্তি হল ২৭

বছরের এই টেনিস তারকার। তাই আনন্দও যেন দ্বিগুণ ছিল। ১১ বছরের মধ্যে প্রথম মহিলা হিসাবে টানা দু'বার ইউএস ওপেন শিরোপা জিতলেন সাবালাঙ্কা। এর আগে ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ সালে টানা তৃতীয় বার ইউএস ওপেন জিতেছিলেন সেরেনা উইলিযামস। সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে আগের ন'টি ম্যাচের মধ্যে ছ'টিতেই জয়ের মুখ দেখেছিলেন আনিসিমোভা। এর মধ্যে উইম্বলডনের সেমিফাইনালে জযও ছিল। কিন্তু এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন সাবালেঙ্কা। কেরিয়ারের সপ্তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জিতলেন তিনি। অন্যদিকে, আনিসিমোভার প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ভেঙে গেল। জেতার পর সাবালাঙ্কা বলেন, দু'বছর আগেও এখানে মার্কিন খেলোয়া।রে বিরুদ্ধে নেমেছিলাম। তখনই বুঝেছিলাম দর্শক সমর্থন জুটবে না। তাই প্রার্থনা করতাম। যেন আমেরিকার খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে নামতে না হয়। কিন্তু কোথায় কী! পরপর দু'বার সেটাই হল। আশা করি, পরেরবার সমর্থন পাব। অন্যদিকে, ম্যাচ হেরেও সাবালাঙ্কার খেলায় মুগ্ধ হয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আনিসিমোভাও।

শক্তিশালী কাতারের বিরুদ্ধে নজরকাড়া ফুটবল উপহার দিল ভারতের যুবরা, হেরেও বন্দিত নিকসনরা

৭ সেপ্টেম্বর ঃ স্কোরলাইন বলছে ম্যাচটা ১-২ ব্যবধানে হেরে গিয়েছে ভারত। কিন্তু হেরে গেলেও মাঝেমাঝে কুর্নিশ জানাতে হয়। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ এগিয়ে কাতার। সেই কাতারের বিরুদ্ধে নজরকাড়া ফুটবল উপহার দিল ভারতের যুবরা। শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলা বলে অতি রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়ে খেলা নয় বরং ধারেভারে অনেক এগিয়ে থাকা দলের বিরুদ্ধে মাঠে ফুল ফোটালেন নিকসন, সুহেল, নামতে, শাননরা। দোহার আবদুল্লা বিন খলিফা স্টেডিয়ামে এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ারে গ্রুপ এইচের ম্যাচের ১৮ মিনিটে এগিয়ে যায় কাতার। কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন আল হাশমি মহিয়ালদিন। কাতার এগিয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাঝমাঠ দখল নেওয়ার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে ভারত। ৪১ মিনিটে ডানদিক থেকে পার্থিব গগৈয়ের একটা ক্রস কাতার ডিফেন্সকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। প্রথমার্ধের ইনজুরি সময়ে আরও একটা সুযোগ পায় ভারত। কাতারের গোলরক্ষক আলি মহম্মদ গুলাইস তা বিপদমুক্ত করেন।

হাল ছাড়েননি ' কোল্টস'রা। ৫২ মিনিটে দুরন্ত হেডে গোল করে ভারতকে সমতায় ফেরান মহম্মদ সুহেল। ততক্ষণে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ ভারতেরই অনুকূলে। কিন্তু হঠাৎই তাল কাটে। ৬৫ মিনিটে রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। লাল কার্ড দেখেন পরমবীর। পেনাল্টি পায় কাতার।

৬৭ মিনিটে এই পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি জাসেম আল শারশানি। এগিয়ে যায় কাতার। ১০ জনে হয়ে যাওয়া ভারত দমে যায়নি। লড়ে গিয়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। ৫১ শতাংশ বল পজিশন ছিল ভারতের পক্ষে। ইনজুরি সময়ে একটা কর্নারও পায় ভারত। সেটাই ছিল শেষ সুযোগ। গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১-২ গোলে পরাজিত হয় ভারত।

ম্যাচ থেকে পাওনা ভারতীয় যুবদের হার না মানা মানসিকতা, সুহেলের অনবদ্য গোল, শাননের উইং ধরে একের পর এক আক্রমণ, সাহিলের দুর্দান্ত গোলকিপিং। সমস্ত কিছুই প্রশংসা কুড়িয়ে নিচ্ছে। হেরে গেলেও এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যাওয়ার রাস্তা এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি ভারতের। ৯ সেপ্টেম্বর ব্রুনেইয়ের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিততে হবে ভারতকে। উল্লেখ্য, ১১টি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল ছাড়াও চার সেরা গ্রুপ রানার্স দল সুযোগ পাবে মূলপর্বে যাওয়ার।

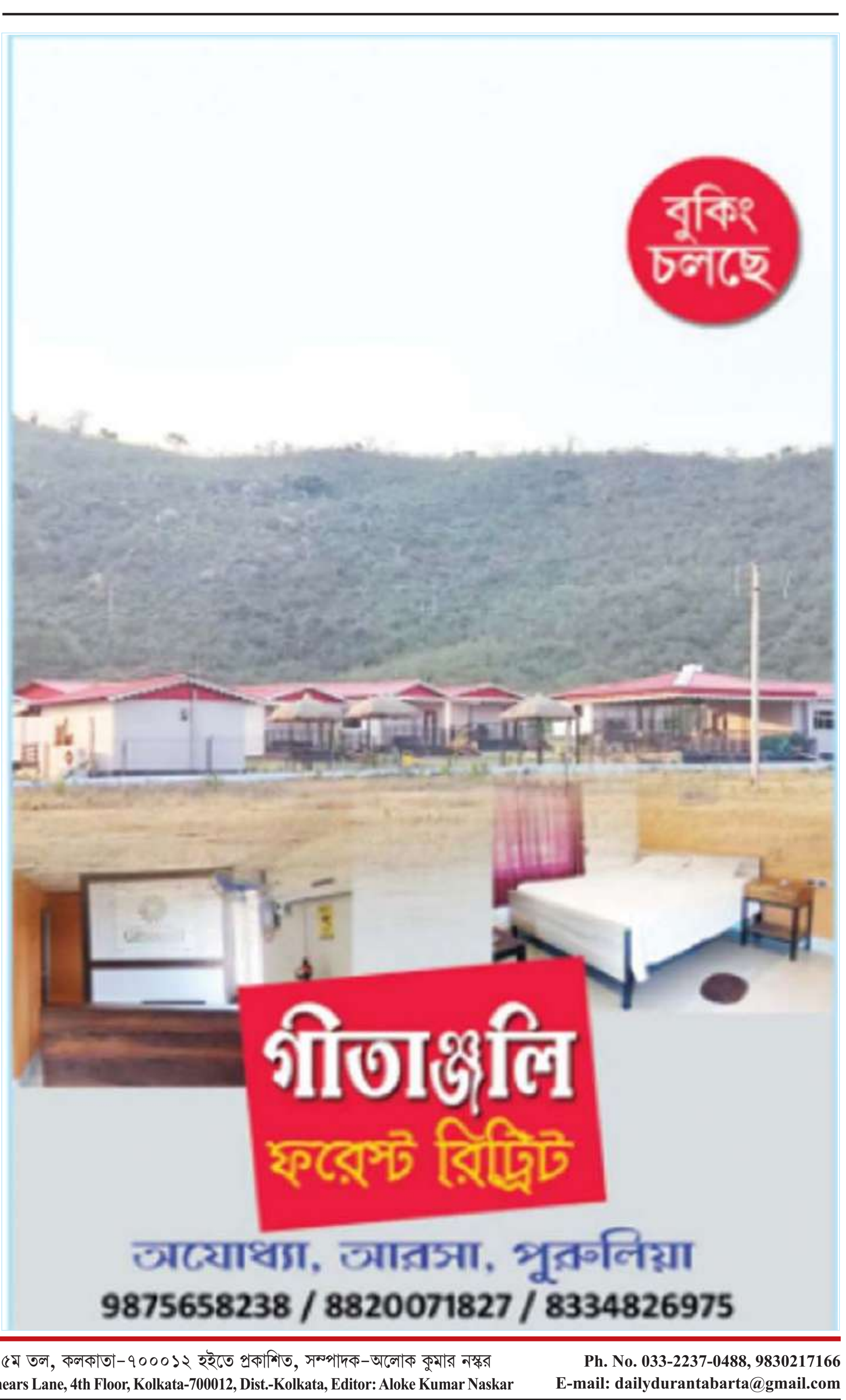

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com